

বার্ষিক প্রতিবেদন

२०১১-२०১२

७

२०১२-२०১७















বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

অধ্যায়ঃ ১। পটভূমি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দায়িত্বাবলী বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা/পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিসমূহ বাজেট সাংগঠনিক কাঠামো জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

অধ্যায়ঃ ২। মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তরসমূহের সাফল্য ও অগ্রগতি

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড
বাংলাদেশ সার্ভিসেস্ লিমিটেড
হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

অধ্যায়ঃ ৩। উপসংহার

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটিঃ

প্রকাশনা কমিটি

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) - সভাপতি উপসচিব (প্রশাসন) -সদস্য প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন - সদস্য প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড - সদস্য প্রতিনিধি, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ - সদস্য প্রতিনিধি, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড - সদস্য প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সার্ভিসেস্ লিমিটেড - সদস্য প্রতিনিধি, হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড - সদস্য উপসচিব (প্রশাসন-২) - সদস্য সচিব

<u>খসড়া প্রণয়ন উ</u>পকমিটি

বেগম নন্দিতা সরকার, উপসচিব (প্রশাসন-২)

জনাব কামরুজ্জামান, উপসচিব ও জেনারেল ম্যানেজার, বাপক

জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান মৃধা, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, বিমান

জনাব মঞ্জুর আহমেদ, উপপরিচালক (প্ল্যানিং), সিএএবি

জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজার, বিটিবি

জনাব আলী ইমাম হোসেন, এডিশনাল ম্যানেজার, বিএসএল

জনাব নাজিম উদ্দিন ভূঞা, এসিসটেন্ট ম্যানেজার, হিল

- সদস্য

জনাব নাজিম উদ্দিন ভূঞা, এসিসটেন্ট ম্যানেজার, হিল

প্রকাশকাল

নভেম্বর ২০১৩

মুদ্রণে

বিমান প্রেস

প্রচ্ছদ

নন্দিতা সরকার

কম্পোজ

মাহফুজুল আলম

প্রকাশনায়

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার







জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এমপি মন্ত্রী

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং বর্তমান সরকারের গতিশীলতা, উন্নয়ন কর্মকান্ডে আন্তরিকতা এবং জনকল্যাণমুখিতা সম্পর্কে দেশবাসীকে সম্যক ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ২০১১-২০১২ সালে ২৯১.২০ লক্ষ টাকা এবং ২০১২-১৩ সালে ৬১২.৩২ লক্ষ টাকা করপূর্ব মুনাফা লাভ করেছে। বাংলাদেশ পর্যটন কপোরেশন বিগত পাঁচ বছরে নতুন ২টি মোটেল নির্মাণ করেছে এবং ৬টি মোটেলের সংস্কার করে আধুনিক মানে রূপান্তর করেছে। দক্ষ জনবল তৈরীতেও পর্যটন করপোরেশন বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২০১১-১২ অর্থবছরে ০৮টি এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১১টি পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি বাংলাদেশকে বিদেশীদের কাছে তুলে ধরতে পরিচিতিমূলক স্রমণের আয়োজন করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের পর্যটন খাতের প্রচারণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০০৬ সালে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার এ দাঁড়িয়েছে এবং ২০০৬ সালে পর্যটন খাত থেকে বিদেশী আয়ের পরিমাণ ৫৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে ১০১ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

বিগত দুটি অর্থ বছরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ের উন্নয়নসহ অন্যান্য বিমান বন্দরের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্তর্জাতিকমানের বিমান বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চীনের সাথে G2G চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিমানের আন্তর্জাতিক রুটগুলোর পুনর্বিন্যাস করে লোকসান কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়। হোটেল সোনরগাঁও ও রূপসী বাংলা পরিচালনার জন্য যথাক্রমে প্যান প্যাসিফিক ও হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল গ্রুপের সাথে চুক্তি করা হয়েছে। রূপসী বাংলার আধুনিকায়নের জন্য সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণের অতিথি-পরায়ণতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিদেশীদের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে প্রগতিশীল জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং বিমান পরিবহনে আন্তর্জাতিক মান অর্জনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্রিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

> (মুহাম্মদ ফারুক খান, এমপি) মন্ত্রী



বানী



জনাব খোরশেদ আলম চৌধুরী সচিব

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের কার্য সম্পাদন ও পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে জনসাধারণের জন্য প্রকাশিত দলিল। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারের গৃহীত কার্যাবলীর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়ে থাকে এবং তা ভবিষ্যুৎ পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনসাধারণ মিডিয়া, বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের মূল্যবান মতামত পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এতদোদ্দেশ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন ও 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ নিরলস-ভাবে কাজ করার ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ও সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং বাংলাদেশ সার্ভিসেস্ লিমিটেড এর আওতায় রূপসী বাংলার প্রশাসনিক অবকাঠামো, তথ্য প্রযুক্তি, ট্রেনিং ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ভৌত উন্নয়ন ছাড়াও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আশা করি এ ধারা অব্যাহত থাকলে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে সেবার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হল। এ প্রকাশনায় মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন ও ভবিষ্যুৎ কর্মপরিকল্পনার সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জনগণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঞ্চো সম্প্রক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

খোরশেদ আলম চৌধুরী সচিব

অধ্যায়ঃ ১

পটভূমিঃ

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত বিষয়গুলো তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৭২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিমান পরিবহন বিভাগ সৃষ্টি করে ঐ বিভাগকে জাহাজ চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয় কিন্তু ১৯৭৬ সনের জানুয়ারি মাসে পুনরায় এ মন্ত্রণালয়কে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ হিসাবে রূপান্তর করা হয়। ১৯৭৭ সনের ডিসেম্বর মাসে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নামে একটি আলাদা মন্ত্রণালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ পুনরায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অবলুপ্তি ঘটে এবং এটিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগে পরিণত করা হয়। ১৯৮৬ সনে সরকারী আদেশ অনুসারে (নং সিডি-৪-৫২-৮৪-রুলস্, তারিখ জুলাই ৮, ১৯৮৬) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পুনরায় একটি মন্ত্রণালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

চিরায়ত বাংলার অনিন্দ্য-রূপ ও সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে পর্যটন খাতের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করা এবং বিমান পরিবহন সংস্থাকে আধুনিকায়ন করা ও গ্রাহক সেবা প্রদান ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা বেসামারিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

- এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করেছেঃ
- (ক) এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে তলে ধরা;
- (খ) পর্যটন খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা;
- (গ) পর্যটন শিল্পকে সবচেয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে গড়ে তোলা;
- (ঘ) বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহকে বিশ্বব্যাপী প্রচার এবং একে বিশ্ব দরবারে একটি 'পর্যটন গন্তব্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
- (৬) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশের কান্ট্রি ব্রান্ডিং করা;
- (চ) প্রতিযোগিতাসূলক এভিয়েশন বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য বিমানকে দক্ষ, গতিশীল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা;
- (ছ) একটি উন্নতত্র ও সমৃদ্ধ দেশ, সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

দায়িতাবলীঃ

সরকারী কার্যবন্টন নির্দেশ অনুসারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে যে বিষয়গুলোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা নিমরপঃ-

- (ক) বাংলাদেশ আকাশসীমা ও বিমানবন্দরসমূহে নিরাপদ বিমান চলাচল ও অবতরণের নিশ্চয়তা বিধান করা। এ লক্ষ্যে দি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সার্ভিস, নেভিগেশনাল এইড ও সিকিউরিটি সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন করাসহ বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি:
- (খ) দেশে-বিদেশে বিমান সার্ভিস পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন, বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত আইন-বিধি প্রণয়ন ও বিমান বন্দরসমূহের উন্নয়ন তথা আকাশপথ এবং বিমান চলাচল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- (গ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- (ঘ) দেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, পর্যটন সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং এ সম্পর্কিত আইন-বিধি প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থাসমূহের সঞ্চো যোগাযোগসহ পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- (৬) ট্রাভেল এজেন্সিসমূহের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ, এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও পরিসংখ্যান তৈরিকরণ;
- (চ) দেশের সকল হোটেল ও রেস্টুরেন্টসমূহের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- (ছ) এ মন্ত্রণালয়কে অর্পিত দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ ও চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কিত বিষয়াদি অনুসন্ধান এবং পরিবীক্ষণ;
- (জ) মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত সকল আইন-কানুন তৈরিকরণ, সময়োপযোগীকরণ, সমন্বয় সাধন ও গবেষণা;
- (ঝ) হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- (ঞ) বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- (ট) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থা/বিভাগসমূহের প্রশাসনিক পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- (ঠ) প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদিসহ সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ;
- (৬) এ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব সংক্রান্ত মাশুল ও শুক্কারোপ (আদালতে পরিশোধিতব্য ফিস ছাড়া);
- (ঢ) এ মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি সংক্রান্ত সমন্বয় এবং গবেষণা।

অধীনস্থ সংস্থাসমূহঃ

- এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাগুলোর নাম নিম্নে বর্ণিত হলঃ
- (ক) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন;
- (খ) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড;

(গ) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিসমূহঃ

 ক্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড;

 খে) বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (রূপসী বাংলা হোটেলের মালিক কোম্পানি);

 গে) হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (সোনারগাঁও হোটেলের মালিক কোম্পানি)।

বাজেটঃ ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ (সকল অংক লক্ষ টাকায় দেখানো হয়েছে)

ক্র	অফিস/খাতের নাম	অনুরয়ন/উরয়ন	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	সংশোধিত
নং			২০১১-২০১২	বাজেট	২০১২-২০১৩	বাজেট
				২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩
১.	মন্ত্রণালয়	অনুন্নয়ন	১২,২৬.০০	১১,৯৪.১৭	১৪,২৩.৩০	১৩,৭৪.২৫
		উন্নয়ন	২,১৭,০৬.০০	৭৫,৭৩.০০	৩২,৬৩,৭৩.০০	২,৪৬,৬৬.০০
২.	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	অনুন্নয়ন	৬১,৫৭.০৫	৬৫,৫২.৪১	৬৬,১১.৯০	৭৪,৮৮.৩৫
		উন্নয়ন	২৩,8৭.০০	১৮,১৮.००	৫০,৩৭.০০	১২,৫৫.০০
೨.	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	-	৬৬,৫২.০০	=	৭,৬৯.৭০	b,80.00
8.	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	-	২,৭১,৮৮.০০	(°°,°5'°°°	७,১७,००.००	২,৬৪,৫০.০০

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডঃ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১১-১২	সংশোধিত বাজেট ২০১১-১২	বাজেট ২০১২-১৩	সংশোধিত বাজেট ২০১২-১৩
রাজস্ব আয়	৫৫৩,০১৮.৩১	৩৮৫,২৭৫.২৪	৪৯১,৪৯৩.১৩	80৮,००७. ७ ९
ব্যয়	৫ 88,৯৯৯.৭৮	৪৩৯,৮২৯.১৩	৪৮৯,৬৪৯.৯৬	৪৩২,৯৯০.৩৭
লাভ/ক্ষতি	৮,০১৮.৫৩	(৫৪,৫৫৩.৮৮)	১,৮৪৩.১৮	(২৪,৯৮৭.০০)

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল) ও রপসী বাংলা হোটেল

(লক্ষ টাকায়)

41/2116/1 121110/62121 12114/6	(914 01414)				
খাতের নাম	বাজেট ২০১	১১ (জানু-ডিসে) বাজেট ২০১২ (জানু-ডিসে)		বাজেট ২০১৩ (জানু-	
					জুন)
	বিএসএল	রূপসী বাংলা	বিএসএল	রূপসী বাংলা	-
আয়	-	-	৫,০২০.০০	১১,৬৯০.০০	-
আয়কর ব্যতীত ব্যয়		=	২,২২৪.০০	৭,৬২৩.০০	=
ব্যবস্থাপনা ফি	-	-	-	২৮০.০০	-

বিএসএল কর্তৃক আয়কর ও ভ্যাট বাবদ সরকারী কোষাগারে জমা

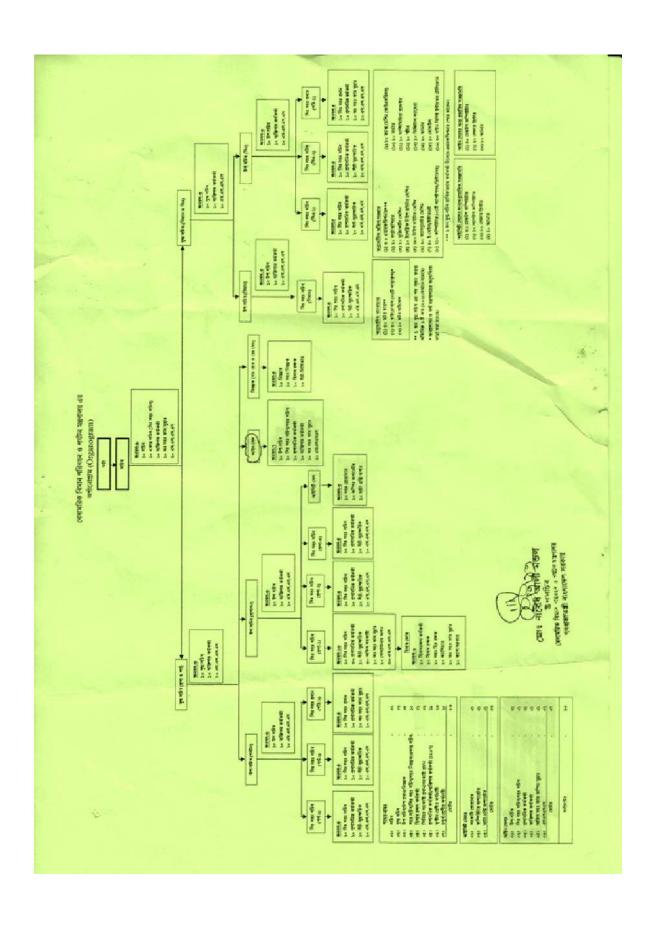
(লক্ষ টাকায়)

		(14 51114)
বাজেট ২০১১ (জানু- ডিসে)	বাজেট ২০১২ (জানু-ডিসে)	বাজেট ২০১৩ (জানু-জুন)
২,৭৭১.০০	৩,৬১৮.০০	5,७৫०.००

হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) ও প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল

(লক্ষ টাকায়)

						(11 91114)
খাতের নাম	বাং	সট ২০ ১ ১	বা	জেট ২০১২	২০১২ বাজেট	
	হিল	সোনারগাঁও	হিল	সোনারগাঁও হোটেল	হিল	সোনারগাঁও
		হোটেল				হোটেল
আয়	٩,08.৫0	৯৬,৭৪.২৬	১১, 09.00	১,২৭,৮৯.৯৯	১,৮১.০০	\$6,00.66
আয়কর ব্যতীত	১৪,০০.৬৩	৬৫,২৯.১৫	১৬,১৬.১৫	99, ৮৫. ১8	১,৪২.৭৫	৯,৪৭.১৬
ব্যয়						
ব্যবস্থাপনা ফি	২,৯৮.৭৯	=	8,৭৫.৪৬	=	৫২.৫৭	=



জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধান খাত হিসাবে পর্যটন শিল্পকে গড়ে তোলা তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে এ নীতির মল লক্ষ্য। জাতীয় পর্যটন নীতির অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমহ নিম্নরপ:

- (1) রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কৌশল, নীতি ও কর্মসূচিতে পর্যটন উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তকরণ;
- (2) বাংলাদেশে সুপরিকল্পিত পর্যটন উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (3) পর্যটন শিল্প উন্নয়নে সমন্বিত রূপকল্প প্রণয়ন; দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদে কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- (4) পর্যটন শিল্প উন্নয়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও এলাকাভিত্তিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- (5) বিশ্বব্যাপী বিপণন চাহিদার নিরিখে পর্যটন-আকর্ষণসমূহের শ্রেণীভুক্তকরণ ও বাজার সম্ভাবনা অনুসারে উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন;
- (6) পর্যটন-আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন ও বিপণন;
- (7) পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান নিশ্চিতকরণ;
- (৪) জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্প খাতের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবদান নিশ্চিতকরণ;
- (9) পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সরকারের সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে পর্যটন শিল্প ও পর্যটন-আকর্ষণসমূহের উন্নয়ন সাধন;
- (10) পর্যটন-আকর্ষণ ও সেবার মান নিশ্চিতকরণ এবং এ লক্ষ্যে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
- (11) দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান ও কর অব্যাহতির লক্ষ্যে আনুসংগিক সুবিধা প্রদান;
- (12) দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার;
- (13) বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;
- (14) বহির্বিধে বাংলাদেশের পর্যটন-আকর্ষণসমূহের সমন্বিত বিপণন ও ভাবমূর্তি উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহকে পর্যটন প্রচার ও প্রসারে সম্পৃক্তকরণ করে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান;
- (15) বহুমাত্রিক পর্যটন শিল্প বিকাশে আন্তঃমন্ত্রণালয়/এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- (16) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পর্যটন উন্নয়ন-বিকাশ ও ব্যবস্থাপনায় সম্প্রক্তকরণ;
- (17) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ দ্রবর্তী অনগ্রসর পর্যটন আকর্ষণে পরিণত করা এবং প্রচার ও বিপণন;
- (18) গ্রামীন পর্যটন, নৌ পর্যটন, কৃষি পর্যটন, স্বাস্থ্য পর্যটন, ক্রীড়া পর্যটন, অলটারনেটিভ ট্যুরিজম, কমিউনিটি পর্যটন ইত্যাদির উন্নয়নসহ পর্যটন-আকর্ষণসমূহের বহুমুখীকরণ;
- (19) পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ইকো-ট্যুরিজম এর উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (20) সুলভ অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নয়ন;
- (21) পর্যটন ও সেবা খাতের জন্য মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মাধ্যমে পেশাগত জনবল সৃষ্টি;
- (22) পর্যটন শিল্প বিকাশে গবেষণা, বিপণন কর্মকৌশল প্রণয়ন ও মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন;
- (23) পর্যটন শিল্পে IT এর ব্যবহার এবং বাংলাদেশের পর্যটন সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত ইন্টারনেটে সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
- (24) পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা ও Exclusive Toursist Zone সৃষ্টির মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ সৃষ্টি;
- (25) পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- (26) পর্যটন শিল্প সহায়ক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ;
- (27) পর্যটন স্পটসমূহে সুভ্যেনির তৈরিতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- (28) SAARC ও BIMSTEC অন্তর্ভুক্ত দেশসহ সমন্বিত আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যটন কর্মসূচি গ্রহণ;
- (29) বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) পর্যটন সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং সংস্থাসমূহ হতে সহায়তা গ্রহণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা ইত্যাদি।

অধ্যায়ঃ ২



বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

৮৩-৮৮, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ ফোনঃ ৯৮৮০৬১১, ৯৮৯৯৪০৪, ফাল্লঃ ৮৮০-২-৮৮৩৩৯০০ Website: www.bangladeshtourism.gov.bd

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি স্ব-শাসিত বাণিজ্যিক সংস্থা। জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উদ্যোগে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এর আদেশ নং-১৪৩ এর অধীনে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন গঠিত হয় এবং ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি এর কার্যক্রম শুরু হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন গঠিত হওয়ায় সাবেক ডিপার্টমেন্ট অব ট্যুরিজম প্রাপ্ত জনবল ও সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর উপর ন্যস্ত হয়।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অধীনে দেশব্যাপী ৪২টি স্থাপনা রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ইউনিটের সংখ্যা ২৮টি এবং বাকী ১৪টি ইউনিট লিজ-ভিত্তিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থায় বর্তমানে মোট জনবলের সংখ্যা ৬৪৯ জন, তন্মধ্যে ২৭৪ জন কর্মকর্তা ও ৩৭৫ জন কর্মচারী। লোকবল সরকারের রাজস্ব খাতের আওতাধীন নয়। সংস্থার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন ও সর্বপ্রকার ভাতা বাপক এর নিজস্ব আয় থেকে নির্বাহ করা হয়। ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও ০৩ (তিন) জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্যদ কর্তৃক সংস্থা পরিচালিত হয়। পরিচালনা পর্যদের সকল সদস্য সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগ হয়ে থাকেন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে আবাসন, পানাহার ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টির পাশাপাশি দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট-করণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পর্যটকদের পরিবহন ব্যবস্থা, পর্যটন পণ্যের বিপণনের কাজ করছে। এ কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সংস্থায় ৯টি আলাদা বিভাগ আছে।



কান্তুজিউ মন্দির সংলগ্ন পর্যটন রেস্তোরাঁর উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক থান এম,পি।

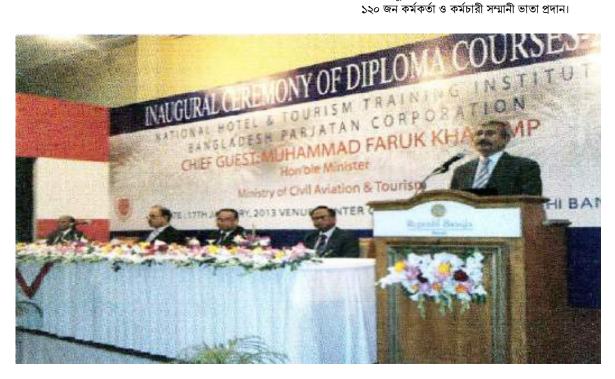
২০১১-১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ড

প্রশাসন বিভাগ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে প্রশাসন বিভাগ সংস্থার যাবতীয় প্রশাসনিক ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করে থাকে। এর মধ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রম, শৃংখলাজনিত বিষয়, পদোন্নতি, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যাচিত যাবতীয় তথ্যাদি প্রেরণ, বাপক এর মাসিক সমন্বয় সভা ও বোর্ড মিটিং এর আয়োজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরসমূহের এ বিভাগ হতে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছেঃ

২০১১-১২

নিয়োগ ০২জন সহকারী প্রকৌশলী এবং ১৫ জন সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (প্রক্রিয়াধীন)। ২৮জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেনশন নিস্পত্তি ৪১জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেনশন নিস্পত্তি করা হয়েছে। অবসর করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা - ০৪ জন (বিদেশে) ৫৪ জন (দেশে) ও ০৫ জন (বিদেশে) সেমিনার/ওয়ার্কশপ/মেলা কমকর্তা- ০৪ জন (দেশে ও বিদেশে)। ৯৩ জন (দেশে) ও ০৫ জন (বিদেশে)। শৃংখলাজনিত বিষয় ১২টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি। ১৫টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি। আদালতের মামলা ০৬টি মামলা নিষ্পত্তি। ০১টি মামলা নিষ্পত্তি। বিদ্যুৎ সাশ্রয় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্প সংযোগ প্রদান। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব সংযোগ প্রদান। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন প্রধান কার্যালয় ও হোটেল অবকাশে ক্লোজ প্রধান কার্যালয় ও হোটেল অবকাশে ক্লোজ সার্কিট সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন। ক্যামেরা স্থাপন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিরাপত্তা কমিটি গঠন। সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ইউনিট (TO&E) অনুমোদন ১৩টি। বর্তমানে সংস্থার বাণিজ্যিক ইউনিট ৪২টি। বর্তমানে TO&E সংশোধনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। করপূর্ব মুনাফা ২৯১.২০ লক্ষ টাকা। করপূর্ব মুনাফা ৬১২.৩২ লক্ষ টাকা। মুনাফা সম্মানী ভাতা অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য



ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব খোরশেদ আলম চৌধরী

জনসংযোগ বিভাগ



২০১১-১২

২০১২-১৩

ব্রশিউর প্রকাশ

তথ্য ভিত্তিক প্রচারমূলক ব্রশিউর বাংলায় প্রকাশ।

প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন

- 'ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা'য় প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে সুন্দরবনকে ভোট প্রদানের জন্য জনসাধারণের সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ (৬-৯ জুলাই ২০১১)।
- সুন্দরবনের দুবলার চরে অনুষ্ঠিত রাসমেলা উপলক্ষে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে "সুন্দরবনকে ভোট দিন" প্রচারণার কার্যক্রম গ্রহণ (৮-১০ নভেম্বর ২০১১)।
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও সাইবার ক্যাফে ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে সারা ঢাকা শহরে দিনব্যাপী প্রচারণা (৩১ অক্টোবর ২০১১ ও ১১ নভেম্বর ২০১১)।
- রবীন্দ্র সরোবরে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে সুন্দরবনকে ভোট প্রদানের জন্য প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

জাতীয় শোক দিবস

জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী ১৫ আগস্ট-এ বঞ্চাবন্ধুর প্রতিকৃতি অঞ্জন প্রতিযোগিতা আয়োজন।

বিশ্ব পর্যটন দিবস

২৭ সেপ্টেম্বর, বিশ্ব পর্যটন দিবসে 'এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার'-এ প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে সুন্দরবনকে ভোট প্রদানের জন্য প্রচারণার কার্যক্রম গ্রহণ।

সামাজিক সচেতনতামূলক কৰ্মশালা ও মেলা আয়োজন

- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং চ্যানেল আই এর যৌথ উদ্যোগে কক্সবাজারস্থ লাবনী পয়েন্টে ''পার্বত্য লোকজ মেলা''র আয়োজন (০২ মার্চ ২০১২)।
- দেশের স্পোর্টস ট্যুরিজম এর উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের প্রয়াসে ইমপ্লিসিট মিডিয়া এন্ড

প্রথমবারের মত জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ধানমন্ডিস্থ রহমান-এর ধানমন্ডিস্থ বঞ্চাবন্ধ স্মৃতি জাদুঘর এর উপর বঞ্চাবন্ধ স্মৃতি জাদুঘর এর উপর তথ্য ভিত্তিক প্রচারমূলক ব্রশিউর বাংলায় প্রকাশ।

> জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী ১৫ আগস্ট-এ বঞ্চাবন্ধুর প্রতিযোগিতা জীবনালেখ্যের উপর রচনা আয়োজন।

র্যালীতে অংশগ্রহণ ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন।

নভেম্বর ২০১২ এ কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে অবস্থানকারী বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন -রিকশাচালক, টমটম চালক, ফটোগ্রাফার, ডাব বিক্রেতা, বাদাম বিক্রেতা ইত্যাদি কর্মজীবী জনগণকে নিয়ে পর্যটকদের সাথে কি ধরণের আচরণ হওয়া উচিত তার উপর দিনব্যাপী

কমিউনিকেশন্স এর সহযোগিতায় হিমছড়ি এলাকা কক্সবাজার এ হিল হাইকিং • এ্যাডভেঞ্চার-২০১২এবং 'বাইক রেসিং প্রতিযোগিতা ২০১২ আয়োজন (২৮ - ৩০ জুন ২০১২)।

কর্মশালার আয়োজন।

- পর্যটন জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে নভেম্বর ২০১২ এ একটি বীচ কনসার্টের আয়োজন।
- দেশের স্পোর্টস ট্যুরিজম এর উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের প্রয়াসে ইমপ্লিসিট মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন্স এর সহযোগিতায় ৩ দিন ব্যাপী 'গো গ্রিণ - বাইসাইকেল ম্যারাথন প্রতিযোগিতার আয়োজন (২৭-২৯ নভেম্বর ২০১২)।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২৬ মার্চ চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন।

২০<u>১২-১৩</u>

মুদ্রণ

- বাংলাদেশ ট্রাভেল গাইড সম্পূর্ণ নতুন আঞ্চিকে মৃদ্রণের কার্যক্রম গ্রহণ।
- নতুন আঞ্চিকে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট আর্কিওলোজিক্যাল সাইটস এর উপর ব্রশিউর মৃদ্রণ।

২০১১-১২

- প্রথমবারের মত কর্তৃক বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের আওতাধীন সকল হোটেল মোটেল এর কক্ষ ভাড়ার উপর ব্রশিউর মুদ্রণ।
- সিটিজেন চার্টার সম্পূর্ণ নতুন-রূপে মুদ্রণের কার্যক্রম গ্রহণ।
- নতুন আশ্হিকে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট আর্কিওলোজিক্যাল সাইটস এর উপর ব্রশিউর মৃদ্রণ।
- বাংলাদেশ ট্রাভেল গাইড সম্পূর্ণ নতুন আঞ্চিকে মুদ্রণের কার্যক্রম গ্রহণ।
- প্যাকেজ ট্যুর ব্রশিউর মুদ্রণ।
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের আওতাধীন সকল হোটেল মোটেল এর কক্ষ ভাড়ার উপর ব্রশিউর মদুণ।
- সম্পূর্ণ নতুন-রূপে মুদ্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সংস্থার সকল হোটেলমোটেলের / নাগরিক সেবা অধিকার সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপনের কাজ শুরু।
- বাংলাদেশ টুরিস্ট ম্যাপ মুদ্রণের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।

মুনাফা অর্জনের আনন্দ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

- সংস্থায় ধারাবাহিক বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জনকে উপলক্ষ করে 'সাফল্যের আলোকধারা' নামক আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক উপস্থাপন আয়োজন।
- বৈশাখী খাদ্য উৎসব ১৪১৯ আয়োজন।
- এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ারে প্রয়োজনীয় প্রচার সামগ্রী প্রদান ও তত্ত্বাবধান।
- বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম ফেয়ারে প্রয়োজনীয় প্রচার সামগ্রী ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- রবীন্দ্র জন্ম সার্ধশত বার্ষিকী উপলক্ষে সুরের ধারা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সহযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ।

- পিঠা উৎসব ২০১২ আয়োজন।
- এশিয়ান টুয়রিজম ফেয়ারে প্রয়োজনীয় প্রচার-সামগ্রী প্রদান।
- বিপণন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সম্ভাব্য সেবা গ্রহীতাদের নিকট বাংলা নববর্ষে শুভেচ্ছা কার্ড ও উপহার সামগ্রী প্রেরণ।
- বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম ফেয়ারে প্রয়োজনীয় প্রচার সামগ্রী ও সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান।
- ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব কক্সবাজার কর্তৃক আয়োজিত ট্যুরিজম ফেয়ারে সহযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শাখা

দিন বদলের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে সরকার গৃহীত ডিজিটাল কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আইসিটি সেল গঠন করা হয়েছে এবং পর্যটকদের ই-তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- প্রথমবারের মত সকল হোটেল/মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রমসহ বাপক-এর সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় 'Integrated Automation System of Bangladesh Parjatan
 Corporation' শীর্ষক এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সার্ভার রুম তৈরি সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রথমবারের মত সংস্থার উল্লেখযোঁগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রদান করা হয়েছে।
- '১৩৮০৩' শর্ট কোডের উপর ভিত্তি করে বাপকের জন্য কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যে কোন মোবাইল অপারেটর থেকে এ নম্বরে ফোন করে যে কোন ব্যক্তি পর্যটন তথ্য সেবা গ্রহণ করতে পারেন।
- অফিসিয়াল ওয়েব সাইট www.parjatan.gov.bd নতুনভাবে HTML 5-এ উন্নীত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- নিজস্ব ডোমেইনের মাধ্যমে ই-মেইল করার ব্যবস্থা এবং প্রধান কার্যালয়ের কম্পিউটার LAN Connectivity-র আওতায় আনয়ন।
- হোটেল অবকাশের লবি Wi-fi এর আওতায় আনয়ন এবং কার্যালয়ের প্রতিটি ডেস্কে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- e-marketing এর জন্য ওয়েব পোর্টালে বিজ্ঞাপন মডিউল সংযোজন।
- বৃকিং ইনফর্মেশনসহ পর্যটকদের মোবাইল ফোনের এসএমএস-এর মাধ্যমে সেবা প্রদান।
- নতুনভাবে wap.parjatan.gov.bd নামে ওয়েবসাইটের মোবাইল ভার্সন চালুকরণ।
- ডিউটি ফ্রি অপারেশন্স-এর অটোমেটেড বিক্রয় কার্যক্রম শুরু।

বাণিজ্যিক বিভাগ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনে মুনাফা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নয়টি বিভাগের মধ্যে বাণিজ্যিক বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, মনিটরিং, আর্থিক ও প্রশাসনিক অনুমোদন, ত্রৈমাসিক বাণিজ্যিক সম্মেলনের আয়োজন, অনুমোদিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তর এবং প্রিমিয়াম আদায়সহ যাবতীয় কর্মকান্ত বাণিজ্যিক বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক মোট ৪২টি (সরাসরি পরিচালিত ২৮টি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ১৪টি) বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহকে আরও জারদার করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গতিশীলতা, জবাবদিহিতা, কর্মতৎপরতা এবং মুনাফা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য নিয়োক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সেরা কর্মকর্তা/কর্মচারী পুরস্কারঃ কাজের মান, পর্যটকদের অধিকতর সেবা প্রদান বিবেচনা করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্য থেকে 'বেষ্ট ম্যানেজার অব দ্য ইয়ার' এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে 'বেষ্ট পারফর্মিং অফিসার, বেষ্ট পারফর্মিং স্টাফ নির্বাচন করা হয়।

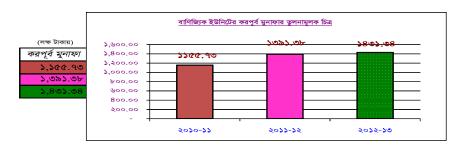
বাণিজ্যিক সম্মেলন ও প্রশিক্ষণকর্মসূচীঃ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন দা জব ট্রেনিংসহ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ-আয়োজন করাসহ বাণিজ্যিক সম্মেলনের সময় ব্যবস্থাপক/ইউনিট ব্যবস্থাপকদের একদিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক করা হয়।

বেসরকারি/ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বারঃ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বার হস্তান্তর করাসহ বাপকের নিয়ন্ত্রিত হোটেল ও মোটেলসমুহে নতুন বার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অমৌসুমজনিত রেয়াত প্রদানঃ সংস্থার কক্সবাজার, কুয়াকাটা, টেকনাফ ও টুংগীপাড়ায় অবস্থিত হোটেল/মোটেলে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ০১ মে থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত শুধুমাত্র আবাসিকের উপর ৪০% রেয়াত প্রদান করা হয়। এছাড়া, রাঙামাটি ইউনিটেও শুধুমাত্র আবাসিকের উপর ২০% রেয়াত প্রদান করা হয়।

নতুন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মাণঃ দেশের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান সিলেট জেলার জাফলং-এ 'পর্যটন রেন্ডোরাঁ ও স্ক্যাঞ্জ কর্নার' নির্মাণ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনা মসজিদ স্থল বন্দরের সন্নিকটে 'পর্যটন মোটেল সোনামসজিদ' নামে একটি আধুনিক মোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। 'পর্যটন মোটেল সোনামসজিদ'টি ২৮.০২.২০১৩ তারিখে উচ্চ্গুৰ্খাল জনতা কর্তৃক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পুনরায় মেরামত করে চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- বাণিজ্যিক ইউনিট সমূহের গত ০৩ বছরের করপূর্ব মুনাফা, অপারেটিং মুনাফা ও আয়ের তুলনামূলক চিত্রঃ
- 🕽 । করপূর্ব মুনাফার তুলণামূলক চিত্র 🖇



২। অপারেটিং মুনাফার তুলণামূলক চিত্র ঃ

		বাণিজ্যিক ইউনিটের অপারেটিং মুনাফার তুলনামূলক চিত্র
অর্থ বছর	(লক্ষ টাক অপারেটিং	3083.00
2020-22	٥, د	23.36.6
২০১১-১২	১ ,٩‹	
২০১২-১৩	১,৭১	3,90b.@3

ক) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমুহ ঃ ৪২টি (সরাসরি পরিচালিত ২৮টি এবং বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লীজ ভিত্তিতে পরিচালিত ১৪টি)

(٤)



(২) হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা ঃ
জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
(এনএইচটিটিআই)-এর একটি এ্যাপ্লিকেশন হোটেল হিসেবে
হোটেল অবকাশ প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট
প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ৩৫
কক্ষবিশিষ্ট হোটেলটিতে ২২টি এসি ভিলাক্স ও ১৩টি স্টান্ডার্ড
এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি
উন্নতমানের রেস্তোরাঁ (মালঞ্চ রেস্তোরাঁ), ১৫০ আসনবিশিষ্ট একটি
এসি ব্যাঙ্কুয়েট হল, ৪০ আসনবিশিষ্ট একটি এসি কনফারেন্স হল,
২০ আসনবিশিষ্ট একটি কফি সপ ও একটি পেস্ট্রি এন্ড বেকারী
শপ বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি টুইন ডিলাক্স-টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানি	২২	88	b ૭,૭ ૦૦.૦૦
এসি স্ট্যান্ডার্ড-টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানি	১৩	২৬	b २, ६००.००
এসি কনফারেঙ্গ হল (আসন ৪০) -পূর্ণ দিবস			b \$0,000.00
-অর্ধদিবস			b 9,000.00
ব্যাঙ্কুয়েট হল (আসন ২৫০) -পূর্ণ দিবস			b 20,000.00
-অর্ধদিবস			b \$6,000.00

(৩) ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্ (ডিএফও), মহাখালী, ঢাকা ঃ

১৯৭৮ সালে তৎকালীন ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এ ০২টি, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এ ০৩টি, চট্টগ্রাম-এ ২টি ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং সিলেট-এ ২টি দোকান চালুর মাধ্যমে ডিউটি ফ্রি অপারেশনস্-এর কার্যক্রম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এটি মূলত বাপক-এর একটি বাণিজ্যিক ইউনিট। উল্লেখ্য, শুক্কমুক্ত বিপণীর আয় এই সংস্থার মোট আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস।

(৪) রেন্ট-এ-কার ও ভ্রমণ ইউনিট, ঢাকা ঃ

দেশী-বিদেশী পর্যটকদের পর্যটন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে প্রধান কার্যালয়ে ইউনিটটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের রেন্ট-এ-কার সার্ভিস এক সময় এ ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের বিনোদনের জন্য চন্দ্রা ও সালনায় ০২টি পিকনিক স্পট, নারায়নগঞ্জের পাগলায় এমএল শালুক নামক ৫০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ট্যুরিস্ট জাহাজ ও ০১টি স্পিড বোট আছে।

(4)



(৬)



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি স্যুট- ফ্রিজ, টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পানি	০২	08	ъ 8,000.00
এসি টুইন বেড-টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠাভা পানি	\$ &	೨೦	b 2,200.00
নন-এসি টুইন রেড-টিভি, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা পাানি	77	২২	b \ ,\\$00.00
ইকোনোমি বেড	٥٥	০২	b \$60.00
এসি কনফারেঙ্গ হল (আসন ৩৫০) -নূন্যতম ২ ঘন্টা			ъ ७,000.00
পরবর্তী প্রতি ঘন্টা			b \$,200.00
মিনি কনফারেন্স (আসন ৩০) পূর্ণদিবস		०१	ъ ७,000.00

(৭) পর্যটন মোটেল, রাজশাহীঃ

২.০০ একর জায়ণার উপর রাজশাহীতে অবস্থিত তিনতলা মোটেলটিতে ৫০টি কক্ষ আছে। এর মধ্যে ০৫টি ভিআইপি সূট রুম, ১৫টি এসি ডিলাক্স টুইন রুম, ২৯টি সিঙ্গেল রুম রয়েছে। এছাড়া, ০৬ শয্যার একটি ইকনোমিক কক্ষ (ড্রাইভারস্ বেড) আছে। মোটেলটিতে ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল, ২৫ আসনবিশিষ্ট একটি মিনি এসি কনফারেন্স হল এবং ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি নন-এসি কনফারেন্স হল আছে। এছাড়া, ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ ও একটি টুরিস্ট রিকুট্ইজিট শপ আছে।



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
ভিআইপি সূ্যট রুম	90	00	ъ 8, 2 00.00
এসি ডিলাক্স টুইন বেড	36	೨೦	७२,२००.००
এসি সিঙ্গেল বেড	২৯	২৯	₽ > ,900.00
ইকোনমি বেড (প্রতি বেড)	٥٥	००	b ૭ ૦૦.૦૦
কনফারেন্স হল - এসি (১০০ জন) -প্রথম ২ ঘন্টা			b २, ৫००.००
-পরবর্তী প্রতি ঘন্টা			b \$,000.00
মিনি কনফারেন্স হল - এসি (২৫ জন) প্রতি ঘন্টা			b \$,000.00
কনফারেন্স হল- নন-এসি (৫০ জন) পূর্ণ দিবস			b २, ৫००.००

(b)



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
ভিআইপি এসি স্যুট রুম	০২	০২	ъ 8,000.00
এসি ডিলাক্স টুইন বেড	৩২	৬8	७ २,६००.००
ইকোনমি বেড	08	ob	b २ ००.००
এসি কনফারেন্স হল (১৫০) -প্রথম ২ ঘন্টা			ъ 8,000.00
-পরবর্তী প্রতি ঘন্টা			ъ \$,000.00

(৯)



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি ডিলাক্স কাপল/টুইন বেড	১২	ર8	৳ ২,২০০.০০
এসি টুইন বেড (দ্বিতীয় তলা)	૦৬	১২	₽ > ,900.00
ইকোনমি বেড (ডবল)	٥٥	٥٥	b 900.00
ইকোনমি বেড (সিঙ্গেল/প্রতি বেড)	૦ર	૦ર	b 800.00
এসি কনফারেন্স হল (২০০) -পূর্ণ দিবস			₽ \$0,000.00
-পরবর্তী প্রতি ঘন্টা			ъ 8,000.00

(১০)



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি টুইন বেড	০৯	72	b \ ,900.00
নন-এসি টুইন বেড	०१	78	b \ ,000.00
ইকোনমি কক্ষ (ড্রাইভারস কক্ষ)	೦೨	૦৬	b 400.00

(১১) মোটেল সৈকত, চট্টগ্রামঃ

চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ০.৯৭ একর জায়গার উপর ১৯৭৮ সালে মোটেল সৈকতের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। মোটেল সৈকতের মূল ভবনটি পুরাতন হওয়ায় ২০০৪ সালে সেটি ভেঞ্চো ফেলা হয়। বর্তমানে ১০ তলা বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি হোটেল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যেই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। তবে মোটেল সৈকতের বাণিজ্যিক কার্যক্রম রেলওয়ে ভবনের ১৪টি বিরাম কক্ষে সাময়িকভাবে চলমান আছে।

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি টুইন বেড	०२	08	₺ ১ ,৭০০.০০
নন-এসি টুইন বেড	> 2	২8	b \200.00

(>٤)



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি টুইন বেড	১২	২8	৳ ২,২০০.০০
নন-এসি টুইন বেড	०१	78	b \$,800.00
ট্রাইবাল হানিমুন কটেজ-১ নন-এসি (টুইন বেড, ১ ডাবল			৳ ৩,২০০.০০
বেড) ট্রাইবাল হানিমুন কটেজ-২ এসি (টুইন বেড, ১ ডাবল বেড)			b &,000.00
কটেজ-নিরালা (২টা টুইন বেড + ২টা কাপল বেড)	08	ob	ъ ७,०००.००
কটেজ-নিঝুম (২টা টুইন বেড + ২টা কাপল বেড)	08	ob	b २,৫००.००
কটেজ-নিভৃতি (২টা টুইন বেড + ১টা কাপল বেড)	00	০৬	b \$,800.00
কটেজ-নিলয় (২টা টুইন বেড)	०२	08	ь \$,800.00
কটেজ-নিকুঞ্জ (কাপল বেড/এসি)	०५	ob	b ২,000.00
ডরমেটরি (প্রতি বেড)	٥)	૦৬	€ ७००.००
অডিটোরিয়াম (২০০ আসনবিশিষ্ট)			b \$2,000.00

(04)



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি টুইন স্যুট রুম	٥٥	०२	७, ० ०.०० ४
এসি টুইন বেড	oъ	১৬	₺ २, ऽ००.००
নন এসি টুইন বেড	১৬	৩২	७ ५,७ ००.००
ইকোনমি বেড	०১	00	૦૦.૦૦ ક
কনফারেন্স হল (১০০) -পূর্ণ দিবস			ъ 8,000.00
-অর্ধ দিবস			b २, ৫००.००

(84)



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি কাপল বেড/ টুইন বেড	١ ٩	৩ 8	७ २,०००.००
ননএসি কাপল বেড/ কাপল বেড	۶۶	8২	ъ \$,800.00
ডরমেটরি (প্রতি বেড)	٥٥	90	৳ ৩ ૦૦.૦૦

(১৫) মোটেল প্রবাল, কক্সবাজার ঃ

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কম্প্লেক্সের ৮.২৭ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট 'পর্যটন মোটেল প্রবাল' নামক ৩৮ কক্ষের মোটেলটিতে ০৬টি টুইন বেড এসি, ৩২টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ০৬টি ডরমিটরী ও ০৯টি ইকোনমি কক্ষ আছে। এখানে ৫০-৬০ আসনবিশিষ্ট নন-এসি কনফারেন্স হল ও ৬২ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি কাপল বেড/ টুইন বেড	૦৬	25	ે.૪૦૦.૦૦
নন-এসি কাপল বেড/ টুইন বেড	৩২	৬8	₽ \$,800.00
ইকোনমি কক্ষ	০৯	72	oo.oo8 f
ভরমেটরি কক্ষ (৮ বেড) খাটসহ (বড় খাট-৪ জন)	૦৬	25	₽ \$,⊌00.00
খাটবিহীন (ম্যাট্রেস)	০৬	86	₽ \$,₹00.00



(১৮)

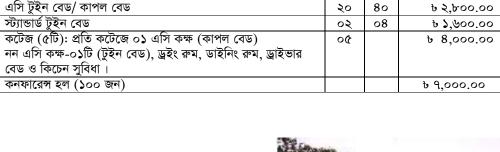
সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি স্যুট রুম	٥)	૦ર	ે.⊘,\૦૦.૦૦
এসি টুইন বেড	08	ob	b %00.00
নন-এসি টুইন বেড	٥٥	২০	b 000.00

সুবিধাদি

এসি রয়্যাল স্যুট এসি টুইন বেড/ কাপল বেড



(۹۷)



বেড

80

কক্ষ

০২



ভাড়া (প্রতি কক্ষ)

₽8,\$00.00

(১৬)

কক্ষ

১৩

বেড

২৬

সুবিধাদি

(86)

এসি টুইন বেড



ভাড়া (প্রতি কক্ষ)

৳ २,०००.००

সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি ডাবল বেড (ডিলাক্স)	٥٥	٥٥	৳ ঽ,०००.००
এসি টুইন বেড	08	ob	b \ ,900.00
নন এসি টুইন বেড	90	20	b \ 00.00
ইকোনমি রুম	০৬	১২	b b00.00
ইয়ুথ ইন			
নন-এসি ৪ বেড	8&	720	৳ ৬,৫০০.০০
নন-এসি টুইন বেড	১২	২8	b \ ,\\$00.00
এসি টুইন বেড	૦ર	08	৳ ঽ,৫૦૦.૦૦
এসি রয়েল সূ্যট	٥٥	٥٥	b (,૦૦૦.૦૦
কনফারেঙ্গ হল (নন-এসি) ১০০ জন-পূর্ণ দিবস			७ ३०,०००.००
- অর্ধ দিবস			৳ ७,०००.००
মিনি কনফারেঙ্গ হল (নন-এসি) ৫০ জন			b (£,000

(২০)



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া (প্রতি কক্ষ)
এসি টুইন বেড	08	ob	b 000.00
নন-এসি টুইন বেড	00	٥٥	૦૦.૦૦ ક
ডরমেটরি (৪ বেড)	১৩	৫২	b 200.00

(১১)



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া
এসি স্টুট রুম	٥٥	٥٥	৳ ৩,৬০০.০০
এসি টুইন বেড	૦৬) 2	৳ ঽ,১००.००
নন-এসি টুইন বেড	20	২০	b 3,0 00.00
ডরমিটরী (প্রতি বেড)	೦೦	১২	b ૭ ૦૦.૦૦
কনফারেঙ্গ হল - (আসন সংখ্যা ৫০ জন) -প্রথম দুই ঘন্টা			b 0 ,000.00
-পরবর্তী প্রতি ঘন্টা			००.००) ४

(২২)



সুবিধাদি	কক্ষ	বেড	ভাড়া
নন-এসি টুইন বেড	০২	٥٥	৳ ৬৯০.০০

(২৩) পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর ঃ

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে ০২ একর জমির উপর মোটেলটি অবস্থিত। এলাকাটি মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত। মোটেলটিতে মোট ১২টি কক্ষ আছে। এর মধ্যে এসি টুইন বেড সুইট কক্ষ-০২টি, এসি টুইন বেড কক্ষ-০৪টি, নন-এসি টুইন বেড কক্ষ-০৬টি। তাছাড়া, ৬০ আসনবিশিষ্ট ০১টি রেস্তোরাঁ আছে। মোটেলটি এখনও বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না।



(২৪) মাধবকুন্ড রেস্তোরাঁ, বড়লেখা, মৌলভীবাজারঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর ৫০ আসনবিশিষ্ট মাধবকুন্ড রেস্তোরাঁটি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার মাধবকুন্ড জলপ্রপাতের সন্নিকটে ৫.০০ একর জমির উপর অবস্থিত। জলপ্রপাত দেখতে আসা পর্যটকদের খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা মেটাতে রেস্তোরাঁটি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে প্যাকেটজাত খাবারসহ নাস্তা ও লাঞ্চ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। রেস্তোরাঁ ছাড়াও এখানে ০২টি পিকনিক স্পট, প্রতিটি ৫০০ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে পরিচালিত হচ্ছে।

(২৫) রাঙামাটি বার, রাঙামাটি ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর রাঙামাটি পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স-এর পুরাতন কটেজ নিকুঞ্জে বারটি নিজস্ব পরিচালনায় পরিচালিত হচ্ছে।

(২৬) পর্যটন রেস্তোরাঁ, কান্তজিউ মন্দির, দিনাজপুর ঃ

দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার প্রাচীন ঐতিহ্য কান্তজিউ মন্দিরের সন্নিকটে এক বিঘা জমির উপর ০২ কক্ষ ও ২৫ আসন বিশিষ্ট পর্যটন রেস্তোরাঁ, কান্তজিউ অবস্থিত। (২৭) পর্যটন মোটেল, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনা মসজিদ স্থল বন্দরের সন্নিকটে ০৩টি এসি কক্ষ, ০৯টি নন-এসি কক্ষ, ৫০ শয্যার ডরমিটরি, ৫০ আসনের রেস্তোরাঁ এবং টয়লেট ও কার পার্কিং সুবিধা সম্বলিত পর্যটন মোটেল, সোনামসজিদ নির্মাণ করা হয়। সম্প্রতি মোটেলটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে উদ্বোধন করা যায়নি। এটি মেরামতের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২৮) পর্যটন রেস্তোরাঁ ও স্ন্যাক্স কর্ণার, জাফলং, সিলেট ঃ

সিলেট জেলার জাফলং-এ দ্বিতল বিশিষ্ট ৩২ আসনের পর্যটন রেস্তোরাঁ ও স্ক্যাক্স কর্নার নির্মিত হয়েছে। স্থাপনা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট থেকে বুঝে নেয়া হয়েছে। শীঘ্রই বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হবে।

খ) বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটের বিবরণ নিমুরূপ ঃ

(১) সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বার, ঢাকা সিটি করপোরেশন সুপার মার্কেট, পরীবাগ, ঢাকা ঃ

০১.০১.২০০২ তারিখ হতে ১৫ বছর মেয়াদে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বারটি বার্ষিক ২৭,৯৬,৫৭৬.০০ টাকা প্রিমিয়ামে (প্রতি ০২ বছর পর ১০% বর্ধিত হারে) মেসার্স আসিফ ট্রেডার্স নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লীজ চক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

(২) রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা ঃ

১৬.১০.২০০৩ তারিখ থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর রুচিতা রেন্ডোরাঁ ও বারটি বার্ষিক ২৯,০০,৯০৯.০০ টাকা প্রিমিয়ামে (বার্ষিক ৫% বর্ধিত হারে) মেসার্স পিয়াসী রেন্ডোরাঁ ও বার নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ ১৫.১০.২০১৩ তারিখে শেষ হবে।

- (৩) মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বার, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ ঃ
 ০১.০৬.২০০৮ তারিখ থেকে ১৫ বছর মেয়াদে মেরী এন্ডারসন ভাসমান রেস্তোরাঁ ও বারটি বার্ষিক ১৬.৮০ লক্ষ টাকা
 প্রিমিয়ামে (বার্ষিক ২.৫% বর্ধিত হারে) মেসার্স হক ট্রেডার্স নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে
 পরিচালিত হচ্ছে।
- (৪) বগুড়া বার, পর্যটন মোটেল, বগুড়া ঃ
 বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পর্যটন মোটেল, বগুড়া চত্ত্বরে ০.০৫৬৫ একর জমির উপর নব-নির্মিত প্রায় ৪৫০ বর্গফুট
 ভবনে বারটি অবস্থিত। বারটি ২৫-৩০ আসনবিশিষ্ট। বারটি গত ০৪.০৩.২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক মেসার্স
 এস. আলম ইন্টারন্যাশনাল-এর নিকট বার্ষিক ২৩,২৫,০০৭.০০ টাকা (বার্ষিক ৫% বর্ধিত হারে) প্রিমিয়ামে ০৫ বছর মেয়াদে
 বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লীজ প্রদান করা হয়েছে।
- (৫) ভাটিয়ারী গলফ্ বার, চউগ্রাম ঃ ভাটিয়ারী গলফ্ এন্ড কান্দ্রি ক্লাব কর্তৃপক্ষের নিজস্ব স্থাপনায় ভাটিয়ারী গলফ্ বারটি বার্ষিক ৭০,০০০.০০ টাকা প্রিমিয়ামে ০১.০৫.২০০০ তারিখ থেকে প্রতি ০২ বছর পর পর নবায়ন সাপেক্ষে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।
- (৬) ফয়'স লেক, চউগ্রাম ঃ
 অত্যাধুনিক পর্যটন সুবিধাদি সম্বলিত একটি উন্নতমানের পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের পর্যটক আকর্ষণীয় এ স্থানটিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও মেসার্স কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ-এর মধ্যে ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক ০৮.০৯.২০০৫ তারিখ থেকে ৫০ বছর মেয়াদে বার্ষিক ২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে ও বার্ষিক টার্ণওভার এর ২ : ১ (২ ভাগ রেলওয়ে ও ১ ভাগ পর্যটন করপোরেশন) নির্ধারণ করে চুক্তি অনুযায়ী মেসার্স কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ নামীয় প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকাটি দেশের একটি অন্যতম পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে।
- (৭) রেস্তোরাঁ ও বার, মোটেল সৈকত, চট্টগ্রাম ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকত চত্ত্বরে ২০৪১,৮১ বর্গফুট জমির উপর ৩৫ আসনের রেস্তোরাঁ ও বারটি নির্মাণ করা হয়েছে। রেস্তোরাঁ ও বারটি ১৮.০৪.২০১০ তারিখে মেসার্স সুবর্ণা এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট বার্ষিক ৩৩,১২,০৮৪.০০ টাকা (বার্ষিক ৫% হারে বৃদ্ধিযোগ্য) প্রিমিয়ামে ০৫ বছরের মেয়াদে বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীনে লীজ চুক্তিতে পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

(৮) পর্যটন মোটেল লাবণী, কক্সবাজার ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের সমুদ্র সৈকতের সন্ধিকটে ১৯৯৭ সালে ২.৪৭ একর জমির উপর ৬০ কক্ষবিশিষ্ট তিন তলা পর্যটন মোটেল লাবণী'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৮.০৪.২০০৪ তারিখ থেকে মোটেলটি বার্ষিক ৫৬.৬০ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে (বার্ষিক ৫% বর্ধিত হারে) মেসার্স বেস্ট ইন্টার্ন নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৫ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। মোটেলটিতে বর্তমানে ১০৮টি আবাসিক কক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি রেস্তোরাঁ ও কনফারেন্স হল রয়েছে।

(৯) পর্যটন সুইমিং পুল, কক্সবাজার ঃ

লাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স-এর হোটেল শৈবাল সংলগ্ন সুইমিং পুলটি ০১.০১.২০০৮ তারিখে মেসার্স এলিট একোয়াকালচার লিঃ-এর নিকট বার্ষিক ৭.১১ লক্ষ (বার্ষিক ২.৫% হারে বৃদ্ধিযোগ্য) প্রিমিয়ামে ১৫ বছরের জন্য বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লীজ চুক্তিতে পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে।

(১০) পর্যটন মোটেল, বান্দরবান ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ২০০৩ সালে ৭.০০ একর জায়গার উপর নির্মিত তিনতলা পর্যটন মোটেল, বান্দরবান-এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে। ০৮.১২.২০০৩ তারিখ থেকে বার্ষিক ২২.৫০ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে (বার্ষিক ৫% বর্ধিত হারে) মেসার্স হিল ভিশন নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৫ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তিতে মোটেলটি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। ২৫ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ০১টি এসি স্যুইট, ০৮টি এসি টুইন বেড ও ১৬টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া, ১০০ আসনবিশিষ্ট ০১টি এসি কনফারেন্স হল ও ৫০ আসনবিশিষ্ট ০১টি উন্নতমানের রেস্তোর্য্তা রয়েছে।

(১১) মৌলভীবাজার রেস্ট হাউজ, মৌলভীবাজার ঃ

মৌলভীবাজার জেলা শহরে পরিত্যক্ত এ রেন্ট হাউজটি সংস্কারসহ নতুনভাবে পর্যটন শিল্পের উপযোগী পর্যটন স্থাপনা হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ৩০.০৬.২০০৪ তারিখ থেকে ১৫ বছর মেয়াদে বার্ষিক ৪,০১,১৭০.০০ টাকা প্রিমিয়ামে (বার্ষিক ৫% হারে বৃদ্ধিযোগ্য) মেসার্স ইউনাইটেড একোয়া ফার্মস্ (বাঃ) লিঃ-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। সম্প্রতি জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার উক্ত রেন্ট হাউজের মালিকানা দাবী করে রেন্ট হাউজটির দখল গ্রহণ করেছে। এ দখলের বিরুদ্ধে লীজ গ্রহীতা মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করেছেন যা বিচারাধীন।

(১২) চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক, সিলেটঃ

পর্যটন মোটেল সিলেট সংলগ্ন ১৩ একর খালি জমিতে বিওটি পদ্ধতিতে চিলড্রেন্স এমিউজমেন্ট পার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে মেসার্স সিলেট শিশু পার্ক নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৬.০১.২০০৩ তারিখে ১৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি আকর্ষণীয় রাইড নির্মাণের মাধ্যমে পার্কটি পরিচালনা করে আসছেন। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে বার্ষিক প্রিমিয়াম হিসাবে ৫.০০ লক্ষ টাকা (বার্ষিক ২% চক্র বৃদ্ধি হারে) এবং বার্ষিক টার্ণওভার হিসাবে ২৪.০০ লক্ষ টাকা সমান চারটি কিন্তিতে পরিশোধ করছে।

(১৩) গলফ বার, হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স-এর হোটেল শৈবাল-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে গলফার্সদের সুবিধার্থে আধুনিক গলফ্ বারটি নির্মাণ করা হয়েছিল। গলফ্ বারটি কক্সবাজারে আগত পর্যটকদের চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদান করে যাছে। ১০.১১.২০১০ তারিখে বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক ৫২.৫৩ লক্ষ (বার্ষিক ৫% হারে চক্রবৃদ্ধিতে) টাকায় লীজ চুক্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে মেসার্স ফিমা এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ০৫ বছর মেয়াদী লীজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(১৪) রাজশাহী বার, পর্যটন মোটেল, রাজশাহী ঃ

সংস্থার রাজশাহী মোটেল চত্ত্বরে নির্মিত বারটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার লক্ষ্যে গত ০৯.১২.২০১২ তারিখে মেসার্স সুবর্ণা এন্টারপ্রাইজ নামীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে বার্ষিক ২৫.২৩ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে (প্রতি বছর ৫% হারে বর্ধনযোগ্য) ০৫ বছর মেয়াদী স্বাক্ষরিত একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিপণন বিভাগ

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বিপণনের উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে সংস্থায় বিপণন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারমূলক (Partnership) এবং সমবায়ভিত্তিক বিপণন (Cooperative Marketing) কৌশল অবলম্বন করে থাকে। একদিকে পর্যটন গন্তব্য হিসেবে সামগ্রিক প্রচার (Broad Spectrum Promotion) ও বিপণন কার্যক্রম এবং অন্যদিকে Business to Business বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বেসরকারি খাতকে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সংস্থার বিপণন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প ও সেবার সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নামে পৃথক একটি সংস্থা গঠন করা হয়। গত ০১ নভেম্বর ২০১১ হতে নবগঠিত বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু হয়। পাশাপাশি সরকারি পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বিপণন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২০১১-১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সংস্থার বিপণন বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ ঃ

বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১২

२०১১-১२ প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে সুন্দরবনকে শীর্ষ ০৭(সাত)এ উন্নীতকরণে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এবং মহা-ব্যবস্থাপক(বিপণন) এর উদ্যোগে First Security Islami Bank Limited কর্তৃক New 7 Wonders of Nature in এর Bangladesh Platinum Sponsorship গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সাইবার ফ্যাফে এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ বন বিভাগের সাথে সম্মিলিতভাবে সারা দেশব্যাপী ব্যাপক ভোটিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গত ১১ নভেম্বর ২০১১ তারিখ New 7 Wonders বিশ্বের কর্তৃক প্রাকতিক সপ্তাশ্চর্য ফলাফল ঘোষণা হলে বাংলাদে**শে**র সৃন্দরবন অবস্থান ১৪(চৌদ্দ)তম।

General Sales Agent(GSA) in India. বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেল মোটেলসহ অন্যান্য আবাসিক সুবিধাদি ভারতে বিপানের জন্য Living Roots Destination Management (Pvt) Ltd. কে গত ২৭/১১/২০১১ তারিখ থেকে ০৩(তিন) বছরের জন্য Sales Agent হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। २०১२-১৩

পর্যটন বাংলাদেশ করপোরেশন, ট্যরিজম বোর্ড এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ট্রিস্ট সোসাইটি যৌথভাবে সহযোগিতায় স্তানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে র্যালী আয়োজনসহ ফুড ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে। হোটেল শৈবাল Necessity of Waste Management Effluent Treatment (ETP) উপর সেমিনারের আয়োজন করে। এ ছাড়া বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট, সকল বিমান বন্দর এবং বেনাপোল স্থলবন্দরে আগমন স্থানে সচেতনতামূলক ব্যানার প্রদর্শিত হয়।

International Conference/Rally on Tourism

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে "আমরা বাংলা বলি, আমরা সঞ্চো চলি" এই শিরোনামকে সামনে রেখে ১২ -২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত জার্নি প্লাস এবং ভারতের ট্যুর অপারেটর কোম্পানি ১০০ মাইলস্" এর উদ্যোগে এবং বাপকের সহযোগিতায় কোলকাতা-ঢাকা একটি সাইকেল র্যালির আয়োজন করা হয়।
- গত ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ও ০১ অক্টোবর ২০১১ তারিখ বঞ্চাবন্ধ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ট্যুরিজম ম্যাগাজিন 'পর্যটন বিচিত্রা' এর উদ্যোগে Asian **Tourism** Fair(ATF)-2011 মেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন Strategic Partner হিসেবে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন উক্ত মেলায় অংশগ্রহণ করে পর্যটন আকর্ষণ সম্বলিত ব্রশিউর পোস্টার ট্রাভেল গাইড, ম্যাপ, বিভিন্ন ট্যুর প্রোগ্রামের অফার এবং এনএইচটিটিআই প্রশিক্ষণবিষয়ক তথ্যাদি দর্শনার্থীদের নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে সুন্দরবনের ক্ষে ভোটিং কার্যক্রম পরিচালনা।
- গত ২৫ জুন ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ
 পর্যটন করপোরেশন ও ইউনান, চীনের
 যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত
 আন্তর্জাতিকমানের সেমিনারে চীন ও
 বাংলাদেশের মধ্যে পর্যটন শিল্পের
 সম্প্রসারণে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
 মাননীয় মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে
 উপস্থিত ছিলেন। পর্যটন কর্মকান্ড
 সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শীঘ্রই একটি সমঝোতা
 সারক স্বাক্ষরিত হবে।

- গত ২০-২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ বঙ্গাবন্ধ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ট্যরিজম ম্যাগাজিন 'পর্যটন বিচিত্রা' এর উদ্যোগে 2nd Asian Tourism (ATF)-2012 Fair মেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন Strategic Partner হিসেবে অংশগ্রহণ করে পর্যটন আকর্ষণ সম্বলিত ব্রশিউর, পোষ্টার, ট্রাভেল গাইড, ম্যাপ, বিভিন্ন ট্যুর প্রোগ্রামের অফার এবং এনএইচটিটিআই এর প্রশিক্ষণবিষয়ক তথ্যাদি দর্শনার্থীদের নিকট উপস্থাপন করে।

Familiarization Tour পরিচালনা ঃ

বহিবিশ্বে দেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মত সরকারি উদ্যোগে গত ১৬-২২ জুন ২০১২ তারিখ পর্যন্ত স্পেন, জার্মানী এবং জাপান এর ট্যুর অপারেটর ও মিডিয়া ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি পরিচিতিমূলক ট্যুর (Familiarization Tour) এর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর বিপান বিভাগ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সাথে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে।

মেলা / সম্মেলন অংশগ্রহন

ক) দেশে

- সংস্থা বেসরকারি **Trinity** Communication Ltd. এবং of Institute Hotel Management on Tourism and Hospitality in Bangladesh এর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সার্পোটিং পার্টনার হিসেবে অংশগ্রহণ।
- বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ এ ট্ প্রোগ্রাম এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা এর সম্মিলিত উদ্যোগে গত ৬-৮ জলাই ২০১১ তারিখ বঞ্চাবন্ধ শেখ মুজিবুর নভোথিয়েটারে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১১ অনুষ্ঠিত হয়। শুভ উদ্বোধন মেলাটির করেন গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাপক এর বিভিন্ন কর্মকান্ড এবং SMS এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনের পদ্ধতি দর্শনার্থীদের অবহিতকরণ।
- গত ২০-২২ অক্টোবর ২০১১ তারিখ বঞ্চাবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে Bangladesh Foundation For Tourism Development এর উদ্যোগে Bangladesh International Tourism Fair (BITF)-2011 সেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সহযোগি পার্টনার হিসেবে অংশগ্রহণ করে।
- Better Bangladesh Foundation, Dhaka Language Club এর উদ্যোগে গত ১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ ওয়াভারল্যান্ড পার্ক, গুলশান-২, ঢাকায় 5th International Cultural and Tourism Festival 2012 অনুষ্ঠিত হ্য। মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সহযোগি পার্টনার হিসেবে অংশগ্রহণ করে।

- গত ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ বঞ্চাবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মোলন কেন্দ্রে Bangladesh Foundation For Tourism Development এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Bangladesh International Tourism Fair (BITF)-2012 মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন Supporting Partner হিসেবে অংশগ্রহণ করে এবং ব্রশিউর, পোষ্টার, ট্রাভেল গাইড, ম্যাপ, বিভিন্ন ট্যুর প্রোগ্রামের অফার ও প্রশিক্ষণবিষয়ক তথ্যাদি দর্শনার্থীদের নিকট উপস্থাপন।
- ২০১২ ও ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালায় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যরো'র যৌথ উদ্যোগে মাসব্যাপী আয়োজিত Dhaka International Trade Fair (DITF) মেলায় বাপক অংশগ্রহণ করে। মেলায় আগত দেশী ও বিদেশী অতিথিদের নিকট বাপকের কার্যক্রম তুলে ধরার পাশাপাশি পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রচারপত্র বিলি করাসহ প্রশিক্ষশবিষয়ক তথ্যাদি দর্শনার্থীদের নিকট উপস্থাপিত হয়।

ঢাকাস্থ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত

Dhaka International Trade Fair(DITF)-2012, মেলা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন উক্ত মেলায় অংশগ্রহণ করে মেলায় আগত দেশী বিদেশী অতিথিদের নিকট পর্যটন সংশ্রিষ্ট বিভিন্ন প্রচারপাত্র বিলি করার মাধ্যমে বংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহ তুলে ধরে।

 ছাত্রদের ভ্রমণে আগ্রহী করে তোলার জন্য BRAC Adventure Club এর উদ্যোগে গত ২৮-২৯ জানুমারি ২০১২ তারিখে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যুরিজম ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পর্যটন আকর্ষণ সম্বলিত ব্রশিউর, পোষ্টার, ট্রাভেল গাইড, ম্যাপ, বিভিন্ন ট্যুর প্রোগ্রামের অফার এবং এনএইচটিটআই এর প্রশিক্ষণবিষয়ক তথ্যাদি বাপক অত্যন্ত সফলতার সাথে তলে ধরে।

সুন্দরবনের দুবলার রাসমেলা-২০১১ বন্দরনগরী খুলনার দুবলার চরে গত ০৮-১০ নভেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত রাসমেলায় বাপক অংশগ্রহণ করে এবং প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে সুন্দরবনের পক্ষে ভোটিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত মেলায় মাননীয় মেয়র এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন গত ১৭ মার্চ ২০১২ জাতির পিতা বঞ্চাবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয়
শিশু দিবস ২০১২ উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে
আয়োজিত তিনদিনব্যাপী বই মেলায় বাপক
অংশগ্রহণ করে এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন
প্রচার সামগ্রী বিতরণ করে। মেলাটির শুভ
উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ
হাসিনা।

গত ১৭ মার্চ ২০১৩ জাতির পিতা বঞ্চাবনু
শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী ও
জাতীয় শিশু দিবস ২০১৩ উদযাপন
উপলক্ষে গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়ায়
জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের
সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে পরিচালিত বই
মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
অংশগ্রহণ করে এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট
বিভিন্ন প্রচার সামগ্রী বিতরণ করে।
মেলাটির শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১১তম সার্ক ট্রেড ফেয়ার এবং ট্যুরিজম মার্ট ২০১২

রস্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে গত ৩০ মার্চ-০১ এপ্রিল ২০১২ তারিথে ১১তম সার্ক ট্রেড ফেরার এবং টুরিজম মার্ট ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। সার্কভুক্ত দেশের পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মেলাটি উদ্বোধন করেন। মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন অংশগ্রহণ করে এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রচার সামগ্রী বিতরণ করে।

খ) বিদেশে

- লন্ডন, যুক্তরাজ্যে গত ০৫-০৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল মার্ট ২০১২-তে অংশগ্রহণ।
- ভারতের কোলকাতায় গত ২৬ জানুয়ারি

 হতে ১০ ফেব্লুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত

 ৩৭তম আন্তর্জাতিক কোলকাতা পুস্তক মেলা
 ২০১৩-এ অংশগ্রহণ।
- বার্লিন, জার্মানিতে ০৬ হতে ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখে আইটিবি বার্লিন ২০১৩ (ITB-International Tourism Bourse) এ অংশগ্রহণ।
- বেইজিং, চীনে ০৯ হতে ১১ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে কুনমিং ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল এন্ড ট্রাভেল ফেন্টিভ্যাল এ অংশগ্রহণ।
- সিউল, কোরিয়ায় ৩০ মে হতে ০২ জুন ২০১৩ তারিখে কোরিয়া ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল ফেয়ার (KOTFA) ২০১৩ এ অংশগ্রহণ।

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগ সংস্থার একটি গুরুত্পূর্ণ বিভাগ। পরিকল্পনা বিভাগের মূলত: ৩টি শাখা রয়েছে, যথা: পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ এবং পরিসংখ্যান। যা সংক্ষেপে পিটিএস বিভাগ নামে পরিচিত। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন, পর্যটন আকর্ষণীয় স্থান চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি, পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও তা' বাস্তবায়ন করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ।

২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরের পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত উনুয়ন २०১১-১२

२०১२-১৩

প্রকল্প ঃ

''বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন''

"বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের (চলমান প্রকল্প) অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ বরাদ্দ থেকে ৭১.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয় এবং অবশিষ্ট ১৭৮.৮৪ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। ২০১১-২০১২ অর্থ বছর পর্যন্ত এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ব্যয় ৩৬৬.৫০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৯%। প্রকল্পের কান্তজিউ মন্দির ও দিনাজপুর মোটেলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চালু আছে। মৌলভীবাজারের পরিবর্তে শ্রীমঞ্চাল এর জমির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের রিট মামলায় স্থগিতাদেশ বিদ্যমান থাকায় প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত

উপ-প্রকল্পের সমন্বয়ে ''বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের (চলমান প্রকল্প) অনুকলে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত এ প্রকল্পের অনকলে মোট ক্রমপঞ্জিত ব্যয় ৪৩২.৩৯ (জিওবি: ৩৬৬.৫০ ও নিজস্ব তহবিল: ৬৫.৭৯) লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪২%। প্রকল্পের কান্তজিউ মন্দির ও দিনাজপুর মোটেলের উর্ধ্বসুখী সম্প্রসারণ উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চালু আছে। অন্যদিকে জাফলং উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ডিসেম্বর' ১২ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। উপ-প্রকল্প শ্রীমঞ্চাল এর জমির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের রিট মামলায় স্থগিতাদেশ বিদ্যমান

সমুদয় অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই।

"চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী এবং রংপুরে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন"

''চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী এবং রংপুরে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে ৯২১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ বরাদ্দ থেকে ৭৭৫.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং অবশিষ্ট ১৪৫.৫৪ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। ২০১১-২০১২ অর্থ বছর পর্যন্ত এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ব্যয় ৯৬৯.৩২ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। কিশোরগঞ্জ ও রাজশাহী উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত। চাঁপাইনবাবগঞ্জস্থ সোনা মসজিদ এলাকায় পর্যটন কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং রংপুর পর্যটন মোটেলের সংস্কার উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ হওয়ার সময়সীমা নির্ধারিত হয় ডিসেম্বর' ২০১২।

থাকায় বাস্তবায়ন কাজ বন্ধ আছে। ফলে এ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করা হয় নাই। তবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুন'১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ কতিপয় সুবিধাদি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

''চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী এবং রংপুরে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ৩১৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ বরাদ্দ থেকে ২৩৭.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং অবশিষ্ট ৮১.৫৫ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ব্যয় ১২০৬.৫৫ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের আওতাভুক্ত ০৪টি কিশোরগঞ্জস্থ উপ-প্রকল্প রাজশাহী, রংপুর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাস্তবায়ন ডিসেম্বর'১২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। কিশোরগঞ্জস্থ মসূয়া উপ-প্রকল্পটি স্থানীয় প্রশাসনের কাছে হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঞ্চাত উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেক্ষিতে ঘোষণার ২৮.০২.২০১৩ তারিখে উচ্ছ্ঞ্খল জনতা কর্তৃক নবনির্মিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ মোটেলে আক্রমণ করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। এতে, সেখানে কর্মরত সংস্থার একজন নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব তৌহিদুল ইসলাম নিহত হন। পরবর্তীতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে ক্ষতিসাধিত নবনির্মিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ মোটেলটি সংস্কার ও মেরামত কাজ অর্থ বিভাগের অনুরয়ন খাতের উন্নয়ন কর্মসূচীর অতিতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিএনবি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

"চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের জমিতে নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ এবং কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবালের পার্শ্বদিক সম্প্রসারণ" "চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের জমিতে নতুন পর্যটন মোটের নির্মাণ এবং কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবালের পার্শ্বদিক সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে ৬৪৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এ বরাদ্দ থেকে ৬৩৭.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং অবশিষ্ট ৯.৬২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। ২০১১-২০১২ অর্থ বছর পর্যন্ত এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ব্যয় ৬৩৮.৩৮ লক্ষ টাকা ও

"চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের জমিতে নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ এবং কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবালের পার্শ্বদিক সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ৯৩৬.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং সমুদয় টাকা ব্যয় করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত (০২টি অংশ সমন্বয়ে) এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ব্যয় ১৫৭৪.৬৩ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৩৬%। "চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের জমিতে নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ" উপ-প্রকল্পের

বাস্তব অগ্রগতি ১৬%। "চট্টগ্রামস্থ মোটেল সৈকতের জমিতে নতুন পর্যটন মোটের নির্মাণ" উপ-প্রকল্পের ২৮% ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৭০% ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী জুন' ১৪ পর্যন্ত এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। অপরদিকে, গত ১৩.০৮.২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত PPP সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে হোটেল শৈবালের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে বর্তমানে চট্টগ্রামে বাস্তবায়নাধীন মোটেল সৈকতের ৬৯-১০তলা পর্যন্ত অবকাঠামো ও অন্যান্য পর্যন্ত সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রকল্প ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ১১৪০.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'রোঙামাটিতে একটি নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ'' শীর্ষক চলমান প্রকল্পের অনুকূলে ২০১১-২০১২ অর্থবছরের ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়। ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ব্যয় ৩২৪.৮৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৫%।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ১১৪০.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "রাঙামাটিতে একটি নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ব্যয় ৯২৪.৮৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুন'১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ।

এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প (অননুমোদিত প্রকল্প)

- কুয়াকাটায় ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ;
- কুয়াকাটায় ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ;
- মংলা ও টেকনাফ পর্যটন মোটেলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;পঞ্চগড়ে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন, মংলা ও
- আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলা নগরে পর্যটন ভবন নির্মাণ্টকনাফ পর্যটন মোটেলের উর্ধ্বমুখী
- রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ জেলায়সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন এবং ২টি পর্যটন প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন; জল্মান সংগ্রহ;
- বৃজাবন্ধু সেতু এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন;
 আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলা নগরে পর্যটন ভবন
- কিশোরণঞ্জ জিলার ভৈরব সৈতু এলাকায় নির্দ্ধাণ; লালমনিরহাটের সিন্দুরমতিসহ দেশের ৭টি বিভিন্ন স্থান্দেপুর, সিলেট, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ (পতেজা, পার্কি সমুদ্র সৈকত, সাতক্ষীরাস্থ মুক্তিক্সেলায় পর্যটন প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন; বিরিসিরি, বুড়িমারী স্থলবন্দর) পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ; বজাবন্ধু সেতু এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি
- কুয়াকাটায় ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ; প্রবর্তন;
- পঞ্চগড়, নিঝুম দ্বীপ ও কাপ্তাই-এ পর্যটন সুবিধাদি প্রকর্তনকৃশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব সেতৃ এলাকায় ও
- ভোলার মনপুরায় বঙ্গাবন্ধু চিন্তা নিবাস পর্যটন কেক্সাক্সানিরহাটের সিন্দুরমতিসহ দেশের ৭টি বিভিন্ন স্থানে চরকুকরী মুকরীতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন; (পতে্জা, পার্কি সমুদ্র সৈকত, সাতক্ষীরাস্থ মুন্সিগঞ্জ,
- পর্যটন শিল্পের সহযোগী সড়ক ও অবকাঠামো উন্নর্রান্ত্রিসরি, বুড়িমারী স্থলক্দর) পর্যটন সুবিধাদি নির্মাণ;
- প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু এলাকায় পর্যটন সুবিধাদি প্রব্রেক্সলার মনপুরায় বঙাবন্ধু চিন্তা নিবাস পর্যটন কেন্দ্র ও চরকুকরী মুকরীতে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন;
 - "ইন্টিগ্রেশন অফ অটোমেশন সিস্টেম অব বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন" শীর্ষক কর্মসূচী অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাত হতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশোধিত এডিপিতে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান;
 - বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন '
 "ও এর বিধিমালা ২০১০-অঞ্চল আইন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর
 আওতায় সারাদেশে কক্সবাজার এবং কুয়াকাটা কেপর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা।

বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন ২০১০ ও এর বিধিমালার আওতায় ইতোমধ্যে এ বিভাগের সংশ্লিষ্টতায় মন্ত্রণালয় হতে কক্সবাজার এবং কুয়াকাটাকে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বৈদেশিক সহযোগিতা:

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আয়োজিত South Asia Tourism Infrastructure Development প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ০৪টি হেরিটেজ সাইট পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, কান্তজিউ মন্দির এবং ষাট গম্বুজ মসজিদ এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক হতে সহজ শর্তে ১২ মিলিয়ন ডলার ঋণ পেয়েছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এবং প্রস্কৃতাত্ত্বিক অধিদপ্তর যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর জন্য মোট বরাদ্দ ৪ লক্ষ ডলার। সেই ধারাবাহিকতায়, হেরিটেজ সাইটসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০১০-২০১১ থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত এডিবি হতে মোট ২৮.০০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। উক্ত বরাদ্দের আওতায় বাংলাদেশের ৪টি হেরিটেজ সাইট পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, কান্তজিউ মন্দির এবং ষাট গম্বুজ মসজিদ এলাকায় পর্যটন সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। বর্ণিত কর্মশালায় "পর্যটন কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহে পর্যটনের মাধ্যমে জীবিকায়ন" বিষয়ক বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জনপ্রশাসন এবং বেসরকারি পর্যটন উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালাগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হয়। চলতি অর্থবছরের বর্ণিত ০৪টি হেরিটেজ সাইটে ওয়ার্কপ্ল্যান অনুযায়ী কমিউনিটি ম্যাপিং, গাইড টুরে ট্রেনিং ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পাদন করা হবে।

পর্যটন খাতে সরকারী অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতির বিবরণঃ

/	5	-	_
(লক্ষ	· 15	ক	য়ে)

অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ	অগ্রগতি
২০ ১১ -২০১২	3 636.00	\$88.00	৮১.৬৩%
২০১২-২০১৩	> ২৫৫.২৫	১১৭৩.৪৫	৯৩.৪৮%

পূৰ্ত বিভাগ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিটের নানাবিধ মেরামত, সংস্কার, নবায়ন ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষন মূলক কাজ পূর্ত বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এই বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন পেশার প্রকৌশলীগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে এডিপি উন্নয়ন প্রকল্প এবং নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে।

নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কাজের বিবরণ ঃ

নিজস্ব অর্থায়নে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাপক এর হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, ডিউটি ফ্রি শপ এর মেরামত, সংস্কার, নবায়ন রক্ষণাবেক্ষণ সৌন্দর্যবর্ধন এর কাজ করা হয়েছে তার তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

২০১২-২০১৩ অর্থবছরের সম্পাদিত কাজের বিবরণ ঃ

ক্ৰঃ নং	কাজের নাম	ব্যয় বরাদ্দ (টাকায়)
۱ ډ	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বোর্ড রুম/সম্মেলন কক্ষে ২ (দুই) টি স্পিলিট টাইপ	১,৫৭,৭৭৫/-
	২.০০ টন ক্যাপাসিটি এয়ারকন্ডিশনার (মডেল নং- HSC DA1) সর্বরাহ ও স্থাপন কাজ;	
২ ।	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ২য় ও ৩য় তলার জানালার গ্লাস	৩ 8,000/-
	প্রতিস্থাপন কাজ;	
ا و	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তলায় অফিস স্থাপনা	8,৫৭,১৪०/-
	এবং ডিএফও বিভাগের আনসারদের আবাসন সুবিধা নির্মাণ কাজ;	
8	চট্টগ্রামস্থ শাহ আমানত আন্তজাতিক বিমান বন্দরের নীচতলায় আগমনী লাউঞ্জে শুক্তমুক্ত বিপণী	৯,৯৮,৪৪৯.০০
(l	দিনাজপুর মোটেলে ড়াইভার্স কক্ষ নির্মাণ কাজ;	\$0,\$0,880/-
৬।	হোটেল পশুর, মংলায় ড়াইভার্স কক্ষ নির্মাণ কাজ;	২৪,৮৭,৯৫৪/-
٩١	কান্তজিউ মন্দির ও রংপুর পর্যটন মোটেলের উদ্বোধন কাজের জন্য ফলক, পর্দা ও অন্যান্য	(0,000/-
٦ ١	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ ট্রানজিট লাউঞ্জের শুল্ক বিপনী ও ড়িংক্স কর্ণারের	৩৩,৭১,৭২৫/-
	অভ্যন্তরীণ সাজ–সন্থা, সৌন্দর্য বর্ধন ও নবায়ন কাজ	
৯ ৷	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রধান দপ্তর ভবন, সংলগ্ন এলাকা, প্রবেশ দ্বার, সম্মুখাংশ	১০,৯৯,৯০০/-
	এর মান উন্নয়ন (Face Lifting), রংকরণ, সাজ-সজ্জা ইত্যাদি কাজ;	
\$0	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পর্যটন মোটেল বগুড়া ইউনিটের কনফারেন্স হল ও	৩,০৬,৩১০/-

	রেস্তোরাঁ সংলগ্ন স্থানে টয়লেট সুবিধা নির্মাণ কাজ;	
77	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ডিএফও ভবনের নীচ তলায় রুচিতা রেস্তোরাঁর সম্মুখস্থ	২,১০,৯৫৫/-
	ওয়াটার রিজার্ভার সংলগ্ন স্যুয়রেজ লাইন মেরামত কাজ;	
১ ২ ।	সিলেট মোটেলের বর্ণালী রেস্তোরাঁর ছাদ ও সিআই সিট রুফ মেরামত এবং ফ্লোরে টাইলস	৫,৫৪,১৮৬.০০
३७ ।	মহাখালীস্থ হোটেল অবকাশে এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ;	৯,৪৭,২৫৬.০০
78	কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স এর ৫টি লাক্সারি কটেজের মেরামত কাজ;	১,৯৬,৮৯০/-
१ ७ ।	খাগড়াছড়ি পর্যটন মোটেলের এ্যাপ্রোচ রোড মেরামত ও সংস্কার কাজ;	৬৩,০০০/-
	মোট =	১,১৭,৫৬,১২০/-

২০১৩-২০১৪ সালে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কাজের বিবরণঃ

۱ ډ	মহাখালীস্থ এনএইচটিটিআই এর ল্যাংগুয়েজ ল্যাবটিকে ক্লাসরুমে রূপান্তরকরণ ও ২য় ও ৩য়	২৩,৩৪,১৮২/-
	তলায় ৫টি শ্রেণী/ল্যাবের মান উন্নয়ন লক্ষ্যে মেরামত ও সংস্কার কাজ;	
२ ।	মহাখালীস্থ এনএইচটিটিআই এর ল্যাংগুয়েজ ল্যাব এবং হোটেলে অবকাশের ব্যাংকুয়েট হলে ২টন ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ;	৩,৭৫,০০০/-
ত।	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ৫ম তলায় কতিপয় জরুরী মেরামত ও	২,৯৯,০৪০.৫০
01	রক্ষণাবেক্ষন কাজ ;	2,00,000.00
8	বাপক ডিএফও ভবনের চতুর্থ তলায় মহা-ব্যবস্থাপক (ডিএফও) এর অফিস কক্ষে একটি টয়লেট	১,১৬,৩৪৪/-
	নিৰ্মাণ কাজ;	-,,
€ 1	পঞ্চগড় জেলার বাপক এর নিজস্ব জমিতে সীমানা চিহ্নিত করণ স্থায়ী আর.সি.সি পিলার নির্মাণ কাজ;	૧ ૨,૦২૧.৬૦
৬।	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরস্থ শুল্কমুক্ত বিপণীর (বহির্গমন) লাউঞ্জে অবস্থিত ডিউটি ফ্রি শপের অভ্যন্তরীণ ও দক্ষিণ দিকের বর্ধিতাংশের ডেকোরেশন কাজ;	৯০,০০,০০০/-
٩١	হ্যরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরস্থ শুঙ্কমুক্ত বিপণীর (আগমন) লাউঞ্জে অবস্থিত	২৭,৯২,৬৫০/-
	ডিউটি ফ্রি শপের অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জা কাজ;	
ኮ I	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ভবনের ৫ম তলায় একটি ক্যান্টিন নির্মাণ এবং নামাজের স্থান প্রশস্থকরণ কাজ;	৯,৩০,০০০/-
৯ ৷	রংপুর পর্যটন মোটেল কমপ্লেক্স এলাকায় তিন তলা রেস্টুরেন্ট ও বার ভবন নির্মাণ কাজ;	৭৩,৮৯,৯৪১/-
\$ 0	রংপুর পর্যটন মোটেল এর ড়াইভার্স কক্ষ ও স্টাফ কোয়াটার মেরামত ও সংস্কার কাজ;	২৩,৮১,৮০৬/-
77	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের টুঙ্গীপাড়াস্থ হোটেল মধুমতি, এর মেরামত ও সংস্কার কাজ:	(0,00,000/-
३ २ ।	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বগুড়া ইউনিটের নবায়ন ও সংস্কার কাজ;	৭,৮৯,৫০০/-
301	কক্সবাজারস্থ মোটেল প্রবাল, মোটেল উপল ও সাগরিকা রেস্তোরাঁ ভবনগুলি দীর্ঘদিন	8,৮৫,২৯,০০০/-
20 1	জলবায়ুর সংস্পর্শে ক্ষতিগ্রস্থ Reinforced Concrete কাঠামোর কারিগরি সংস্কার	0,04,210,000/-
	কাজ;	
	(ক) মোটেল প্রবাল (প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৯২,২৪,০০০ টাকা)	
	(খ) মোটেল উপল (প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৮৭,৪০,০০০ টাকা)	
	(গ) সাগরিকা রেস্তোরাঁ (প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৭,৮৭,০০০ টাকা)	
	(ঘ) আরসিসি ব্রিজ সংস্কার ও মেরামত কাজ (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭,৭৮,০০০ টাকা)	
78	কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল পয়ন্টে Exclusive Tourist Zone স্থাপন কাজ;	২,২৩,৬৩,৫২০/-
76 ।	কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল ইউনিটের ২য় ও ৩য় তলার আবাসিক কক্ষের ফ্লোরে ও বাথরুমে টাইলস স্থাপন কাজ;	২৭,২০,৬০৮/-
১৬।	কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল ইউনিটের বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন সার্ভিসিং ও ডিজিটাল মিটার	৬,৪০,৮৭৮.৩৮
20 1	স্থাপন কাজ:	0,00,0 10.00
۱ ۹ ۷	টেকনাফস্থ হোটেল নেটং এর কিচেনে টাইলস স্থাপন কাজ;	৩,৯৫,৮৮০/-
3br 1	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সিলেট ইউনিটের মেরামত ও নবায়ন কাজ;	\$\$, \ \\9,\forall 9,\forall 9,\forall -
	ক) মোটেল ইউনিটের ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন কাজকরণ সংক্রান্ত প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৯৪,০৭৫.০০ টাকা।	55, 5 ., 5 167
	খ) রেস্তোরাঁ কিচেনে টাইলস্ স্থাপন, মেরামত ও রংকরণ এবং কিচেন স্টাফ টয়লেট নির্মাণ ইত্যাদি কাজ প্রাক্কলিত ব্যয় ৯,৭৩,৮০১.০০ টাকা।	
১৯।	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সিলেট মোটেল ইউনিটে কতিপয় জরুরী নির্মাণ, মেরামত ও	
⊌ 0 ∣	सारमाद्या । विराम प्रमादमादमादमा विवादाय द्याद्या र्वाच्या वावाम वासूमा विवाद दिन्ना विवाद	

	সংস্কার কাজ;	
	(ক) সিলেট মোটেলের চতুর্দিকের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে প্রয়োজনীয় অংশে সীমানা	
	দেয়াল ও কাঁটা তারের টপিং নির্মাণ কাজ বাবদ;	8৭,৪০,৫৯৮/-
	(খ) সিলেট মোটেল এরিয়ায় জড়াজীর্ণ স্টাফ কোয়ার্টার ভেঞ্চে সেখানে দ্বিতল ভবনে ৪টি	115 200 000/
	কক্ষ বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টার ও ৪টি কক্ষ বিশিষ্ট ড্রাইভার্স রুম নির্মাণ কাজ বাবদ; (গ) সিলেট মোটেলের ২য় তলার ৫টি এসি অতিথি কক্ষের সার্বিক সংস্কার/আধুনিকায়ন	৬৯,৮০,০০৫/- ৩৮,০২,৬৭১/-
	্গি) সিলেট মোটেলের ২র তলার টেটে আস আতার ফফের সাবিফ সংকার/আবুনিফারন কাজ বাবদ;	\$\text{\$\pi\$,0\forall\$,\text{\$\text{\$\gamma\$}/-}\$
	(ঘ) ইকো পার্কের প্রবেশ মুখ থেকে অভ্যন্তরীণ ফুট পাথ ও সিটিং বেঞ্চ নির্মাণ,	৭,৯৩,৪৪২/-
	অবজারভেশন সেড রংকরণ কাজ বাবদ:	৮,৯৭,৫৪৮/-
	(৬) সিলেট মোটেলের বর্ণালী রেস্তোরাঁতে এয়ারকূলার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ বাবদ;	(°,000/-
	(৬) মোটেলের নীচতলায় প্রেয়ার রুম সংস্কার কাজ বাবদ;	৩৮,৭৬,৩৫৭/-
	(ছ) সিলেট মোটেলের নীচ তলার ১৩টি নন-এসি অতিথি কক্ষের সার্বিক সংস্কার কাজ	30, 10,54 1/
	र्वात्रमः	
२० ।	মাধবকুন্ডু ইউনিটের মেরামত ও রংকরণ কাজ;	২,৯১,৫০০/-
२५ ।	মাধবকুন্ডু ইউনিটে আবাসিক কক্ষ ও শপিং আকের্ড নির্মাণ (দ্বিতল ভবন);	১,৪০,৩৯,০০০/-
२२ ।	রাঙ্গামাটি পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স এর অডিটোরিয়াম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ;	৩৬,৯৫,২৫১/-
২৩।	পর্যটন মোটেল, রাজশাহী ইউনিটের সংযুক্ত লোড বৃদ্ধি ও বর্তমান বিদ্যমান বৈদ্যুতিক সমস্যার সমাধান	8৭,১৯,৩৪৯/-
	করণ কাজ;	
२ 8 ।	কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবালের ৩য় তলার ১৩টি অতিথি কক্ষের মেরামত ও সংস্কার কাজ;	২৫,৩৬,৮৪২/-
२৫।	চন্দ্রা ও সালনা পিকনিক স্পট এর আর.সি.সি বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ;	৫০,০৮,৬৬৭.৫২
২৬ ৷	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিট	(0,00,000/-
,	সমূহের ফ্রন্ট অফিস/রিসেপশন ও রেস্তোরাঁ আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে	- , , , , , ,
	ডেকোরেশন কাজের (Face Lifting) প্রয়োজনীয় ড়ইং-ডিজাইন তৈরিকরণ ও প্রাক্তলন	
	প্রস্তুতকল্পে কনসালটেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত;	
২৭ ৷	ক্সবাজারস্থ মোটেল প্রাল, মোটেল উপল ও সাগরিকা রেস্তোরাঁ ভবনুগুলি দীর্ঘদিন ব্যাপী	७,००,०००/-
	জলবায়ুর সংস্পর্শে ক্ষতিগ্রস্থ রিইন ফোর্সড কংক্রিট কাঠামোর কারিগুরি সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট	
	কাজের জন্য ডুইং-ডিজাইন, প্রাঞ্জলন, টেন্ডার দলিল প্রণয়নসহ সুপারভিশন কাজ;	
২৮।	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরশনের সিলেট, বগুড়া ও রংপুর ইউনিটে টুরিস্ট শপ নির্মাণ কাজ;	२०,००,०००/-

অৰ্থ ও হিসাব বিভাগ

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন, বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও অভ্যন্তরীণ পর্যটন অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষে ১৯৭২ সনে ১.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনের বিপরীতে ৫.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৩ বলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র সংস্থা সৃষ্টি লগ্নে ছোট ছোট ৬ টি ইউনিট নিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪২ টিতে উন্নীত হয়েছে।

১। গত ০৩ (তিন) অর্থবছরের সংস্থার করপূর্ব মুনাফা ঃ

বর্তমান কর্তৃপক্ষের দক্ষ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনার সুবাদে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের ৫৯২৪.৯৯ লক্ষ টাকা এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছরেও ৭১২৭.৮২ লক্ষ টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের মোট আয় করেছে ৭০৮১.১০ লক্ষ টাকা। এ থেকে ইউনিটসমূহের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধের পর ২০১০-১১ অর্থ বৎসরে ১০৭.২৩ লক্ষ টাকা এবং ২০১১-১২ অর্থবছরের ২৯১.২০ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের ৬১২.৩২ লক্ষ টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে যা স্বাধীনতান্তোর কালের সর্বোচ্চ।

২। সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগ ঃ

২০১০-১১ অর্থবছরের সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিট নির্মাণ/সংস্কারের জন্য ৪৬.৬২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরের উক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১২০.১৭ লক্ষ টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের উহা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৬.১৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়।

২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে মূলধনী ব্যয়ের বিবরণ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

নং	ব্যয়ের খাত	ব্যয়ের বিবরণ	২০১১-১২	২০১২-১৩
۱ ډ	দালান নির্মাণ	জাফলং রেস্তোরাঁ, মংলা মোটেল্, বগুড়া মোটেল্, দিনাজপুর মোটেল্,		১০৫.৮৬
		রাজশাহী (বার ভবন), ডিএফও চট্টগ্রাম, এর ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ।		
		বিনুকু মার্কেট কক্সবাজার, ডিএফও সিলেট, জয় রেস্তোরাঁ, রেন্ট-এ-কার, এর	৮৬.৯৮	
		ভবন নিৰ্মাণ সংক্ৰান্ত কাজ।		
ર ।	যন্ত্রপাতি	কুয়াকাটা মোটেল, মাধবকুন্ডু রেস্তোরাঁ, রাজশাহী মোটেল, রংপুর		২৩.৪৭
		মোটেল, হোটেল অবকাশ, মোটেল উপল, মোটেল প্রবাল, বেনাপোল		
		মোটেল, টুংগীপাড়া মোটেল, প্রধান কার্যালয়।		
		বিভিন্ন ইউনিট	১ ২.৭৭	
૭ I	গাড়ী ক্রয়	প্রধান কার্যালয়ের জন্য।		\$00.00
8	আসবাবপত্র	হোটেল শৈবাল, ডিএফও চট্টগ্রাম ও প্রধান কার্যালয়ের জন্য।		৩.২১
		বিভিন্ন ইউনিটের জন্য	৫.১৮	
Ø 1	লিনেন সাম্গ্রী	বিভিন্ন ইউনিটের বেডসিট, তোয়ালে ইত্যাদি।		৭.৯০
		বিভিন্ন ইউনিটের বেডসিট, তোয়ালে ইত্যাদি	৫.৬৮	
٩١	কিচেন ইকুইপমেন্ট	বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিটের জন্য।	0.80	৫.ዓኔ
b 1	ক্রোকারিজ এন্ড	বিভিন্ন বাণিজ্যিক ইউনিটের জন্য ।	৬.৬8	
৯ ।	ওয়াস টাওয়ার	কুয়াকাটা	୦.୩୯	
\$0	সোলার পয়েন্ট	দিনাজপুর, কান্তজিউ মন্দির	١ .٩٩	
	•	মোট ==>	১ ২०.১१	২৪৬.১৫

৩। নিজস্ব তহবিল থেকে সংস্কার/মেরামত ঃ

২০১১-১২ অর্থবছরের অত্র সংস্থা নিজস্ব ব্যয়ে বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ মেরামত ও সংস্কার করে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করায় সেবার মান বৃদ্ধি করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরের মেরামত ও সংস্কার কাজে অত্র সংস্থা ৯৬.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের অত্র সংস্থা নিজস্ব ব্যয়ে প্রধান কার্যালয় ও বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহ মেরামত ও সংস্কার করে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করায় সেবার মান বৃদ্ধি করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মেরামত ও সংস্কার কাজে অত্র সংস্থা ৩৩.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব অর্থে সংস্কারকৃত ইউনিটসমূহের ব্যয়ের বিবরণী নিম্নরূপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

		২০১১-১২		২০১২-১৩
ক্ৰঃ নং	ইউনিটের নাম	বিবরণ	টাকা	-
١ \$	এইচটিটিআই	দালান মেরামত	৬.৩১	-
২।	জয় রেস্তোরাঁ সাভার	দালান মেরামত	৬.৫৫	-
9 I	রাজামাটি	দালান মেরামত	۴.3 ٩	-
8	চট্টগ্রাম ডিউটি ফ্রি-শপ	দালান মেরামত	ক.৯৮	-
€ 1	হোটেল শৈবাল	দালান মেরামত	২৬.৩৪	০.২৯
ঙ।	মোটেল প্রবাল	দালান মেরামত	৬.৫৩	-
٩١	মোটেল উপল	দালান মেরামত	১৩.২৬	-
৮ ।	হোটেল নেটং, টেকনাফ	দালান মেরামত	০.৯৬	-
৯ ৷	সিলেট মোটেল	দালান মেরামত	৫.৭৬	৩৯.১
3 0 I	দিনাজপুর মোটেল	দালান মেরামত	১.৫৯	-
77	বেনাপোল মোটেল	দালান মেরামত	٤٠.8	-

३ २ ।	হোটেল পশুর মংলা	দালান মেরামত	8.৯৯	-
७० ।	হোটেল অবকাশ, মহাখালী	দালান মেরামত	8.80	-
78	প্রধান কার্যালয়	দালান মেরামত	-	২৬.৫৭
76 1	ডিএফও, ঢাকা	দালান মেরামত	-	১.০২
३७ ।	কান্তজিউ মন্দির রেস্তোরাঁ	দালান মেরামত	-	99.0
		মোট =	৯৬.৩৮	৩৩.৯৬

৪। সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা ঃ

২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারী পাওনা বাবদ বিভিন্ন খাতে সরকারী কোষাগারে ৬৪৯.৬০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের অত্র সংস্থা তার নিজস্ব আয় থেকে সকল প্রকার রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ করার পর উন্নয়নমূলক কাজের বিল থেকে কর্তনকৃত অর্থসহ সরকারী পাওনা বাবদ আয়কর, ডিএসএল, লভ্যাংশ ও ভ্যাট খাতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের সরকারী কোষাগারে মোট ৮৬৫.৩৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে।

(ক) ২০১১-১২ অর্থবছরে সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে পরিশোধ ৪৩১.১৪ লক্ষ টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে পরিশোধ ৬১৯.৬২ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

হিসাবের খাত	পরিশোধ		
	২০১১-১২	২০১২-১৩	
আয়কর	৫১.৭৩	২২৯.৬২	
লভ্যাংশ	\$6.00	২০.০০	
ডিএসএল	২০.০০	২০.০০	
ভ্যাট	৩88.8১	৩ ৫০.০০	
মোট=	84.408	৬১৯.৬২	

(খ) ২০১১-১২ অর্থবছরে উন্নয়নমূলক কাজের বিল থেকে পরিশোধ ২১৮.৪৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে উন্নয়নমূলক কাজের বিলের পরিমাণ: ২৪৫.৭৫ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

হিসাবের খাত	পরিশোধ		
	२०১১-১२	२०১२-১७	
আয়কর	৯১.৬৬	১০৬.৪৬	
ভ্যাট	১২৬.৮০	১৩৯.২৯	
মোট=	২১৮.৪৬	২৪৫.৭৫	

(গ) ২০১১-১২ অর্থবছরের সরকারী কোষাগারে সর্বমোট জমার পরিমান ঃ ৬৪৯.৬০ লক্ষ টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে জমার পরিমান ৮৬৫.৩৭ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

হিসাবের খাত	পরিশোধ		
	২০১১-১২	২০১২-১৩	
ক এর মোট	86.608	৬১৯.৬২	
খ এর মোট	২১৮.৪৬	২৪৫.৭৫	
মোট=	৬৪৯.৬০	৮৬৫.৩৭	

৫। সরকারী অনুদান ঃ

২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে বাপক সরকারের নিকট থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য হোটেল মোটেল নির্মাণের নিমিত্তে ১৮৭২.৬৬ লক্ষ টাকা সরকারী অনুদান পেয়েছে। সোনা মসজিদ প্রকল্পের ৮১.৫৪ লক্ষ ও অটোমেশন প্রকল্পের ০.১১ লক্ষ টাকা সহ মোট ৮১.৬৫ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ফেরৎ দানের পর অবশিষ্ট ১৭৯১.০১ লক্ষ টাকা ২০১২ - ১৩ অর্থবছরের ব্যয় করা হয়েছে।

২০১১-১২
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীর গ্রাচুইটি
প্রথার পরিবর্তে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ লা জুলাই ২০০৪
হতে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে সংস্থার পেনশন পদ্ধতি চালু
হয়েছে। পেনশন প্রথা চালুর পর এ পর্যন্ত মোট ১৬০ জন
কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবসরভাতা ও আনুতোষিক প্রদান করা
হয়। ফলে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আনুতোষিক,
অবসরভাতা ও উৎসব বোনাস বাবদ সর্বমোট প্রায় ২০৫৮.০৯
লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তার নামে
নিরীক্ষা আপত্তি থাকায় তাঁর পেনশন পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে
না। এছাড়া আর কোন অবসরভাতার বিষয় অনিষ্পন্ন নাই।
২০১১-২০১২ অর্থবছরের পেনশন বাবদ ৪৪২.৭১ লক্ষ টাকা
পরিশোধ করা হয়েছে।

২০১২-১৩
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীর গ্রাচুইটি
প্রথার পরিবর্তে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ লা জুলাই ২০০৪
হতে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে সংস্থার পেনশন পদ্ধতি চালু
হয়েছে। পেনশন প্রথা চালুর পর এ পর্যন্ত মোট ২০১ জন
কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবসরভাতা ও আনুতোষিক প্রদান করা
হয়। ফলে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আনুতোষিক,
অবসরভাতা ও উৎসব বোনাস বাবদ সর্বমোট প্রায় ২৮৭৩.৮২
লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। দুইজন কর্মকর্তার নামে
নিরীক্ষা আপত্তি থাকায় তাঁদের পেনশন পরিশোধ করা সম্ভব
হচ্ছে না। এছাড়া আর কোন অবসরভাতার বিষয় অনিম্পন্ন নাই।
২০১২-২০১৩ অর্থবছরের পেনশন বাবদ ৮১৫.৭৩ লক্ষ টাকা
পরিশোধ করা হয়েছে।

শুল্কমুক্ত বিপনীসমূহ (ডিএফও)

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন দেশী-বিদেশী পর্যটকদের শুক্ষমুক্ত সুবিধায় পণ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুক্ষমুক্ত বিপণী পরিচালনা করে আসছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন, বহির্গমন ও ট্রানজিট লাউঞ্জে বিদেশগামী ও আগত পর্যটকদের জন্য ৩টি শুক্ষমুক্ত বিপণী, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন ও বহির্গমন লাউঞ্জে ২টি শুক্ষমুক্ত বিপণী এবং চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন ও বহির্গমন লাউঞ্জে ২টি সহ মোট ৭টি শুক্ষমুক্ত বিপণী পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া শুক্ষমুক্ত পণ্য সেবার পাশাপাশি পর্যটকদের সুবিধার্থে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় ২টি স্থ্যাকস কর্নার এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে ৩টি স্থ্যাকস কর্নার পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন উক্ত বিপণীসমূহ হতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। শুক্তমুক্ত বিপণীপুলোতে বিদেশী ব্রান্ডের সিগারেট, মদ জাতীয় পানীয়, প্রসাধন সামগ্রী ও খাদ্য সামগ্রীসহ দেশীয় তৈরি সিক্ত, ঐতিহ্যবাহী জামদানী, কাতান, টাংগাইল সুতী শাড়ী, নকশী বস্ত্রজাত সামগ্রী, পিতল, বাঁশ, চামড়া, বেতের হস্তশিল্পজাত সামগ্রী, পাটজাত সামগ্রী ও বিভিন্ন রফতানীযোগ্য দেশীয় পণ্য ক্রেতা সাধারণের নিকট বিক্রয় করে সেবা প্রদান করে যাছে।

নিম্নে বিগত তিন অর্থবছরের আয়-ব্যয় এবং লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিবরণী প্রদত্ত হলোঃ-

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	অপারেটিং খরচ	অপারেটিং লাভ/ক্ষতি	অবচয়	মোট ব্যয়	করপূর্ব লাভ/ক্ষতি
২০১০-২০১১	২৩৮০.৬৮	১৮৭১.৫০	৫০৯.১৩	৭.৩৬	১৮৯৭.৮৬	৫০১.৮২
২০১১-২০১২	৩২৫১.০৩	২৪৫৪.৩৪	৭৯৬.৬৯	৬.০৮	২৪৬০.৪২	৭৯০.৬১
২০১২-২০১৩	৩১৬১.১২	২২৯৭.৯৮	৮৬৩৩১২	৯.৬৮	২৩০৭.৬৬	৮৫৩.৪৬

হ্যরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা



শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চউগ্রাম।



ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট



পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের ব্যয় হাস পেয়েছে ১৫২.৭৬ লক্ষ টাকা কিন্তু মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬২.৮৫ লক্ষ টাকা। যা বাপক কর্তৃপক্ষের যথাযথ মনিটরিং, আমদানিকৃত পণ্যসমূহের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ, পণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সময় উপযোগী সিদ্ধান্তের কারণেই মোট ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস করার পাশাপাশি অধিকহারে মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। ডিউটি ফ্রি অপারেশব্দ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত বাণিজ্যিক ইউনিটসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি লাভজনক ইউনিট। সিলেট, চট্টগ্রাম ও শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুরুমুক্ত বিপণী সমূহের আয় এই সংস্থার মোট আয়ের একটি প্রধান উৎস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবং সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে হ্যরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ শুল্কমুক্ত বিপণীগুলোতে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি সংযোজনের ফলে যাত্রীরা নির্ধারিত মূল্যে পছন্দের পণ্য ক্রয় করতে পারছেন। এতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। পাশাপাশি সংস্থার আয় বৃদ্ধিসহ সেবার মান উন্নত হয়েছে।

ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই)





পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণইনস্টিটিউট বা NHTTI (National Hotel & Tourism Training Institute) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ন্যাশনাল হোটেল এন্ড টুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে অদ্যাবধি দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রদান করে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে আসছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই দক্ষ জনবলের অধিকাংশই বর্তমানে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, গেস্ট হাউজ, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্স ও বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিবরণ

ক্ৰঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদকাল
۵	ডিপ্লোমা ইন হোটেল ম্যানেজমেন্ট	২ বছর
ર	ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট	১ বছর
•	প্রফেশনাল শেফ কোর্স	১ বছর
8	ন্যাশনাল সাটিফিকেট কোর্স ইন ফ্রন্ট অফিস সেক্রেটারিয়াল অপারেশব্স	১৮ সপ্তাহ
Œ	ন্যাশনাল সাটিফিকেট কোর্স ইন ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
৬	ন্যাশনাল সাটিফিকেট কোর্স ইন ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস	১৮ সপ্তাহ
٩	ন্যাশনাল সাটিফিকেট কোর্স ইন হাউজ কিপিং এন্ড লন্ডি	১৮ সপ্তাহ
ъ	ন্যাশনাল সাটিফিকেট কোর্স ইন বেকারি এন্ড পেস্ট্রি প্রোডাকশন	১৮ সপ্তাহ
৯	ন্যাশনাল সাটিফিকেট কোর্স ইন ট্রাভেল এজেন্সি এন্ড ট্যুর অপারেটর	১৮ সপ্তাহ

উল্লিখিত নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো ছাড়াও চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন মেয়াদে সংক্ষিপ্ত কোর্স পরিচালনা করা হয়। পাশাপাশি কক্সবাজার, রাজামাটি, খুলনাসহ দেশের পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করে ২/৪ সপ্তাহব্যাপী বিশেষ কোর্স স্থানীয়দের জন্য পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এনএইচটিটিআই এর নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ছাড়াও ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে দুই দফায় বাংলাদেশী রকমারি খাবারের খাদ্য উৎসব আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে এনএইচটিটিআই এর সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক মন্ডলী ও প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত খাদ্য প্রদর্শনীতে ২৫৫ প্রকারের বাংলাদেশী খাবার প্রদর্শন করা হয়। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উক্ত প্রদর্শনী উদ্বোধনপূর্বক পরিদর্শন করেন। এনএইচটিটিআই প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবিধি প্রায় ৩৩,০০০ (তেত্রিশ হাজার) প্রশিক্ষণার্থী এই প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণগ্রহণ করেছেন। প্রতি বছরে প্রায় ১,২০০ (এক হাজার দুইশত) প্রশিক্ষণার্থী এই প্রতিষ্ঠান হতে বর্তমানে প্রশিক্ষণগ্রহণ করছেন। এই সকল প্রশিক্ষিত জনবল দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে তাদের চাহিদানুযায়ী এলএইচটিটিআই কর্তৃক দক্ষ মেস ওয়েটার ও কুক তৈরিতে স্বল্প মেয়াদী কোর্স পরিচালিত হয়ে থাকে। জাতিসংঘ বাহিনীতে সফলতার সাথে কর্মরত অনেক মেস ওয়েটার এবং কুক এলএইচটিটিআই থেকে প্রশিক্ষিত। এছাড়া এলএইচটিটিআই-তে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে এসে থাকেন। এর ফলে তারা দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে অত্র ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পান যা পর্যটন সংশ্লিষ্ট কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের সুফল হিসেবে ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবনের অপার সম্ভাবনার দিকটি তাদের সামনে উন্মোচিত করে।

সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ

- UNDP/ILO এর কারিগরি সহায়তায় তিনটি পর্যায়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষক সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ILO এর TVET (Technical & Vocational Education & Training) Reform Project এর আওতায় অনুষ্ঠিতব্য National Certificate in Baking NTVQF (National Technical and Vocation Qualification Framework) Level-2 Pilot Programme পরিচালনার জন্য এলএইচটিটিআই-কে মনোনীত করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে এলএইচটিটিআই এর বেকারি প্রশিক্ষণ ল্যাবটিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই আইএলও কর্তৃক বেশ কিছু নূতন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। পাশাপাশি নূতন প্রোগ্রাম চালুর লক্ষ্যে বেকারি বিভাগে কর্মরত প্রশিক্ষকদের আইএলও কর্তৃক পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৬ মাস মেয়াদী গাইলট প্রোগ্রাম ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। যেখানে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর সকলেই বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত চূড়ান্ত পরীক্ষায় Competent হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ILO Dhaka এবং Bakery Institute and Training Centre (BITC), Singapore কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী "Bakery Skills Development Training" এলএইচটিটিআই-তে দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে।
- ব্রিটিশ কাউন্সিল এর আর্থিক সহায়তায় পর্যটন ও হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দ্কটল্যান্ড এর স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান Dundee College এর সাথে এনএইচটিটিআই সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত প্রোগ্রামের আওতায় অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি Dundee College, দ্কটল্যান্ড পরিচালিত "International Elementary Food Hygiene Course" সফলতার সঞ্চো সম্পন্ন হয়েছে। যেখানে এনএইচটিটিআইএর সকল প্রশিক্ষক তথা Hotel Abakash এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারী সকলের নামে The Royal Environmental Health Institute of Scotland কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।
- Cyprus College of Hotel & Tourism Management এর সাথে এলএইচটিটিআই এর Affiliation রয়েছে।
 উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য NHTTI এর প্রশিক্ষণার্থীগণ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পেয়ে থাকেন।
- JICA (Japan International Cooperation Agency) এবং KOICA (Korean International Cooperation Agency) Volunteer পদায়নের মাধ্যমে এনএইচটিটিআই-কে Cookery, ICT, Japanese Language এবং Tourism বিষয়ে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যুক্তরাজ্য এর স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান City & Guilds কর্তৃক এলএইচটিটিআই-কে তাদের Approved
 Centre হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।
- জানুয়ারি ২০১৩ সনে ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রূপসী বাংলা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বেসামরিক
 বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুহম্মদ ফারুক খান, এম পি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত
 ছিলেন। এছাড়াও, বিভিন্ন দূতাবাসের সম্মানিত রাষ্ট্রদূতসহ হোটেল ও পর্যটন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত
 ছিলেন।
- এনএইচটিটিআই-এর নিয়মিত কোর্সসমূহে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি তৃতীয় ভাষা হিসেবে Arabic এবং French অন্তর্ভুক্ত করা
 হয়েছে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ
 সাধনের লক্ষ্যে এনএইচটিটিআই নিয়মিতভাবে নারীদের জন্য ১৩ সপ্তাহ মেয়াদী ক্যাটারিং কোর্স পরিচালনা করছে।

লক্ষ টাকায়

অর্থ বৎসর	আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	মোট আয়	মোট ব্যয়	অপারেটিং লাভ	অবচয়	সর্বমোট ব্যয়	করপূর্ব মুনাফা
२०১०-১১	৩৬২.৭৪	৩২৯.৮২	২৪৭.৩২	৮২.৫০	\$2.00	২৫৯.৩২	90.60
২০১১-১২	೨೨ ೦.೦೦	৩৭৫.০০	২৬২.০০	٥٥.٥٤٤	\$0.00	২৭২.০০	٥٥.٥٥
২০১২-১৩	৩৬৬.০০	৩৭৭.৮৭	২৫২.৩০	১২৫.৫৭	৯.৪৮	২৬১.৭৮	১১৬.০৯

এনএইচটিটিআই এর গত ৩ (তিন) অর্থ বৎসরের কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ

কোর্স	২০১০-২০১১		২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩	
	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ন্যাশনাল সার্টিফিকেট কোর্সসমূহ	৩২	৮২৮	২৮	৭৩৩	৩২	৯৪০
১ ও ২ বছর মেয়াদী কোর্সসমূহ	¢	> %%	90	300	90	\$60
স্বল্পমেয়াদী কোর্সসমূহ	৬	১৩৭	25	২৬৫	77	২৫০
মোট	8৩	33 50	8¢	১১৫৩	8b	> 080

২) হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকা

জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই)-এর একটি এ্যাপ্লিকেশন হোটেল হিসেবে হোটেল অবকাশ প্রশিক্ষণার্থীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

হোটেল অবকাশ কর্তৃক পরিচালিত ক্যাফেটেরিয়াসমূহঃ

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ক্যাফেটেরিয়া, তেজগাঁও, ঢাকা।
- সংসদ ভিআইপি ক্যাফেটেরিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
- এক্সিকিউটিভ ক্যাফেটেরিয়া ঢাকা।,বাংলাদেশ সচিবালয়,

আউটসাইড ক্যাটারিং

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণভবন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রীর আউটসাইড ক্যাটারিং করা হয়।



বৈশাখী খাদ্য উৎসব ১৪১৯



বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন ভবন, ৭ম তলা, ২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন: ৮৮০-২-৯৫১৩৩২৮

Web: www.tourismboard.gov.bd, www.visitbangladesh.gov.bd

পটভূমিঃ

বর্তমান বিশ্বে পর্যটন শিল্প একক বৃহত্তম অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পাশাপাশি এই শিল্পটি তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ঠতার কারনে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্তিত বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প খুবই সম্ভাবনাময়। পৃথিবীর যে কোন পর্যটককে আকৃষ্ট করার মত সকল পর্যটন আকর্ষনীয় উপাদান বাংলাদেশে বিদ্যমান। অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বব্যাপী প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং আমাদের এই সোনার বাংলা কে বিশ্ব দরবারে একটি 'পর্যটন গন্তব্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পর্যটন আইন-২০১০-এর মাধ্যমে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) গঠন করেছে। উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংস্থাটি বাণিজ্যিকভাবে পর্যটন সেবা প্রদান ও স্বল্প পরিসরের পর্যটন বিপণনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের ক্রমবর্ধমান অবদানকে আরও শক্তিশালীকরণ, সর্বোপরী বহিঃবিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় জাতীয় পর্যটন সংস্থা (National Tourism Organization) গঠনের বিষয়টি জোড়ালোভাবে অনুভূত হয়। এছাড়া পর্যটন শিল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে UN World Tourism Organization (UNWTO) কর্তৃক সুপারিশকৃত কাঠামোগত ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড দেশে ও দেশের বাইরে ব্যাপক প্রচার ও বিপণনের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাছে। একইসংগে এই প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বির্বিশ্ব বাংলাদেশের উজ্জল ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সচেষ্ট রয়েছে।



লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

वाश्नारमत्य भर्यप्रेन भिन्न ७ त्यवात यार्विक উनुग्रन, भतिष्ठानना ७ विकाय ।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

- (1) পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ বা দিক নির্দেশনা প্রদান।
- (2) পর্যটন-আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও গণসচেতনতা তৈরি।
- (3) বাংলাদেশে পর্যটকদের আগমন এবং অবস্থানকে সহজতর ও নিরাপদ করাসহ অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন।
- (4) পর্যটন শিল্পের মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান।
- (৫) পর্যটন সম্পর্কিত যাবতীয় মেলার আয়োজন ও প্রচার বা প্রকাশনাসূলক কার্যক্রম গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান।

সম্পাদিত কার্যাবলী:

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রাইভেট স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিভিত্তিক বিজ্ঞাপন, ফিচার, আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন কার্যক্রম ছাড়াও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেলসমূহে এবং পত্র-পত্রিকায়

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে তুলে ধরার কাজটি বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। পর্যটন শিল্পের মত একটি বহুমাত্রিক শিল্পের পণ্য ও সেবাসমূহের বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের একার ক্ষেত্রে সম্ভব নয় বিধায় সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে এ বোর্ডের ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ:

<u>বিষ্য</u>
Beautiful
Bangladesh
, School of
Life শীৰ্ষক
পর্যটন প্রচারণা
কাৰ্যক্ৰম (টিভি
কমার্শিয়াল)
•

২০১১-১২
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠার
পর পরই আইসিসি বিশ্বকাপ-২০১১
উপলক্ষে Beautiful
Bangladesh — School of
Life নামে একটি পর্যটন প্রচারনা
কার্যক্রম শুরু করে। বিশ্বকাপের
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে এ
প্রচার কার্যক্রমের উপর নির্মিত টিভি
কমার্শিয়ালটি প্রচার করা হয়।
প্রচারের পর এ টিভি কমার্শিয়ালটি
বাংলাদেশের প্রচার ও বিপণনে
বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হয়ে
আসছে।

২০১২-১৩

<u>মন্তব্য</u>
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টিভি
কমার্শিয়ালটি বেশ কয়েকটি
মর্যাদাজনক পুরস্কারও পেয়েছে।
দেশের সামগ্রিক ভাবমুর্তি
উন্নয়নে কমার্শিয়ালটি বেশ
শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে।

আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহন দেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ করে। প্রতি মেলাতেই সরকারি-বেসরকারি ট্যুর অপারেটর ও পর্যটন শিল্পের অন্যান্য সার্ভিস প্রোভাইডারগণ অংশগ্রহণ করে থাকে। এ অর্থবছরে বিটিবি নিম্নোক্ত আটটি দেশের মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। i) JATA, Tokyo, Japan, ii) ITB Singapore, iii) China International Travel Mart

ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশ TTF-Kolkata, JATA-Tokyo, Japan, China International Travel Mart (CITM), Shanghai, China, World Travel Market (WTM), London, UK, FITUR, Madrid, Spain, BIT-Milan, Italy, OTM-New Delhi, India, ITB Berlin, Germany, China Outbound Travel and Tourism Mart

বৈদেশিক মেলাগুলোতে ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করে, যার ফলে বাংলাদেশে পর্যটক আগমনে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বৈদেশিক মেলায় অংশগ্রহণের ফলে বহির্বিষে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে এবং দেশে পর্যটক আগমনের হার বৃদ্ধি পাছে। কোরিয়াতে অনুষ্ঠিত Korea World

(CITM), Kunming, China, iv) World Travel Market (WTM), London, UK, v) FITUR, Madrid, Spain, vi) ITB Berlin, Germany, vii) China Outbound Travel and Tourism Mart (COTTM), Beijing, China, viii) Korea World Travel Fair (KOTFA), Seoul.

(COTTM), Beijing, China, Korea World Travel Fair (KOTFA), Seoul এ অংশগ্রহণ করেছে। Travel Fair (KOTFA)
মেলায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম
বোর্ড Best Marketing
NTO (National
Tourism
Organization) হিসেবে
সম্মাননা পেয়েছে। উক্ত
মেলায় অংশগ্রহণকারি প্রায়
দেড়শতাধিক দেশের মধ্যে
প্রথম পুরস্কার জয় দেশের
ভাবমুতি উন্নয়ন এবং পর্যটন
প্রচার ও বিপণনে একটি
গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে
বিবেচিত হয়।

বিষয়

२०১১-১२

বৈদেশিক মেলাগুলোতে ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করে, যার ফলে বাংলাদেশে পর্যটক আগমনে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বৈদেশিক মেলায় অংশগ্রহণের ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে এবং দেশে পর্যটক আগমনের হার বৃদ্ধি পাছে।

মেলা (দেশে)

বিশ্ব পর্যটন

দিবস

বিটিবি সফলতার সাথে বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১১ উপলক্ষে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে; বিশ্ব পর্যটন দিবসে বিটিবি এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের বাণী সম্বলিত বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে র্যালি, খাদ্যোৎসব ও সেমিনার আয়োজন করা হয়।

২০১২-১৩

মন্তব্য

ম্পেনের মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত
ফিট্যুর মেলায় বাংলাদেশের
প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ
বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত
হয়েছে।

- এশিয়ান টুয়রিজম ফেয়ার (এটিএএফ)
- বাংলাদেশ ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ)
- ২৪ তম স্বাউট কনফারেন্স
- পাওয়ার বাংলাদেশ ফেয়ার
- বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম ফেয়ার (বিআইটিএফ)
- ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা
- অমর একুশে বই মেলা
- ঢাকা ট্রাভেল মার্ট
- এশিয়ান ট্রেড এন্ড ট্যুরিজম এক্সপো

বাংলাদেশ টু্যুরিজম বোর্ড ২০১২ সালেও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১২ উদযাপন করে। দিবসটিকে কেন্দ্র করে দেশের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী, বর্ণ্যাঢ্য র্যালি সেমিনার ও গোল-টেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও দিবসকে উপজীব্য করে ফেসবুক ক্যাম্পেইন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড স্থানীয় মেলাসমূহে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় জনগণের মধ্যে পর্যটন সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ টুরিস্ট ম্যাপ, ঢাকা টুরিস্ট ম্যাপ, দেশের পর্যটন দর্শনীয় বিভিন্ন স্থানসমূহের উপর ব্রোশিউর, ফ্লায়ার ও পোস্টারসহ বিপল পর্যটন পরিমাণ বিষয়ক প্রচারসামগ্রী বিনামল্যে বিতরণ করা হয়।

দেশের সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বিশ্ব পর্যটন দিবসকে কেন্দ্র করে সংবাদ ও বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারের ফলে সাধারন মানুষের মধ্যে পর্যটন সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

বিশ্ব পর্যটন দিবস এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল:-২০১১: "Tourism - Linking

२०५५: "Tourism - Linking Culture". २०५२: "Tourism and

2052: "Tourism and Sustainable Energy: Powering Sustainable Development". বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৩ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল:-"Tourism and Water: protecting our common Future".

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)-২০১১ আয়োজনে সহযোগিতা প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) আয়োজনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কো-স্পান্সর হিসেবে আয়োজক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)কে সহযোগিতা প্রদান করেছে। বিপিএল একটি আন্তর্জাতিক টি-টুয়োন্টি ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট। কো-স্পান্সর হওয়ার সুবাদে বিপিএল এর আন্তর্জাতিক সম্প্রচারে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উপর নির্মিত টিভি কমার্শিয়াল প্রচারিত হয়।

পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণনের জন্য প্রচার ও উপহার সামগ্রী বিতরণ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণনের জন্য মানসম্মত প্রচার ও উপহার সামগ্রী তৈরি করেছে এবং দেশে-বিদেশে বৈদেশিক মেলাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় এসব প্রচার ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাপক পরিচিতি লাভসহ ইতিবাচক ভাবমুর্তি গড়ে উঠছে।

পরিচিতিমূলক ভ্রমণ আয়োজন:

পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপনণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রথমবারের মতো বিদেশী ট্যুর অপারেটর এবং মিডিয়া প্রতিনিধিদের জন্য ১৬-২৩ জুন ২০১২ তারিখে ৮ দিনব্যাপী একটি পরিচিতিমূলক ভ্রমণের আয়োজন করে। কোন পর্যটন গন্তব্যের প্রচার ও বিপণনের জন্য পরিচিতিমূলক ভ্রমণ একটি পুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী বিপণন কৌশল। এ ভ্রমণে আগত ট্যুর অপারেটর ও মিডিয়া প্রতিনিধিগণ দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমন করেন এবং এ দেশে ব্যবসা পরিচালনা ও মিডিয়া প্রতিনিধিগণ তাদের স্ব স্ব মিডিয়াতে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করছেন। প্রথম বারের মতো আয়োজিত এই পরিচিতিমূলক ভ্রমণে জাপান, স্পোন, জার্মানী থেকে ১৫ জন ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল রাইটার ও সাংবাদিক বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন। পর্যটন শিল্পের বিপণনে বিটিবি এ ধরনের আরও ভ্রমণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এটি পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণন এবং দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়ন।



ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনঃ

ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট www.tourismboard.gov.bd নির্মাণ করা হয়েছে। বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ উপলক্ষ্যে নির্মিত www.visitbangladesh .gov.bd পোর্টাল সাইটটি ডিজিটাল মার্কেটি ক্যাম্পেইনের জন্য Re-vamping এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। www.visitbangladesh.gov.bd সাইটি একটি গেটওয়ে পোর্টাল হিসেবে কাজ করছে।



১১তম সার্ক বাণিজ্য ও পর্যটন মেলা ২০১২ (11th SAARC Trade & Tourism Fair, 2012)

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে যৌথভাবে 11^{th} SAARC Trade & Tourism Fair, 2012 আয়োজন করে। বাংলাদেশে এ যাবং অনুষ্ঠিত পর্যটন ইভেন্টের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম এ ইভেন্টে সার্কের সকল সদস্য দেশ এবং দেশগুলো থেকে শতাধিক ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।



বিগত পাঁচ বছরে বিদেশী পর্যটক আগমণের পরিসংখ্যান ও এখাতে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণঃ

বছর	পর্যটিক আগমনের সংখ্যা (সূত্রঃ স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ)	বিনিয়োগের পরিমান (মিলিয়ন US\$) (সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)
২০০৮	৪৬৭৩৩২ জন	৮৯.২৩
২০০৯	৪৮০২২৮ জন	b8.00
২০১০	৫৩০৬৬৫ জন	bo.@o
२०১১	৫৯৩৬৬৭ জন	৮৭.৪০
২০১২	৫৮৮১৯৩ জন	১০০.৮৬ (২০.৪৬% বৃদ্ধি)

আলোকচিত্র প্রদর্শনী-২০১৩

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ৩ (তিন) দিন ব্যাপী ঢাকাস্থ শিল্পকলা একাডেমীতে 'আলোকচিত্র প্রদর্শনী'র আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রদর্শনীর তিন দিনই প্রচুর দর্শনার্থী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে প্রদর্শিত ছবিগুলো অবলোকন করেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, জীবন-জীবিকা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দূর্লভ ও মনোরম অনেক ছবি এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ফারুক খান, এমপি বিজয়ীদের মাঝে পুরন্ধার বিতরণ করেন। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিক, কুটনিতিকদের নিকট বাংলাদেশের লোকজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে এপ্রিল ২০১৩ এ একদিন ব্যাপী বাংলাদেশ ফোক ফেষ্টিভ্যাল-২০১৩ আয়োজন করা হয়। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ফারুক খান, এমপি উৎসবের উদ্বোধন করেন। দেশে অবস্থানরত বিদেশী রাষ্ট্রদৃত, কুটনৈতিক, বিদেশী নাগরিকগণ দিনব্যাপী বিভিন্ন লোকজ আয়োজন উপভোগ করেন।

Chief Read In Chief I

আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ :

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিবছর সম্ভাবনাময় দেশগুলিতে বিভিন্ন পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে মেলায় অংশগ্রহণ করেছে এমন কয়েকটি আন্তর্জাতিক মেলার ছবি নিম্নে দেয়া হলোঃ



WTM-London Fair, 2011



BIT Fair, Milan, Italy-2012



ATF Fair, Dhaka, Bangladesh- 2012



KOTFA Fair, Seoul, Korea-2012



COTTOM Fair, Beijing, China-2013



World Travel Fair, Seoul, South Korea-2013



OTM Fair, New Delhi, India- 2012



JATA Fair, Japan-2012



Folk Festival, Dhaka - 2013



ITB Berlin Fair, Germany- 2012



Kolkata Fair-2013



Peoples of Bangladesh-2013

অনলাইন প্রচার কার্যক্রম

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বিশ্বের ০৫ টি পোর্টাল সাইটে বাংলাদেশের উপর পর্যটন প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশ্বের বৃহত্তম বুকিং পোর্টাল Trip Advisor, Tourism Social Networking Site Wayn.com, E-Bookers.com, Sina.com এবং Travel Daily News International এ বছরব্যাপী প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৩ উদযাপনঃ

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড , বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, প্রাইভেট স্টেকহোন্ডার, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ট্যুরিস্ট সোসাইটি, দেশের আন্তর্জাতিক মানের হোটেলসমূহ, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র্য়ালির মাধ্যমে অত্যন্ত সার্থক ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিশ্ব পর্যটন দিবস - ২০১৩ উদযাপন করেছে। এ দিবস উপলক্ষ্যে দেশের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে ফেসবুক ক্যাম্পেইন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ট্যুরিস্ট সোসাইটি- এর সহযোগিতায় বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৩ এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও পুরন্ধার বিতরনী এবং ফটো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ।

এ দিবস উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য সাইকেল র্য়ালীর আয়োজনও করা হয়। র্য়ালীটি হাতির ঝিল হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, লালবাগ কেল্লা এবং সর্বোপরি আহসান মঞ্জিলে গিয়ে শেষ হয়। এতে শতাধিক সাইক্রিষ্ট অংশগ্রহণ করে।

বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৩ উৎযাপনের ফলে পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পেশার মানুষ ও সাধারন জনগণের মধ্যে পর্যটন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।





ফোনঃ ৮৮০-২-৭৯১১০৪১-৩, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৯০১৪১১

Website: www.caab.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল এভিয়েশন সংশ্লিষ্ঠ কর্মকান্ডের একমাত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থা । ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন (DCA)-এর অধীনে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের এভিয়েশন কর্মকান্ডের সূচনা হয় । পরবর্তীকালে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অধ্যাদেশ ১৯৮৫ (অধ্যাদেশ নং XXXIII of 1985) এর ক্ষমতাবলে ১৯৮৫ সালে ১লা অক্টোবর ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন (DCA) ও সাবেক এয়াপোর্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ADA) কে একীভূত করে বর্তমান বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) গঠন করা হয় । সাংগঠনিক দিক থেকে এটি একটি পাবলিক সার্ভিস এন্টারপ্রাইজ । অন্যদিকে কর্মপ্রকৃতির দিক থেকে এটি প্রধানত একটি এভিয়েশন রেগুলেটরি বডি, দ্বিতীয়ত এয়ারপোর্ট অপারেটর ও তৃতীয়ত এয়ার ন্যাভিগেশন সার্ভিস প্রভাইডার ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) দেশের সকল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সমূহের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। বাংলাদেশ Flight Information Region (FIR)-এর মধ্যে নিরাপদ, সুষ্ঠু ও সুদক্ষ বিমান চলাচল নিশ্চিত করা বেবিচক-এর কর্মকান্ডের মৌলিক লক্ষ্য। অত্যাধুনিক এয়ার নেভিগেশন সার্ভিস ও যুগোপযোগী এভিয়েশন নিরাপত্তা সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ, দ্রুত ও দক্ষতার সাথে বিমান যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ নিশ্চিত করা বেবিচক-এর কর্মকান্ডের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বেবিচক বাংলাদেশের জাতীয় আইন কাঠামোর মধ্যে ICAO (International Civil Aviation Organization) Standards and Recommended Practices (SARPs) বাস্তবায়ন করে থাকে। বেবিচক বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। বেবিচক তার এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন এয়ারলাইসের রেজিষ্ট্রেশন, এয়াক্রাফ্টের এয়ার-ওয়ার্দিনেস সার্টিফিকেট প্রদান, এয়ার-ক্রু, গ্রাউন্ড-ক্রু, পাইলট ও ইঞ্জিনিয়ারদের লাইসের প্রদানের ক্ষেত্রে মান-নিয়ন্ত্রণ ও কঠোর নিয়ম নীতি অনুসরণ করে থাকে।

কার্যাবলী

বিমান চলাচল একটি উন্নত প্রযুক্তি ও নিয়মাবলী নির্ভর কর্মকান্ড যা কোন রাষ্ট্র এককভাবে সম্পাদন করতে পারে না। এখানে আন্তর্জাতিক সহযোগীতা ও সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড ও নিয়মাবলী প্রণয়ণ ও প্রতিপালনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এ-উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে জাতিসংঘের আওতায় শিকাগো কনভেনশন গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার সেই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী সদস্য। বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগীতা ও সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের উদ্দ্যেশে জাতিসংঘ কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অরগানাইজেশন (ICAO) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ICAO আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করে এবং সেগুলো কনভেনশনের সংযুক্তি হিসাবে প্রকাশিত হয়, যা সাধারণত এনেক্স (Annex to Convension) নামে পরিচিত।

বেবিচক বাংলাদেশ সরকারের 'Designated Authority' রূপে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উক্ত Convension ও Annex সমূহ প্রতিপালনের লক্ষ্যে তার সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও মনিটর করে।

বেবিচকের কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

- ক) বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদনে নেগোসিয়েশন ও শর্তাবলী প্রণয়নে সরকারকে সহযোগীতাকরণ;
- খ) বিমান চলাচল ও পরিবহন সংক্রোন্ত যাবতীয় জাতীয় বিধি-বিধান, নিয়মাবলী ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন;
- গ) এয়ার কু, গ্রাউন্ড কু, পাইলট এবং ইঞ্জিনিয়ারদের লাইসেন্স প্রদান ;
- ঘ) ফ্লাইট পরিচালনা, সিডিউল্ড ও নন-সিডিউল্ড ফ্লাইট ক্লিয়ারেন্স, যাত্রী/কার্গো এর ভাড়া ইত্যাদি অনুমোদন;
- ঙ) অফলাইন ক্যারিয়ারদের টিকেট বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ ;

- চ) এয়ারক্রাফটসমূহের সার্টিফিকেট অফ রেজিষ্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট অফ এয়ারওয়ার্দিনেস প্রদান ;
- ছ) এয়ারক্রাফট মেইন্টেনেন্স অর্গানাইজেশন ও ফ্লাইট ক্রু/এয়াক্রাফট মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অনুমোদন ;
- জ) এয়ারক্রাফট রক্ষণাবেক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণ ;
- ঝ) ICAO কনভেনশন এবং বিভিন্ন ICAO Annexure অনুযায়ী দায়িত্ব পালন ;
- এঃ) ব্যক্তি মালিকানাধীন বিমানের সকল প্রকার কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ;
- ট) এয়ার নেভিগেশন যন্ত্রাবলী সংস্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা;
- ঠ) এয়ার ট্রাফিক সার্ভিসে রুট প্রতিষ্ঠাকরণ ;
- ৬) নিরাপদ বিমান উড্ডয়নের জন্য এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস ও রাডার সার্ভিস প্রদান ;
- ঢ) এয়ারক্রাফট ইমারজেন্সীর সময় অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্য পরিচালনা ;
- ণ) বাংলাদেশের সকল বিমান বন্দরের উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ICAO Standard অনুযায়ী) করণ।
- ত) ICAO কর্তৃক নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুসরণ করে বাংলাদেশের আকাশসীমা ও বিমান বন্দরসমূহে উড্ডয়ন-অবতরণকারী সকল বিমানযান ও যাত্রী সাধারনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনার্থে বেবিচ কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান বিমান বন্দরসমূহ ও বিমান চলাচল সুবিধাগুলির পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ নতুন নতুন বিমান বন্দর নির্মাণ ও বিমান চলাচল সুবিধাদি বৃদ্ধি করে থাকে।

বিমানবন্দরসমুহ

বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক ও ৬টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে। এছাড়াও ৬টি স্টল বিমান বন্দর রয়েছে। যাত্রী স্বল্পতার কারণে বর্তমানে স্টল বিমান বন্দরগুলোতে কোন বিমান চলাচল করছে না। নিমে বিমান বন্দরসমূহের তালিকা প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক	বিমান বন্দরের নাম	অবস্থান	ধরণ
7	হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	ঢাকা	আন্তর্জাতিক
২।	শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	চউগ্রাম	আন্তর্জাতিক
9 I	ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	সিলেট	আন্তর্জাতিক
8	যশোর বিমান বন্দর	য ে গার	অভ্যন্তরীণ
(l	শাহ মখদুম বিমান বন্দর	রাজ*াাই	অভ্যন্তরীণ
৬।	সৈয়দপুর বিমান বন্দর	নীলফামারী	অভ্যন্তরীণ
٩ ١	বরিশাল বিমান বন্দর	বরিশাল	অভ্যন্তরীণ
b 1	কক্সবাজার বিমান বন্দর	কক্সবাজার	অভ্যন্তরীণ
৯ ।	তেজগাঁও বিমান বন্দর	তেজগাঁও, ঢাকা	অভ্যন্তরীণ
3 0 l	ঈশ্বরদী বিমান বন্দর	পাবনা	স্টল বিমান বন্দর
77	লালমনিরহাট স্টল বিমান বন্দর	লালমনিরহাট	স্টল বিমান বন্দর
১ २ ।	ঠাকুরগাও স্টল বিমান বন্দর	ঠাকুরগাও	স্টল বিমান বন্দর
१० ।	শমসের নগর স্টল বিমান বন্দর	মৌলভী বাজার	স্টল বিমান বন্দর
184	কুমিল্লা স্টল বিমান বন্দর	কুমিল্লা	স্টল বিমান বন্দর
136	বগুড়া স্টল বিমান বন্দর	বগুড়া	স্টল বিমান বন্দর

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের একাংশের চিত্র ঃ



হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবন



হ্যরত শাহজালাল বিমানবন্দরের বর্হিগমণ কনকোর্স হল



হ্যরত শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো সিকিউরিটি স্ক্যানিং মেশিন



শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চউগ্রাম এর টার্মিনাল ভবন



শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চউগ্রাম এর নতুন DVOR





ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এর টার্মিনাল ভবন





ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এর নতুন AWOS

উনুয়নমূলক কর্মকান্ড (২০১১-১২ ও ২০১২-১৩)

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমান বন্দরসমূহে উড্ডয়ন অবতরনকারী সকল বিমান যানের নিরাপত্তা ও ন্যাভিগেশনাল সার্ভিস নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনার্থে কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান বিমান বন্দর ও বিমান চলাচল সুবিধাগুলি পরিচালনা, রক্ষনাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ নতুন বিমান বন্দর নির্মাণ করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি আরও ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। তনাধ্যে এডিপিভূক্ত ০৩ টি প্রকল্প ও কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ০৩টি প্রকল্প। নিমে প্রকল্পসমূহের তালিকা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হলো ঃ

বাস্তবায়িত প্রকল্প ঃ

ক)

প্রকল্পের নাম

বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১০-ডিসেম্বর/২০১১

Procurement of Cargo Security Scanning Machine for Cargo Village at Hazrat Shahjalal International Airport.

খ) ২০১১-১২ অর্থবছরেরর সংশোধিত এডিপিভূক্ত বেবিচ কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকা ও বাস্তবায়ন অগ্ৰগতি ঃ

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

						(4)34 5145 6145)
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয়	২০১১-১২ সালের	২০১	১-১২ সালের অগ্রগতি
		70/0/		সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	i) আর্থিক i i) বরাদ্দের%	বাস্তব অগ্রগতি
١ ٢	হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আপ-গ্রেডেশন শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শক সেবা প্রকল্প।	জুলাই - জুন ১ ২	\ \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\$00.00	i) \$00.00 i i) \$00%	-
<i>N</i> –	হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আপ-গ্রেডেশন প্রকল্প ।	জুলাই০৮ -জুন১২	8\$808.9¢	\$00.00	-	আলোচ্য প্রকল্পের ঠিকাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও ৩২.৪৯% বাস্তব কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, ৫৩১২৬.৯৬ লক্ষ টাকা প্রাক্তলিত ব্যয় সাপেক্ষে আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্তে কার্যক্রম পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
9	কক্সবাজার বিমান বন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প ।	অক্টোবর ০৯- ডিসেম্বর ১২	৫ ৪৯৬৪.২ ১	৫০০০.০০ (তনাধ্যে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা সমর্পন করা হয়।ফলে, অবশিষ্ট বরাদ্দ থাকে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা)।	i) ১৬.০০ (বরাদ্দকৃত ১০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে অবশিষ্ট টাকা সরকারী কোষাগারে ফেরৎ প্রদান করা হয় ।) i i) ১.৬০%	প্রকল্পের টেন্ডার মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করতঃ ক্রয় প্রস্তাবনা সার-সংক্ষেপ সহ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি'র অনুমোদনের নিমিত্তে প্রেরণ করা হলে, বিগত ২০-০৬- ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির সভায় রি- টেন্ডারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।
		মোট =	৯৮০৩৫.৬৪	\$002.00	\$9.00	

গ) কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিলের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয়	২০১১-১২ সালের সংশোধিত এডিপি		সালের অগ্রগতি
		4-1-1		বরাদ্দ	i) আর্থিক i i) বরান্দের%	বাস্তব অগ্রগতি
١٤	Asphalt Concrete Overlay over the existing runway at Hazrat Shahjalal International Airport.	জুলাই'০৮ - জুন'১৩	৮৭৮০.০০ (অনুমোদিত) ১৮৮২১.১৬ (প্রস্তাবিত)	২০০.০০	i) ७९.०० i i) ७७.৫०%	রেস্পপিভ ঠিকাদারের অনুকুলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ।
<i>N</i> –	Extension of Passenger Apron from foxtrot taxiway towards west and export Cargo apron from northern side of the existing export Cargo apron at Hazrat Shahjalal International Airport	জানুয়ারী'১১- জুন'১৩	8880.00	\$ ⊌00.00	i) \$600.00 i i) \$00%	রেস্পন্সিভ ঠিকাদারের অনুকুলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং ৩৬.৯৪% বাস্তব কাজ সম্পাদন করা হয়।
9	Construction of CAAB Head Quarters Complex at Hazrat Shahjalal International Airport, Kurmitola, Dhaka.	জানুয়ারী'১১- জুন'১৩	o <i>6.</i> 282	880.00	-	একধাপ ২ খাম পদ্ধতিতে পুনঃরায় টেন্ডার আহবান ও মূল্যায়ন করা হয়।
		মোট =	২৬৫০০.৬৬	২২৪০.০০	১৬৬৭.০০	

্ঘ) ২০১১-১২ অর্থবছরেরর সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্ধবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তালিকা ঃ (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র ৪	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	মন্তব্য
নং				
١٤	খানজাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ	জানুয়ারী'১১- ডিসেম্বর'১৩	86648.40	আলোচ্য প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পাদনের নিমিত্তে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-এর সাথে প্রিলিমিনারি নেগোসিয়েশন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।
3 I	"কক্সবাজার বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবন, কার্গো ভিলেজ, এপ্রোন এবং আনুষঙ্গিক অবকঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ।	জুলাই'১১-জুন'১৪	\$0000000	-

২০১১-১২ অর্থবছরেরর সংশোধিত এডিপিভূক্ত ও নিজস্ব তহবিলের আওতাধীন প্রকল্পের মোট প্রকল্প ব্যয় ও বরাদ্দ নিমুরূপঃ

মোট প্রকল্প ব্যয় ঃ ৯৮০৩৫.৬৪ লক্ষ টাকা + ২৬৫০০.৬৬ লক্ষ টাকা = ১২৪৫৩৬.৩০ লক্ষ টাকা মোট বরাদ্দ ঃ ১০০২.০০ লক্ষ টাকা + ২২৪০.০০ লক্ষ টাকা = ৩২৪২.০০ লক্ষ টাকা মোট ব্যয় ঃ ১৭.০০ লক্ষ টাকা + ১৬৬৭.০০ লক্ষ টাকা = ১৬৮৪.০০ লক্ষ টাকা ।

২০১২-১৩ অর্থবছরের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১টি উন্নয়ন প্রকল্পের ১০০% বাস্তব কাজ সম্পাদন ও ১টি প্রকল্পের ১০০% সিভিল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আলোচ্য অর্থ বৎসরে মোট ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। তন্মধ্যে এডিপিভূক্ত ০৩ টি প্রকল্প ও কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ০৩টি প্রকল্প।

ক) ২০১২-১৩ অর্থবছরেরর সংশোধিত এডিপিভূক্ত বেবিচ কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ
(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

		-			1	(ব্যর শক্ষ তাকার)
ক্র.	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন	প্রকল্প ব্যয়	২০ ১ ২-১৩	২০১	২-১৩ সালের অগ্রগতি
নং		কাল		সালের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	i) আর্থিক i i) বরান্দের %	বাস্তব অগ্রগতি
١ ٢	হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আপ- গ্রেডেশন শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শক সেবা প্রকল্প ।	জুলাই'০৫ - জুন'১২	\$ &&&.&&	9 00.00	i) voo.oo i i) voo%	ইতোমধ্যে, আলোচ্য প্রকল্পের ৫৭.৪৩% বাস্তব কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
<i>M</i> –	হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আপ- গ্রেডেশন প্রকল্প ।	ক) জুলাই'০৮- জুন'১২ (মেয়াদবৃদ্ধি) খ) জুলাই'০৮- জুন'১৪ (সঃ প্রস্তাাঃ)	৫৩১২৬.৯৬ (সঃ প্রস্তাঃ)	২৬০০০.০০	i) 2063.48 i i) b8.b8%	আলোচ্য প্রকল্পের টেন্ডার মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদন ও ক্রয় প্রস্তাবনা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র অনুমোদনের নিমিত্তে প্রেরণ।
9	কক্সবাজার বিমান বন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প ।	অক্টোবর/০৯ - ডিসেম্বর/১৩ (সঃ অনুঃ)	৫৪৯৬৪.২ ১	\$60.00	i) \$60.00 i i) \$00%	আলোচ্য প্রকল্পের পির্ডিপিপি এর উপর পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয় । চায়না সরকারের অর্থায়নের আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে ঋনের ধরন, পদ্ধতি ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে চায়না প্রতিনিধির সাথে ইআরডি-তে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । পাশাপাশি চায়নার প্রতিনিধি, বুয়েট ও সিএএবি'র প্রতিনিধির সমস্বয়ে আলোচ্য প্রকল্পের ড্রইং-ডিজাইন ব্যয় প্রাক্কলন ও টেভার ডকুয়মেন্ট প্রস্তুত সংক্রোন্ত বিষয়ে একাধিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।
		মোট =	= ১ ০৯৯৫৭. ৮৫	২৬৪৫০.০০	২২৫০৯.৬ 8	

খ) কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিলের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

						•
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয়	২০১২-১৩ সালের	२० ১ २-	-১৩ সালের অগ্রগতি
-1				সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	ক) আর্থিক খ)বরান্দের%	বাস্তব অগ্রগতি
١ ٢ ١	Asphalt Concrete Overlay over the existing runway at Hazrat Shahjalal International Airport.	ক) জুলাই'০৮- জুন'১৩ (সঃ অনুঃ) খ) জুলাই'০৮- জুন'১৪ (সঃ প্রস্তাঃ)	১৮৭৭৪.০৫ (সঃ প্রস্তাঃ)	১ ০২ ৩৩ .০০	季) >○\$8७.}9 ♥) >>.}২%	আলোচ্য প্রকল্পের ৭৭.১৪% বাস্তবায়ন কাজ সম্পাদন ও মেয়াদ বৃদ্ধিসহ আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ।
8	Extension of Passenger Apron from foxtrot taxiway towards west and export Cargo apron from northern side of the existing export Cargo apron at Hazrat Shahjalal International Airport	জানুয়ারী'১১- জুন'১৩	i) 8880.00 (মূল) ii) 8৯৮৭.00 (সঃ প্রস্তাঃ)	9 \$00.00	ক) ৩০৮৭.৯২ খ) ৯৯.৬১%	আলোচ্য প্রকল্পের ১০০% বাস্তব কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের Scope of work বৃদ্ধি পাওয়ায় সংশোধিত ডিপিপি খ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
€ 1	Construction of CAAB Head Quarters Complex at Hazrat Shahjalal International Airport, Kurmitola, Dhaka.	ক) জানুয়ারী'১১- জুন'১৩ (মুল) খ) জানুয়ারী'১১- ডিসেম্বর'১৫ (সঃ প্রস্তাবুনা)	ক) ৬১৪১.৯০ (মুল) খ) ১৩২৪৬.৮৮ (সঃ প্রস্তাঃ)	২ 8०.००	ক) ৩৬.৪৫ খ) ১৫.১৮%	আলোচ্য প্রকল্পের রেসপন্সিভ ঠিকাদারের সাথে চুক্তি ও সাইট প্রিপারেশন কাজ শুরু।
		মোট =	৩৭০০৭.৯০	১৩ ৫৭৩.০০	১৩২৬৭.৫৪	

গ) ২০১২-১৩ অর্থবছরেরর সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তালিকা ঃ

(অংকসমুহ লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম বাস্তবায়নকাল প্রকল্প ব্যয় মন্তব্য	
খানজাহান জুলাই'১৪ - ৪৬০০০.০ আলোচ্য প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্ আলী বিমান জুন'১৭ ০ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) ও সিএএবি বন্দর নির্মাণ। তারিখে Agreement সম্পাদন করা হয়ে কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাগি সপ্তাহ।	i'র মধ্যে বিগত ২৫-০৪-২০১৩ ছে। উল্লেখ্য, চুক্তি অনুযায়ী কুয়েট

ঘ) ২০১২-১৩ অর্থবছরেরর সংশোধিত এডিপিতে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিরেকে প্রতিফলিত প্রকল্প তালিকা ঃ (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	মন্তব্য
"কক্সবাজার বিমানবন্দরের	ডিসেম্বর'১৩	\$06000.	আলোচ্য প্রকল্পের পিডিপিপি এর উপর পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক
টার্মিনাল ভবন, কার্গো	- জুন'১৬	00	নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয় ।
ভিলেজ, এপ্রোন এবং			চায়না সরকারের অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে
আনুষঙ্গিক অবকাঠামো			ঋনের ধরন, পদ্ধতি ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে চায়না
নিৰ্মাণ" শীৰ্ষক প্ৰকল্প।			প্রতিনিধির সাথে ইআরডি-তে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি
			চায়নার প্রতিনিধি, বুয়েট ও সিএএবি'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে
			আলোচ্য প্রকল্পের ড্রইং-ডিজাইন ব্যয় প্রাক্কলন ও টেন্ডার ডক্যুমেন্ট
			প্রস্তুত সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

২০১২-১৩ অর্থবছরেরর সংশোধিত এডিপিভূক্ত ও নিজস্ব তহবিলের আওতাধীন প্রকল্পের মোট প্রকল্প ব্যয় ও বরাদ্দ নিমুরূপঃ মোট প্রকল্প ব্যয় ঃ ১০৯৯৫৭.৮৫ লক্ষ টাকা + ৩৭০০৭.৯০ লক্ষ টাকা = ১১২৯৬৫.৭৫ লক্ষ টাকা মোট বরাদ্দ ঃ ২৬৪৫০.০০ লক্ষ টাকা + ১৩৫৭৩.০০ লক্ষ টাকা = ৪০০২৩.০০ লক্ষ টাকা

মোট ব্যয় ঃ ২২৫০৯.৬৪ লক্ষ টাকা + ১৩২৬৭.৫৪ লক্ষ টাকা = ৩৫৭৭৭.১৮ লক্ষ টাকা।

আর্থিক সাফল্য ঃ

২০১১-২০১২ অর্থবছরের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয়ের পরিমান ৭৩১.৮৮ কোটি টাকা । গত আর্থিক বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ১৩৬.৬৯ কোটি টাকা রাজস্ব আয় বেশী হয়েছে। ২০১১-২০১২ অর্থবছরের মোট রাজস্ব ব্যয়ের পরিমান ৩৩৭.৯০ কোটি টাকা। গত আর্থিক বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ২২.১২ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হয়েছে। বিমানবন্দর সমূহে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, অবচয় এবং বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় বেশী হওয়ায় অতিরিক্ত অর্থ খরচ হয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয়ের পরিমান ৭৮৫.৮৯ কোটি টাকা । গত আর্থিক বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ৫৪.০১ কোটি টাকা রাজস্ব আয় বেশী হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের মোট রাজস্ব ব্যয়ের পরিমান ৩৪৫.৭৯ কোটি টাকা। গত আর্থিক বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ৭.৮৯ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হয়েছে। বিমানবন্দর সমূহে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, অবচয় এবং বিদাুৎ খাতে ব্যয় বেশী হওয়ায় অতিরিক্ত অর্থ খরচ হয়েছে। বিগত ৩ (তিন) অর্থ বৎসরের তুলনামূলক আয় ও ব্যয়ের তথ্য নিমে দেয়া হলো ঃ

(অংকসমুহ কোটি টাকায়)

বৎসর	রাজস্ব আয়	ব্যয়	মূলধন ব্যয়
২০১০-২০১১	የአ ር. ንል	৩১৫.৭৮	২৮০.০৮
২০১১-২০১২	৭৩১.৮৮	৩৩৭.৯০	৩৬০.৪৩
২০১২-২০১৩	ዓ৮৫.৮৯	৩৪৫.৭৯	8 ১ ৮.৭৫

উদৃত্ত রাজস্ব আয় ও সরকারী কোষাগারে অর্থ প্রদান ঃ

কর্তৃপক্ষের বাৎসরিক আয় থেকে অন্যান্য বৎসরের মত ২০১১-১২ অর্থবছরের ৩৫.০০ কোটি টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ৪২ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার প্রশাসনিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ব্যয়, সরকারী কোষাগারে অর্থ প্রদান, অবচয়, ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি সকল ব্যয় মেটানোর পর ২০১১-১২ অর্থবছরের ঘাটতির পরিমান ৩৮.০৭ কোটি টাকা এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের ঘাটতির পরিমান ৫৭.০২ কোটি টাকা।

অপারেশনাল কর্মসূচী ঃ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মোট বিমান বন্দরের সংখ্যা ১৫টি। তনাধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ৫টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর ও ৭টি স্টল বিমানবন্দর। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দরসমূহের মধ্যে ৭টি বিমান বন্দরে বিমান চলাচল করেছে। সকল স্টল বিমানবন্দর কোন বিমান চলাচল করে না। অপারেশনাল বিমান বন্দরসমূহে ২০১১-১২ ও ২১১২-১৩ অর্থ বৎসরে স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বিমানবন্দর সমূহে বিদ্যমান সুবিধাদি যেমন- টার্মিনালের যাত্রী সেবা সুবিধা, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সার্ভিস, এয়ার নেভিগেশন এবং টেলি-যোগাযোগ সার্ভিস, বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য রানওয়ে, টেক্সিওয়ে, এপ্রোণ ইত্যাদি স্বাভাবিক ও উন্নত সেবার মান বজায় ছিল। ২০১১-১২ অর্থ বৎসরে ১৬টি ও ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ১০ টি নতুন বিমান অত্র কর্তৃপক্ষের পরিচালিত বাংলাদেশে বিমান রেজিষ্ট্রিতে রেজিষ্ট্রিবদ্ধ হয়েছে। আলোচ্য বৎসরে কর্তৃপক্ষ এ দেশে উড্ডয়নরত বিমানের পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে মোট ১১৪টি এয়ার ওয়ার্দিনে সার্টিফিকেট নবায়ন করেছে। এছাড়া, বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ১২৩ জন পাইলট-কে লাইসেস প্রদান করা হয়েছে।

ক্র:	কাজের নাম	२०১১-১२	২০১২-১৩
নং			
0)	নতুন বিমান রেজিট্রেশন	১৬	> 0
०२ ।	এয়ারওয়ার্দি সার্টিফিটেক নবায়ন	৫১	৬৩
०७।	বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে পাইলট লাইসেন্স প্রদান	8৮	ዓ৫
o8 I	এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসপেনশস/কসসেশন মঞ্জরী দানের	৯৪	۹۶

061	বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে বিমান রক্ষণ প্রকৌশলীর অনুঞ্জাপত্র	7 b	8\$
०७ ।	বিমান রক্ষণ প্রকৌশলীর অনুঞ্জাপত্র বিলম্বিত /প্রত্যাহার	o	0
०१।	বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে পাইলট লাইসেন্স প্রদানের জন্য কারিগরী	೦೨	00
ob 1	বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে প্রকৌশলী কারিগরী পরীক্ষা গ্রহণ	٥٥	०२
० हे ।	বিমান রক্ষণ প্রকৌশলীর কারিগরী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	8२	১৮৬
	(LWTR)		
3 0 I	পাইলট লাইসেন্স-এর কারিগরী পরীক্ষার অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	১৩১৬	\$696
22	বাংলাদেশ বিমানের এ্যাপ্রভাল পরীক্ষায় যোগদানের সংখ্যা(Type)	৩৯	৯৮
১ २ ।	বৈদিশিক সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশ বিমানের কারিগরী কার্যবলী	১৩	36
	প্রত্যায়নের/ নবায়নের অনুমোদন দান।		
७० ।	বিমানের বৈদিশিক গমন পথের স্থানসমূহ পরিদর্শন	08	೦೦
78	এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স সিডিউল অনুমোদন দান	> 0	০৬
1 36	ইঙ্গ্রাকটর এ্যাপ্রভাল সার্টিফিকেট প্রদান	36	77
১৬।	বিমান দূর্ঘটনা তদন্ত কার্য সম্পাদন	૦ર	٥)
۱ ۹ 🕻	বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীন গমন পথের স্থানসমূহ পরিদর্শন	೦೨	০২
2p 1	বিমানের বিপদজনক মাল বহনের অব্যাহতি দান	0	0

২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরের বিমান উড্ডয়ন-অবতরণ, প্যাসেঞ্জার এবং পণ্য ও ডাক পরিবহণ তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

বৎসর	বিমান উঠানামা	যাত্ৰী বহন	পণ্য ও ডাক
২০১১-১২	৫৬, ১১৩ টি	৪৫,৬০,৭০৫ জন	১,৯৮,৪৮৮ (মে. টন)
২০১২-১৩	৫২,৭০৫ টি	৫২,৯১,৪৮৯ জন	২,২৬,১২৮ (মে. টন)

<u>সেবা ভিত্তিক সাফল্য</u> ঃ কর্তৃপক্ষের সেবা বৃদ্ধি তথা বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানি তথা যাত্রী সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছেঃ

হ্যরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা ঃ

- i) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে Wifi সুবিধাসহ ইন্টারনেট কানেকশনের সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে।
- ii) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে-১৪-তে বিদ্যমান ILS টিকে আপ-গ্রেড করতঃ ক্যাটাগরী-১ থেকে ক্যাটাগরী-২ এ উন্নীত করা হয়েছে।
- iii) New Flight Plan-2012 বাস্তবায়নের জন্য AFTN up-gradation করা হয়েছে ।
- iv) বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি এভিয়েশন সিকিউরিটি সেল গঠন করা হইয়াছে।
- v) দেশের সকল বিমান বন্দরের জন্য আধুনিক মানের নিরাপত্তা পাশ চালু করা হইয়াছে।
- vi) আলোচ্য বিমানবন্দরে পিএবিএক্স সিস্টেম, পিএ সিস্টেম স্থাপন সহ ওয়াকি-টকির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে নতুন ১টি হোল্ডিং লাউঞ্জ তৈরী করা হয়েছে।
- vii) বিনামূল্যে এম্বারেকেশন কার্ড পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- viii) অসুস্থ যাত্রীদের সেবা প্রদানের জন্য হুইল চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ix) বৃদ্ধ অসুস্থ ও শিশুসহ সব ধরনের যাত্রীদের সহায়তা করার জন্য নিয়োজিত ০৪(চার) টি প্রতিষ্ঠান-এর পাশাপাশি গ্লোবাল নামে আরও একটি প্রতিষ্ঠান-কে ইজারা প্রদান করা হয়েছে।
- x) বোর্ডিং ব্রীজ এলাকায় ও কনকোর্স হল এলাকায় যাত্রীদের বসার জন্য অত্যাধুনিক চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিনোদনের জন্য বড় পর্দার টেলিভিশনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- xi) দেশীয় তথ্যাদি জানার জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক তথ্য কেন্দ্র । তাছাড়াও বাংলাদেশ সহ ইন্টারন্যাশনাল সীম সংগ্রহের জন্য Matrix নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ।
- xii) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কাউন্টার বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- xiii) বহির্গমন যাত্রীদের জন্য বহির্গমন লাউঞ্জে নতুন ০৩ (তিন) টি ব্যাংকিং বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

- xiv) অভ্যান্তরীণ টার্মিনাল ভবনে ক্যানপি নির্মাণ করা হয়েছে।
- xv) বহির্গমন যাত্রীদের চেক-ইন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে বহির্গমন তলায় বিদ্যমান ৫১টি আধুনিক চেক-ইন-কাউন্টারের সহিত আরও ১২টি চেক-ইন-কাউন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- xvi) প্রবাসী যাত্রীদের বিমান বন্দরে আগমন ও বিমান বন্দর হতে বহির্গমনের জন্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্তে ইমিগ্রেশন ডেস্ক/কাউন্টার আলাদা করা হয়েছে।
- xvii) যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌছানোর সুবিধার্থে ক্যানপি এলাকায় ৩ টি পরিবহণ সংস্থার কাউন্টার সংস্থান করা হয়েছে। যাত্রীরা উক্ত কাউন্টার থেকে তাদের সুবিধামত গাড়ি ভাড়া করতে পারছেন। ইহা ছাড়াও, ইউরোকার নামে একটি সংস্থাকে যাত্রী পরিবহণের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে।

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঃ

- i) আলোচ্য বিমানবন্দরে গ্রীণ চ্যানেল ও রেড চ্যানেল চালু করা হয়েছে।
- ii) নতুন ফায়ার ফাইটিং ভেহ্যিকেল সরবরাহ করা হয়েছে।
- iii) আলোচ্য বিমানবন্দরে অটো রিফুয়েলিং সিস্টেম স্থাপনের ৫৫% বাস্তব কাজ সম্পাদন।
- iv) যাত্রীদের বসার জন্য অত্যাধুনিক চেয়ার ও বিনোদনের বড় পর্দার টেলিভিশন স্থাপন করা হয়েছে।
- v) যাত্রী সাধারনের ল্যাগেজে র্যাপিং এর জন্য র্যাপিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।
- vi) যাত্রীদের সুবিধার জন্য একাধিক Money Exchanger স্থাপন করা হয়েছে।
- vii) নতুন GSE (Ground Service Equipment) সরবরাহ করা হয়েছে।
- viii) বিমান বন্দরে নতুন সর্বাধুনিক DVOR, DME স্থাপন করা হয়েছে।
- ix) হজ্ব উপলক্ষে Special Task Force কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট ঃ

- i) সম্পূর্ন টার্মিনাল ভবন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।
- ii) বিমান বন্দরে নতুন সর্বাধুনিক ন্যাভ-এইড ইক্যুপমেন্ট (DVOR) স্থাপন করা হয়েছে।
- iii) আধুনিক স্ক্যানিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।
- iv) আলোচ্য বিমানবন্দরে অটো রিফুয়েলিং সিস্টেম স্থাপনের ৫০% বাস্তব কাজ সম্পাদন।
- v) বৃহদাকার বিমান চলাচলের প্রেক্ষিতে উন্নতমানের ও আরামদায়ক লাউঞ্জ চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক সাফল্য ঃ

২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিবরণ ঃ

সাল	প্রথম শ্রেনী	দ্বিতীয় শ্রেনী	তৃতীয় শ্রেনী	চতুৰ্থ শ্ৰেনী
२०১১-১२	২২ জন	১৪ জন	-	-
২০১২-১৩	৬ জন	8 জন	-	-
মোট =	২৮ জন	১৮ জন	-	-

২০১১-১২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি ও ১৩৩টি পেনশন কেইস নিস্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১২-১৩ অর্থবছরের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৮৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি ও ৮টি পেনশন কেইস নিস্পত্তি করা হয়েছে।



বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল এভিয়েশন প্রযুক্তির সাথে সমতালে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ নিয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর একারণেই কর্তৃপক্ষকে সার্বক্ষণিকভাবে বিমান বন্দরসমূহের বিভিন্ন সুবিধাদির প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং যাত্রীদের নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে চলাচলের নিমিত্তে সেবার মান উন্নয়ন করতে হচ্ছে। বিভিন্ন বিমানবন্দরে যথাসময়ে সুবিধা ও সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রকল্প হাতে নেয়া হচ্ছে। বেবিচকের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা গেলে এভিয়েশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং নতুন মহাশতকের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের আকাশসীমায় বিমান চলাচলকারী বিমানযানের উভডয়ন-অবতরণ নিরাপদ ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর।



ফোলঃ +৮৮-০২-৮৯০১৬০০, ৮৯০১৭৩০-৪৪ফাক্স-+৮৮-০২-৮৯০১৫৫৮

Website: www.biman-airlines.com

পটভূমিঃ

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিমান দেশের অভ্যন্তরে ও বর্হিবিশ্বে আকাশপথে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। ০৪ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-০২/১৯৭২ এর পরিপ্রেক্ষিতে এয়ার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল নামে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্নে বিমানের কোন নিজস্ব উড়োজাহাজ বা প্রকৌশল স্থাপনা ছিল না। প্রায় ২৫০০ জন দক্ষ/আধা দক্ষকর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়ে বিমান গঠিত হয়। ০৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে বিমান ডিসি-৩ উড়োজাহাজ দ্বারা আকাশপথে প্রথম যাত্রা পুরু করে। ০৯ জুন ১৯৭৭ তারিখে অধ্যাদেশ নং XIX এর মাধ্যমে বিমানকে বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন হিসাবে রূপান্তরিত করা হয়।

উড়োজাহাজ বহরের সীমাবদ্ধতা এবং আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও বিমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এর মুল নেটওয়ার্ক বজায় রেখেছে। তবে এভিয়েশন ফুয়েলের মূল্য বৃদ্ধির কারনে বিমান গত কয়েক বছর যাবং আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ এভিয়েশন সেক্টরে দুত উন্মুক্ত হলেও প্রয়াজনীয় সংস্কারের অভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সামর্থ্য অর্জন করতে পারেনি। ২০০৭ সালে বিমান পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রুপান্তরের পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার সংস্কার ও ব্যয় নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং পরিবর্তিত সাংগঠনিক কাঠামোতে বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের সামর্থ্য অর্জন করায় বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থা সত্ত্বেও বিমান ২০০৭-২০০৮ ও ২০০৮-২০০৯ অর্থ বংসরে ৫.৯১ ও ১৫.৫৭ কোটি টাকা লাভ করে এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্ববাজারে অস্থিরতা ও জ্বালানী তেলের ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির কারনে ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বিমান পর্যায়ক্রমে ৪৬.০২ কোটি টাকা, ২২৪.১৬ কোটি টাকা এবং ৬০৫.৯৫ কোটি টাকা লোকসান করে, যার ফলশ্রুতিতে বিমানের তরল্য সংকট প্রকট আকার ধারন করে। বর্তমানে বিমান আবার তরল্য সংকট কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে এক্ষেত্রে সরকারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।



বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর এয়ারক্রাফট।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্য -

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ কে এভিয়েশন বাজারে বিশ্বমানের এয়ারলাইন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য -

নিরাপদ, বিশ্বস্ত, কার্যকর এবং স্বল্প খরচে আকাশ পথে পরিবহন সেবা প্রদান করতঃ সেবা গ্রহীতাদের কাঙ্খিত সন্তুষ্টি প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ঈষ্পিত লক্ষ্য অর্জন এবং এভাবে পরবর্তী সময়গুলোতে ব্যবসা পরিচালনা অব্যহত রাখা।

দায়িত্বাবলীঃ

- (ক) আকাশপথে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে নিরাপদে, দক্ষ, পর্যাপ্ত এবং সুলভ মুল্যে (economical) পরিবহন সেবা প্রদান ;
- (খ) যাত্রী সাধারনের সন্তুষ্টি এবং পরিচালনাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বহর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারন ;
- (গ) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জনবলের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি ;
- (ঘ) বিমানকে অধিকতর লাভজনক করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; রুট সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন।



২০১১ সালে বিমান বহরে নতুন সংযোজিত বোয়িং ৭৭৭-৩০০ইআর এয়ারক্রাফটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাজেটঃ

২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট ও সংশোধিত বাজেট এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের বিমানের বাজেট নিম্নে প্রদত্ত হলঃ (লক্ষ টাকায়)

বিবরন	বাজেট ২০১১-১২	সংশোধিত বাজেট ২০১১-১২	বাজেট ২০১২-১৩	সংশোধিত বাজেট ২০১২-১৩
রাজস্ব আয়	৫৫৩,০১৮.৩১	৩৮৫,২৭৫.২৪	৪৯১,৪৯৩.১৩	৪০৮,০০৩.৩৭
ব্যয়	৫৪৪,৯৯৯.৭৮	৪৩৯,৮২৯.১৩	৪৮৯,৬৪৯.৯৬	৪৩২,৯৯০.৩৭
লাভ / ক্ষতি	৮,০১৮.৫৩	(৫৪,৫৫৩,৮৮)	১,৮৪৩.১৮	(২৪,৯৮৭.০০)

বিমান কর্পোরেশন থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (পিএলসি)-তে রূপান্তরঃ

প্রতিযোগিতামূলক এভিয়েশন বানিজ্যে টিকে থাকার জন্য বিমানকে দক্ষ, গতিশীল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিমানকে পূর্নগঠন ও বানিজ্যিকীকরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০০০ সালে নিয়োজিত কনসালটেন্ট একটি সমীক্ষা প্রণয়ন করে এবং বিমানকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রুপান্তরসহ ষ্ট্রাটেজিক পার্টনার নিয়োগের সুপারিশ করে। এ লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও তৎকালীন এভিয়েশন মার্কেটে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিমানের জন্য ষ্ট্রাটেজিক পার্টনার সংগ্রহের প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি। বিমানকে পূণর্গঠন ও বানিজ্যিকীকরনের বিষয়ে সরকার ১৯ ফেব্রম্বয়াযী ২০০৭ তারিখে সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মমত্রনালয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার নিম্নোক্ত শর্তে বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রুপান্তরের প্রস্তাব অনুমোদন করে।

- (ক) ৩০ জুন ২০০৭ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ বিমানের জনবল ৬,৮৮৩ হতে ৩,৪০০ এ নামিয়ে আনতে হবে।
- (খ) বাংলাদেশ বিমানের বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়ন সমূহকে অনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (গ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বিমানের জেট-১ ফুয়েলের মুল্য নির্ধারন, আমদানি ও সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়টি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
- (घ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ব্যবহার্য সম্পদসমূহ সংরক্ষনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে CAAB জারীকৃত অধ্যাদেশ (নং-১৩, তারিখ ১১ জুলাই ২০০৭) এর বলে সরকার বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে (পিএলসি)-তে রূপান্তরিত করার ঘোষণা দেয়।

২৩ জুলাই ২০০৭ তারিখে ''বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড'' পিএলসি হিসাবে নিবন্ধনভুক্ত হয়। ৩১ জুলাই'২০০৭ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (সরকারের পক্ষে) এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর মধ্যে Transfer of Undertaking সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিমান বাংলাদেশ কর্পোরেশনের যাবতীয় সম্পদ ও দায়-দেনা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বিমানের দায়-দেনা সরকার কর্তৃক নিস্পত্তি করা হয়েছে।

বিমানের মূলধন কাঠামোঃ

পিএলসিতে রুপান্তরের অব্যবহিত পূর্বে বিমানের অনুমোদিত মুলধন ছিল ৭৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মুলধন ছিল ৫৩২.৫১ কোটি টাকা। পিএলসিতে রুপান্তরের পর বিমানের অনুমোদিত মুলধনের পরিমাণ ১৫,০০০ কোটি টাকা, যা ১০০ টাকা মুল্যের ১৫০ কোটি শেয়ারে বিভক্ত। অন্যদিকে, বিমানের পরিশোধিত মুলধন হচ্ছে ২,০৮২.৪১ কোটি টাকা।

বিমানের বোর্ড অব ডাইরেক্টরসঃ

বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এ ০১ জন চেয়ারম্যান ও ১০ জন পরিচালক নিয়ে একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস আছে।

বিমানের জনবলঃ

বিমানের অনুমোদিত জনবল ৩,৪০০ জনের বিপরীতে ৩০ জুন ২০১২ তারিখে সর্বমোট ৪,৪৫৭ জন এবং ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে সর্বমোট ৪,৪৯২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত ছিল, যার বিভাজন নিম্নরুপঃ

	<u> </u>	<u>২০১২-১৩</u>
স্থায়ী	২,৭১৬ জন	৩,২১০ জন
ক্যাজুয়েল	১,৩৬২ জন	১,২৭৯ জন
চুক্তিভিত্তিক	৩৭৯ জন	০৩ জন

উল্লেখ্য, মুল কর্মকান্ডের বাইরেও বিমান অনেক Non-core activities সম্পন্ন করে থাকে যেমন-গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং, মেডিকেল সার্ভিস, গ্রাউন্ড ট্রান্সপোর্টেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ইত্যাদি। বিমানের মোট জনবলের মধ্যে এ সমস্ত Non-core activity'র সাথে জড়িত জনবল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

০৯। বিমানের রুট নেটওয়ার্কঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা থেকে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করে থাকে। ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বিমানের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্য সমূহের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

২০১১-২০১২

অভ্যন্তরীণ গন্তব্যসমুহ	দক্ষিণ এশিয়া	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও	মধ্যপ্রাচ্য	ইউরোপ
		দূরপ্রাচ্য		
ঢাকা, চট্টগ্রাম ও	নয়াদিল্লী, কোলকাতা,	ব্যাংকক, হংকং,	দুবাই, আবুধাবী, দোহা,	লন্ডন,রোম, মিলান
সিলেট	কাঠমুন্ডু ও করাচী	কুয়ালালামপুর ও	রিয়াদ, জেদ্দা, দাম্মাম,	ও ম্যানচেষ্টার
		সিংগাপুর	কুয়েত ও মাসকাট	

২০১২-২০১৩

অভ্যন্তরীণ গন্তব্যসমূহ	দক্ষিণ এশিয়া	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও	মধ্যপ্রাচ্য	ইউরোপ
		দূরপ্রাচ্য		
ঢাকা, চট্টগ্রাম ও	নয়াদিল্লী, কোলকাতা	ব্যাংকক, হংকং,	দুবাই, আবুধাবী, দোহা,	লন্ডন ও রোম
সিলেট	কাঠমাভু ও করাচী	কুয়ালালামপুর ও	রিয়াদ, জেন্দা, দাম্মাম,	
		সিংগাপুর	কুয়েত ও মাসকাট	

উল্লেখ্য যে, বিমান বহরে উপযুক্ত উড়োজাহাজের স্বল্পতা ও পরিচালনজনিত আর্থিক ক্ষতি বিবেচনা করে সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে নয়াদিল্লী, করাচী, মিলান, হংকং ও ম্যানচেষ্টার-এ বিমানের ফ্লাইট পরিচালনা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে অক্টোবর, ২০১২ থেকে ব্যাংকক এবং মে ২০১৩ থেকে নয়াদিল্লী ও হংকং-এ পুনরায় বিমানের ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা হয়।



লভন-সিলেট সরাসরি ফ্লাইটের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

বিমানের উড়োজাহাজ বহর ঃ ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বিমানের উড়োজাহাজ বহর ছিল নিম্নরূপ ঃ

<u>২০১১-২০১২</u>

উড়োজাহাজের ধরন	উড়োজাহাজের সংখ্যা	যাত্রীধারন ক্ষমতা	মালিকানার প্রকৃতি
বোয়িং ৭৭৭-৩০০	০২	879	নিজস্ব
ডিসি ১০-৩০	08	8ړو	নিজস্ব
এফ২৮-৪০০০	૦ર	ЪО	নিজস্ব
ଏ ୬ ১୦- ୬ ୦୦	೦೨	২২১/২২৩	০২টি নিজস্ব, ০১টি ৩৬ মাসের জন্য লীজকৃত
বোয়িং ৭৩৭-৮০০	০২	১ ৫০	৬০ মাসের জন্য লীজকৃত

২০১২-২০১৩

উড়োজাহাজের ধরন	উড়োজাহাজের সংখ্যা	যাত্রীধারন ক্ষমতা	মালিকানার প্রকৃতি
বোয়িং ৭৭৭-৩০০	०२	879	নিজস্ব
ডিসি ১০-৩০	08	%	নিজম্ব
এ৩১০-৩০০	०२	২২১/২২৩	নিজস্ব
বোয়িং ৭৩৭-৮০০	०२	১ ৫০	৬০ মাসের জন্য লীজকৃত
বোয়িং ৭৪৭-৪০০	٥)	৫৮২	০৩ মাসের জন্য লীজকৃত
বোয়িং ৭৬৭-৩০০	٥٥	২৬০	০৩ মাসের জন্য লীজকৃত

যাত্রী ও পণ্য পরিবহন ঃ

২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত বিমানের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

	যাত্রী পরিবহন					
অর্থবছর	অভ্যন্তরীন	প্রবৃদ্ধির হার	আন্তর্জাতিক	প্রবৃদ্ধির হার	মোট	প্রবৃদ্ধির হার
		%		`%		%
২০০৮-০৯	১,৬৩,২৩৯	8.30	১২,৫৯,৫৫৪	\$0.80	১৪,২২,৭৯৩	৯.৬8
२००৯-১०	८,७५,८७	->৯.২৫	১ ২,৯৭,৬৭৬	೨.೦೨	১৪,২৯,৪৮৯	0.89
২০১০-১১	১,৪৬,৯৭৪	\$3.60	১৫,৯৬,২৭৭	২৩.০১	১৭,৪৩,২৫১	\$6.00
২০১১-১২	১,৮৩,৫১১	২৪.৮৬	১৫,৮৯,৯৫৬	-0.80	১৭,৭৩,৪৬৭	১.৭৩
২০১২-১৩	৭৬,০১০	-৫৮.৫৮	১৪,৯৬,৬৯৮	-৫.৮৭	১৫,৭২,৭০৮	১১.৩২

পন্য পরিবহন (টন)							
অর্থবছর	অভ্যস্তরীন	প্রবৃদ্ধির হার %	আন্তর্জাতিক	প্রবৃদ্ধির হার %	মোট	প্রবৃদ্ধির হার %	
২০০৮-০৯	৩১৬	8৩.৬8	২৩,৮২০	৮.০২	২৬,৯৭৬	২১.১৩	
২০০৯-১০	৯৭	-৬৯.৩০	২৮,৬৫১	২০.২৮	২৮,৭৪৮	৬.৫৭	
२०১०-১১	৭৯৭	৭২১.৬৫	৩১,২৩৯	৯.০৩	৩২,০৩৬	\$3.88	
২০১১-১২	৭৩৯	-৭.২৮	২২,৯২৬	২৬.৬১	২৩,৬৬৫	-২৬.১৩	
২০১২-১৩	৫২৭	-২৮.৬৯	৩২,৯০৭	89.68	೨೨,8೨8	8১.২৮	



বিমানের লাভ-লোকসানের পরিসংখ্যান ঃ

(ক) ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ থেকে বিমানের লাভ-লোকসানের পরিসংখ্যান (কোটি টাকায়) নিম্নে দেয়া হলো ঃ

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনফা/(লোকসান)
২০০৮-০৯	৩০৩৯.৭০	৩০২৪.১৩	১ ৫.৫৭
২০০৯-১০	২৯৪৮.০৩	২৯৯৪.০৫	-8৬.০২
২০১০-১ ১	৩৩৪৩.৯৩	৩৫৬৮.০৯	-২২৪.১৬
२०১১-১२	৩৭৮৯.৫১	8৩৯৫.৪৬	-৬০৫.৯৫
২০১২-১৩	হিসাব চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।		

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতিক কালে এভিয়েশন ফুয়েলের মূল্য বৃদ্ধি বিমানের আর্থিক অবস্থার উপর প্রতিকুল প্রভাব ফেলেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এভিয়েশন ফুয়েলের মূল্য পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য নিমুক্তপ ঃ

মুল্য পরিবর্তনের তারিখ	ঢাকায় মুল্য (ইউ এস সেন্ট/লিটার)	চট্ট্রগ্রামে মুল্য (ইউ এস সেন্ট/লিটার)
30-03-200 b	b-8	৮৩
o ৩ -o৬-২০০৮	> ২৫	\$28
\$ 2-0b-200b	779	>> P
০৬-১১-২০০৮	96	98
১০-০২-২০০৯	8৯	85
০৪-০৩-২০০৯	(°C)	৪৯
০৩-০৭-২০০৯	৬8	৬৩

o৬-o ১- ২o ১ o	৬৮	৬৭
०१-०8-२०১०	৭২	۹۶
06-77-5070	ዓ৫	98
۵۰-۰۶-۶۰۶۶	৮৩	৮২
১৫-০২-২০১১	bb	৮৭
০৮-০৩-২০১১	৯৫	৯৪
\$\$-08-20\$\$	\$0¢	\$08
\$5-06-20\$	220	১০৯
২১-০৬-২০১১	১০৬	30¢
\$6-09- ২ 0\$\$	\$0¢	\$08
২৬-০৮-২০১১	১০৩	১০২
২০-১১-২০১১	১০২	707
২৭-০১-২০১২	\$ 08	১০৩
0১-0৩-২0১২	४०४	> 04
১২-০৬-২০১২	٥٥٩	১০৬

তবে ১২-০৬-২০১২ তারিখের পর হতে অদ্যবধি এভিয়েশন ফুয়েলের মূল্য অপরিবর্তিত আছে।

বিমানের বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম ঃ

প্রকৌশল ও ম্যাটারিয়াল ম্যানেজমেন্ট পরিদপ্তরঃ

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জন্মলগ্ন থেকেই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রকৌশল পরিদপ্তর নিজস্ব দক্ষ জনবল ব্যবহারের মাধ্যমে বিমান বহরে যুক্ত উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষন ও বৈদেশিক এয়ারলাইন্সের টেকনিক্যাল হ্যান্ডলিং সেবা দিয়ে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে আসছে। অত্র পরিদপ্তর বিমানের সকল ধরণের উড়োজাহাজের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষন নিশ্চিত করে । সম্প্রতি অত্র পরিদপ্তরটি প্রকৌশল ও ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট নামে ৬টি পৃথক বিভাগের মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা শুরু করেছে।

কেন্দ্রীয় প্রকৌশলঃ

বিমান বহরে যুক্ত উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষন/মেরামত ও Continued Airworthiness বহাল রাখার স্বার্থে যথাসময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান ও উড়োজাহাজের মেইনটেনেন্স শিডিউল প্রদান করা উক্ত বিভাগের মুল কাজ। ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের আওতায় উক্ত বিভাগ নিশ্নল্লোখিত কাজ সমাধা করে থাকে।

- ১) উড়োজাহাজের সফল বাণিজ্যিক পরিচালনার লক্ষ্যে এর কারিগরি উন্নয়ন, পর্যালোচনা, পরিমার্জন ও উড়োজাহাজের মেইনটেনেন্স শিডিউলের মাধ্যমে উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষনের সময়সূচী নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন করা।
- ২) উড়োজাহাজ ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশের প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত কারিগরি তথ্য মূল্যায়নকরতঃ সিদ্ধান্ত প্রদান ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ৩) বিমান বহরে যুক্ত বিভিন্ন উড়োজাহাজের ইঞ্জিন, এপিউ এবং ল্যান্ডিং গিয়ারের মেরামত সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ।
- 8) উড়োজাহাজের রিপিয়ারিং স্কীম প্রদান করা।

পরিদর্শন ও মাননিশ্চিতকরন বিভাগঃ

অত্র বিভাগ উড়োজাহাজের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত Airworthiness Standard অনুযায়ী তদারকি করে থাকে। এই বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমুহ নিম্নরূপঃ

- ১) বাংলাদেশ বিমানের আওতাধীন সমস্ত উড়োজাহাজের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষনের যথোপযুক্ত মান নিশ্চিতকরন ও উড়োজাহাজের Continued Airworthiness Standard বজায় রাখার লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ২) উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষন সম্পর্কিত যাবতীয় দলিলপত্র নির্দিষ্ট সময় পর অন্তঃ নিরীক্ষার মাধ্যমে কাজের মান মূল্যায়ন।
- ৩) উড়োজাহাজের দুর্ঘটনা পরবর্তী তদন্ত ও তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ৪) উড়োজাহাজের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের মান যাচাই করা।
- ৫) Certificate of Airworthiness নবায়নের জন্য Civil Aviation of Bangladesh এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

প্রকৌশল পরিকল্পনা বিভাগঃ

অত্র বিভাগ কেন্দ্রীয় প্রকৌশল ও রক্ষণাবেক্ষন বিভাগের সহিত সমস্বয় সাধন করে উড়োজাহাজের যাবতীয় দিডিউল ও আন-দিডিউল রক্ষণাবেক্ষনের কাজসমুহ সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা এবং যথাসময়ে রেভিনিউ ফ্লাইট প্রদান করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে।

প্রকৌশল ওভারহল বিভাগঃ

উড়োজাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ মেরামত ও যথোপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে যন্ত্রাংশের ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিত করা।

প্রকৌশল রক্ষণাবেক্ষন বিভাগ ঃ

উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করাই অত্র বিভাগের মূল দায়িত্ব। রক্ষণাবেক্ষন বিভাগ অত্র পরিদপ্তরের মূল চালিকা শক্তি এবং নিম্নোক্ত শাখাগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্য সম্পন্ন করে থাকে।

- লাইন মেইনটেনেস্বঃ ঘূর্ণায়মান ৪টি পালায় নিজস্ব লাইসেসড প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান ও মেকানিক সমস্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সঠিক সময়ে রক্ষণাবেক্ষন করে উড়োজাহাজের উড়্ডয়ন নিশ্চিতকরণ।
- বেইজ মেইনটেনেস্কঃ নিজস্ব জনবল দ্বারা বিমান বহরে যুক্ত উড়োজাহাজের মাঝারী ও ভারী সিডিওল রক্ষণাবেক্ষন।
- মেইনটেনেঙ্গ কন্ট্রোল সেন্টার ঃ উড়োজাহাজের সঠিক সময়ে উড্ডয়ন নিশ্চিত করা ও বিভিন্ন জটিল কারিগরী ক্রটি ও উড়োজাহাজ গ্রাউন্ডেড হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারিগরী পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।
- কেবিন এপিয়ারেশ ও ফরেন এয়ারক্রাফট হ্যান্ডেলিংঃ বাংলাদেশ বিমানের নিজস্ব উড়োজাহাজের উড্ডয়ন পূর্ববর্তী ও অবতরন পরবর্তী যাবতীয় কেবিন ক্লিনিং কাজ সম্পাদন। এছাড়াও বৈদেশিক এয়ারলাইশ এর উড়োজাহাজের কেবিন ক্লিনিং এভ হ্যান্ডলিং সম্পাদন করা।

স্টোর এন্ড ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টঃ

উড়োজাহাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয়, মেরামত ও মজুদায়ন অত্র বিভাগ নিশ্চিত করে থাকে। উড়োজাহাজ সর্বদা উড্ডয়নক্ষম রাখতে অত্র বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রকৌশল উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ বিমানের নিজস্ব উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষন আরও আধুনিক ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। নিজস্ব হ্যাঙ্গার হওয়ার কারণে উড়োজাহাজের মাঝারী ও ভারী মেরামতের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হওয়ার পথ সুগম হয়।

বর্তমানে প্রকৌশল পরিদপ্তর হ্যরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দণ্ডে আগত বিভিন্ন বৈদেশিক এয়ারলাইন্সকে টেকনিক্যাল হ্যান্ডেলিং সাপোর্ট ও কতিপয় এয়ারলাইন্সকে ট্রানজিট সার্টিফিকেশন দিয়ে আসছে। এছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য এয়ারলাইন্স এর সহিত (যেমন ইউনাইটেড এয়ার, নভো এয়ার, ইয়াং ওয়ান ইত্যাদি) মেইনটেনেন্স চুক্তির মাধ্যমে উক্ত এয়ারলাইন্স এর উড়োজাহাজ রক্ষণাবেক্ষন এর দায়িত্ব পালন করেছে। সম্প্রতি প্রকৌশল পরিদপ্তর রিজেন্ট এয়ারলাইন্সের দুইটি বোয়িং ৭৩৭-৭০০ উড়োজাহাজের রক্ষণাবেক্ষন ও ট্রানজিট সার্টিফিকেশনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং যা থেকে প্রকৌশল পরিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমানের আয় বৃদ্ধিতে একটি নতুন দিগস্ত উন্মোচিত হয়েছে।



বিমান হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্স

বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টার (বিএটিসি)ঃ

বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ট্রেনিং সেন্টার (বিএটিসি) নামে একটি প্রশিক্ষন কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে প্রধানতঃ কারিগরি জনবলকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। উড়োজাহাজ রক্ষনাবেক্ষন কার্যক্রমের জন্য European Aviation Safety Agency (EASA) এর EASA-145 অর্জনের পূর্বশর্ত হিসাবে বিমান ইতোমধ্যে তার ট্রেনিং সেন্টারের জন্যও EASA-147 সাটিফিকেশন অর্জনে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে বিমানের জনবলকে উন্নততর প্রশিক্ষন প্রদান ছাড়াও বিএটিসি বাংলাদেশী যুবকদের প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে "এয়ারক্রাফট মেকানিক'' হিসাবে গড়ে তোলার কার্যক্রম শুরু করেছে, যার বিদেশে বিপুল চাহিদা রয়েছে।

বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার (বিএফসিসি) এবং বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স (বিপিসি)

বিমানের আরো ২টি সেলফ একাউন্টিং সাবসিডিয়ারী প্রকল্প রয়েছে, যথা বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার (বিএফসিসি) এবং বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স (বিপিসি) নামে বহুল পরিচিত। বর্তমানে বিএফসিসি থেকে নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে মোট ১৮টি এয়ারলাইন্সে খাদ্য উত্তোলন করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বিএফসিসি ২৩,০৭ কোটি টাকা ও বিপিসি ৩,৩৫ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

গ্রাউন্ড ও কার্গো হ্যান্ডলিং সার্ভিসঃ

বিমান গ্রাউন্ড ও কার্গো হ্যান্ডলিং সার্ভিসের মাধ্যমে ২০১১-১২ সালে প্রায় ২৭৩ কোটি টাকা আয় করেছে। বিমান নতুন নতুন কারিগরি সংযোজনের মাধ্যমে তাঁর হ্যান্ডলিং সার্ভিস উন্নত করেছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো উন্নত করা হবে। উল্লেখ্য যে, বিমানের এ সেবা প্রদানকারী বিভাগকে Bangladesh Airlines Airport Services (BAAS) নামে একটি সাবসিডিয়ারী হিসাবে গঠন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম ২০০৮ সালে শুরু হয়েছে।

হজ্জ অপারেশন ঃ

- ২০১১-১২ অর্থবছরের হজ্জ মৌসুমে বাংলাদেশ থেকে পরিবহনকৃত সর্বমোট ৫০,৯৭২ জন হজ্জ্বযাত্রীর মধ্যে বিমান ঢাকা,
 চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে মোট ২৫,৪৪৩ জন (যা মোটের উপর শতকরা ৪৯.৯২ ভাগ) হজ্জ্বযাত্রী পরিবহন করেছে।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরের হজ্জ মৌসুমে বাংলাদেশ থেকে পরিবহনকৃত সর্বমোট ১,১০,৪৭০ জন হজ্জ্বযাত্রীর মধ্যে বিমান ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে মোট ৫৪,১৮৪ জন (যা মোটের উপর শতকরা ৪৯.০৪ ভাগ) হজ্জ্বযাত্রী পরিবহন করেছে।



হজু সার্ভিস ২০১২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান।

সিটিজেন চার্টারঃ

বিমানের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক গ্রাহকদের প্রদানকৃত সেবা এবং তা প্রাপ্তির নিয়মাবলী সহজলভ্য করার নিমিত্তে পৃথক পৃথক ভাবে সিটিজেন চার্টার প্রনয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সেবার মান উন্নত হয়েছে।



দুর্নীতি দুরীকরণ ও কাজের পরিবেশ উনুয়ন ঃ

সরকার ঘোষিত দুর্নীতি রোধ নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন প্রকার সার্ভিস, ডেলিভারী সহজীকরণ, নিবিড় পর্যবেক্ষন এবং কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিমানের বিদ্যমান দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিমানে বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম অটোমেশন/আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রশাসনিক শৃংখলা পূনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিমানে কাজের পরিবেশ উন্নত করা হয়েছে।

IATA Operational Safety Audit (IOSA)

সকল সদস্য এয়ারলাইপকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানে উন্নতি করার লক্ষ্যে IATA (International Air Transport Associtation) কতিপয় ষ্ট্যান্ডার্ড বাধ্যতামূলক করেছে। এ সকল ষ্ট্যান্ডার্ডের ভিত্তিতে বিমান ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে প্রথমবারের মতো IATA Operational Safety Audit (IOSA) রেজিষ্ট্রেশন অর্জন করেছে, যা বিমানের অপারেশন্স এর আন্তর্জাতিক মানের নিদর্শণ।

বিমানের ব্যয় হাস সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের এন্য বিমান বিভিন্ন খাতে ব্যয় হাস করেছে। যার মধ্যে উল্লেযোগ্য হলো লোকসানী রুট বন্ধকরন, ফ্লাইট পরিচালনা ব্যয় যুক্তিযুক্তকরনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রুটের পূণ: বিন্যাসকরন ও জনবল হাসকরন। তাছাড়া বিমান কিছু কিছু নন-কোর কার্যক্রম আউটসোর্সিং করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

দক্ষতা উন্নয়নসূলক কাযক্রমঃ

টিকেটিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন এবং টিকেট বিক্রয় বাবদ ব্যয় হাসের অংশ হিসাবে বিমানের সকল ষ্টেশনে জুন ২০০৮ থেকে ইটিকেটিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিমান ৭টি এয়ারলাইন্সের সাথে আন্তঃলাইন ই-টিকেটিং চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
অন্যদিকে, এজেন্টদের মাধ্যমে টিকেট বিক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত লেনদেন সহজীকরন ও আর্থিক ঝুঁকি হাস করার লক্ষ্যে বিমানে
বিএসপি (Billing and Settlement Plan) মে ২০০৮ এ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বিমান ব্যবস্থাপনার নিকট
হালনাগাদ আর্থিক তথ্য সহজলভ্য করার জন্য Revenue Accounting System বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বিমানের উড়োজাহাজ বহর আধুনিকায়ন ঃ

একটি ডিসি-১০-৩০ উড়োজাহাজ ব্যতীত বিমানের অন্য ডিসি-১০-৩০ ও এফ ২৮ উড়োজাহাজসমুহ অত্যন্ত পুরাতন, যেগুলো ১৯৭৭-৭৯ সালে নির্মিত হয়েছিল। এ সকল উড়োজাহাজের অপারেটিং ও রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় অত্যাধিক। ইতোমধ্যে এফ-২৮ উড়োজাহাজ Face off করা হয়েছে এবং সকল ডিসি-১০-৩০ উড়োজাহাজগুলোও পর্যায়ক্রমে Face off করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নতুন প্রজম্মের উড়োজাহাজ দ্বারা যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরন ও আধুনিকায়নের দৃষ্টিকোন থেকে বিমান (৪টি ৭৭৭-৩০০ ইআর, ৪টি ৭৮৭-৮ এবং ২টি ৭৩৭-৮০০) ১০টি নতুন উড়োজাহাজ ক্রয়ের জন্য বোয়িং কোম্পানির সাথে দুটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইতোমধ্যে ২টি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর বিমান বহরে যুক্ত হয়েছে এবং ২০১৩ এর ডিসেম্বর এর মধ্যে আরো ২টি ৭৭৭-৩০০ ইআর এয়ারক্রাফট বিমান বহরে যুক্ত হবে। বিমান কর্তৃপক্ষ উক্ত উড়োজাহাজসমুহ বহরে যোগদানের পূর্বে অন্তবর্তীকালীন সময়ে একই প্রকার অথবা ভিন্ন প্রকারের উড়োজাহাজ লীজ ভিত্তিতে সংগ্রহপূর্বক ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।



হজ্ব সার্ভিস ২০১৩ এ যাত্রী পরিসেবার জন্য সীমকার্ড বিতরণের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কেভিন জন স্টিল।

কেপটাউন কনভেনশন স্বাক্ষর ঃ

উড়োজাহাজ ক্রয় ও লীজগ্রহণ সুবিধাজনক করা এবং এসবের ব্যয় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কেপটাউন কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়েছে।

উড়োজাহাজ ক্রয়ের অর্থায়ন ঃ

বিমানের নিজস্ব তহবিল এবং সহজ শর্তে গৃহীতব্য স্থানীয় ও বৈদেশিক ঋণ দ্বারা নতুন উড়োজাহাজ ক্রয়ের জন্য অর্থায়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে নতুন কোম্পানি হিসাবে বৈদেশিক ঋণ গ্রহনের জন্য ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত অর্থ যোগানে সরকার কর্তৃক মুলধন সহায়তার প্রয়োজন হবে।



ডিসি ১০-৩০ এয়ারক্রাফট।

বিমানের প্রধান সম্পদ হচ্ছে বিমানের প্রতি বাংলাদেশী যাত্রীদের আস্থা ও পৃষ্ঠপোষকতা। এটিকেই মূলধন করে বিমান বহরে নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ সংযোজন ও ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, সম্ভাব্য সার্ভিস সম্প্রসারণসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে বিমানকে ভবিষ্যতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা হবে। আপোষহীন নিরাপত্তা, দক্ষতা ও মিতব্যয়িতাই বিমানের মূলমন্ত্র। এসকল প্রেক্ষাপটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড হজ্ব যাত্রী পরিবহনে ক্রমাগত সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। নন্দিত বাঙ্গালী আতিথিয়েতা বিমানের ইনফ্লাইট সেবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ সংযোজন করে বিমানের বহরকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে বিশ্বের একটি প্রতিষ্ঠিত এয়ারলাইন্স হিসাবে আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা বিদ্যমান আছে।



বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল)

রূপসী বাংলা হোটেল, ১ মিন্টু রোড, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ +৮৮-০২-৮৩৩০০০১, এক্স: ৪৪০১

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮৩৩০১৪২ Web: www.bsl.gov.bd



ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লি:(বিএসএল) ১৯৯৪ সালে সংশোধিত কোম্পানী আইনের আওতায় গঠিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। বিএসএল-এর অনুমোদিত মূলধন ২৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৬১.৬১ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সরকার কোম্পানীর ৯৯.৬৮% পরিশোধিত মূলধনের অংশীদার। সরকার কর্তৃক মনোনীত ৮(আট)জনসহ অপর একজন শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধি হিসেবে মোট ৯(নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত পরিচালক পর্ষদ কোম্পানীর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

লক্ষ্য ঃ

কোম্পানীর নিয়ন্ত্রাধীন বাংলাদেশের প্রথম পাঁচতারকা হোটেল, বর্তমানের 'রূপসী বাংলা হোটেল" ১৯৬৬ সাল থেকে "হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা' নামে যাত্রা শুরু করে মাঝে 'ঢাকা শেরাটন হোটেল' এবং সম্প্রতি 'রূপসী বাংলা হোটেল' নামে গত ০১ মে ২০১১ থেকে পরিচালিত হচ্ছে। হোটেলটি দেশের অভ্যন্তরীণসহ বিশ্বব্যাপী অসংখ্য পর্যটকসহ অতিথিদের আন্তর্জাতিকমানের হোটেল সেবা প্রদান করে আসছে। হোটেলের সুযোগ-সুবিধা আরো উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিশ্ববিখ্যাত হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী "ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস্ গ্রুপ (আইএইচজি)"-এর সাথে ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আইএইচজি'র ব্র্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ব্যাপক সংস্কার সম্পন্নের পর হোটেলটি 'ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা' নামে ব্র্যান্ডিং করা হবে।



উদ্দেশ্যঃ

দেশের অভ্যন্তরীণসহ বিশ্বব্যাপী অসংখ্য পর্যটকসহ অতিথিদের আন্তর্জাতিকমানের হোটেল সেবা প্রদান করা। অতিথিদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান।

দায়িত্ববলীঃ

রূপসী বাংলা হোটেল পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ও সার্বিক তত্ত্বাবধান। বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনার কনফারেঙ্গ সেন্টার (বিআইসিসি)-এর সার্বিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত বলাকা রেস্টুরেন্ট এন্ড বার পরিচালনায় নির্দেশ প্রদান। হোটেলে আগত অতিথিদের সর্বোত্তম আতিথিয়তা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ। আধুনিক প্রতিযোগীতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সুসংহতকরণে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ। প্রতিষ্ঠানের প্রত্যুক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন বিধি ও আইন সম্পর্কে অভিহিতকরণ। প্রতিষ্ঠানের সবধরণের ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ। যথসময়ে রাষ্ট্রিয় কোষাগারে পরোক্ষ কর (VAT) ও প্রত্যক্ষ কর (AIT) প্রদান নিশ্চিতকরণ।

আর্থিক অবস্থা ঃ

কোম্পানীর অর্থ বছর জানুয়ারী-ডিসেম্বর। গত দু'বছরে (২০১১-২০১৩) বিএসএল-এর অর্জিত আর্থিক সাফল্যের চিত্র নিম্নে বর্ণনা করা হল। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ৩০শে এপ্রিল পূর্বতন অপারেটর Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts Pte. Ltd. হোটেল পরিচালনার দায়িত্ব ত্যাগ করে এবং নতুন অপারেটর নিয়োগ বিলম্বিত হওয়ায় উক্ত বছরে বাজেট করা হয়নি।

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম	বাজেট ২০১১		বাজেট ২০১২	
	বিএসএল	রূপসী বাংলা	বিএসএল	রূপসী বাংলা
আয়	-	-	৫,০২০.০০	১১,৬৯০.০০
আয়কর ব্যতীত ব্যয়	-	-	२,२२8.००	৭,৬২৩.০০
ব্যবস্থাপনা ফি	-	-	-	২৮০.০০

উল্লিখিত অর্থবছরসমূহে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি নিশ্চিতকরনে বিএসএল কর্তৃক সরকারী কোষাগারে জমাকৃত আয়কর ও ভ্যাট-এর বিবরণ নিম্নরূপঃ

লক্ষ টাকায়

বিবরণ	২০১১	২০১২	২০১৩
বছর	(জানুয়ারী-ডিসেম্বর)	(জানুয়ারী-ডিসেম্বর)	(জানুয়ারী-জুন)
সরকারী কোষাগারে জমা	२, ११ ১ .००	৩,৬১৮.০০	১,৩ ৫০.০০

কার্যক্রম ঃ

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে ও পরে হোটেল-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও গুরুত্ব স্বীকার করে আইএইচজি-র ব্র্যান্ড ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হোটেলটি সংস্কাররের পরিকল্পনায় হোটেল ভবনের আকর্ষনীয় ঐতিহ্য সমুন্নত রাখা হচ্ছে। অতিথিদের উন্নততর সুবিধা-সেবা প্রদানের জন্য নিম্নোক্তসহ সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হবেঃ-

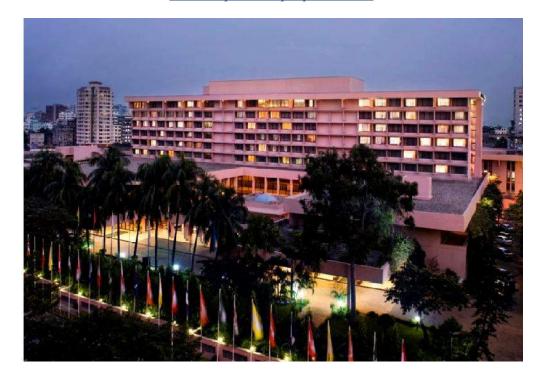
- বর্তমান অতিথি কক্ষের আয়তন ২৬ থেকে ৪০ বর্গমিটারে বৃদ্ধি করে বিলাসবহুল অতিথি কক্ষে রূপান্তর;
- দিনের আলোসম্বলিত অল-ডে ডাইনিং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় দর্শনযোগ্য স্থানে স্থানান্তর;
- স্পেসিয়ালিটি ও থিম রেষ্টুরেন্ট নির্মাণ;
- আধুনিক অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও অডিও-ভিজুয়াল লাইটিং সুবিধাসহ পাবলিক এরিয়া একাধিক ব্যাংকুয়েট হল ও
 মিটিং রুম সংস্কার/নির্মাণ;

- হেলথ ক্লাবসহ সুইমংপুল অন্যত্র স্থানান্তর, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ণ;
- রন্ধনশালা ও লন্ডির সরঞ্জামাদি প্রতিস্থাপনসহ সংস্কার;
- মেকানিক্যাল-ইলেকট্রিক্যাল-প্লাম্বিং সিস্টেমের আমূল পরিবর্তন; এবং ইত্যাদি।

২০১৪ সালের মার্চ-এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় ICC World Cup Twenty 20 এর উপলক্ষ্যে আগত খেলোয়াড় ও অতিথিদের আবাসনের জন্য সংস্কার কাজ আগামী বছরের মাঝামাঝিতে হোটেলের সংস্কার কাজ শুরু হবে। আশা করা যায় ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে সংস্কার কাজ সম্পন্ন হবে এবং হোটেলটি 'ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা' নামে যাত্রা শুরু করবে। এছাড়া, বিএসএল গত ০১-০৭-২০১২ তারিখ থেকে দশ বছরমেয়াদী গণপূর্ত অধিদপ্তর মালিকানাধীন বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনার কনফারেঙ্গ সেন্টার (বিআইসিসি)-এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। ইতোমধ্যে সম্মেলন কেন্ত্রটির সেবার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে।



১০৭, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা। ফোন- ৮৮-০২-৮১৪০৪০১, ফ্যাক্স- ৮৮-০২-৮১১৯৬৪৬ Web: http://www.panpacific.com



পটভূমি: ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন, যা পরর্বতীতে কোম্পানী আইন ১৯৯৪ নামে পরিচিত এর অধিনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ১৯৭৭ সালে হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী গঠন করা হয় এবং জাপানী আর্থিক সহায়তায় ঢাকায় একটি পাচঁতারকা মানের হোটেল নির্মাণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। কোম্পানী তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সোনারগাঁও হোটেল নির্মাণ করে ১৯৮১ সালে বাণিজ্যক ভাবে যাত্রা শরু করে । এ হোটেল নির্মাণে তৎকালিন জাপানী ঋণদান সংস্থা ৬৩৫.৭০ কোটি ইয়েন ঋণমঞ্জুর করে এবং বাংলাদেশ সরকার ২৪.১৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে । ঋণ চুক্তি অনুসারে জাপানী ঋণ ২০০২ সালের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। বর্তমানে কোম্পানী অত্যান্ত সুনামের সহিত লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছে।

১১ জন পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানী পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত মুলধন ৬০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মুলধনের পরিমাণ ৫৯.৩৩ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সরকার কোম্পানীর শৃতভাগ শেয়ারের মালিক।

লক্ষ্য:

হোটেলে আগত দেশী বিদেশী অতিথিদের উন্নতমানের আতিথিয়তা সেবা প্রদান এবং হোটেলে অবস্থানরত সময়কে অতিথির মনে স্মরণীয় করে রাখা।

উদ্দেশ্য:

বিশেষায়িত সেবা, বাংলাদেশের এক নম্বর হোটেল, অতিথিদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন

দায়িত্ববলি:

- প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ।
- প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের সার্বিক কার্যাবিলি তত্ত্বাবধান করা ।
- হোটেলে আগত অতিথিদের সর্বোত্তম আতিথিয়তা সেবা প্রদান নিশ্চিত করণ।
- আধুনিক প্রতিযোগীতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সুসংহতকরণে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে সরকার কর্তৃক প্রণিত বিভিন্ন বিধি ও আইন সম্পর্কে অভিহিত করণ।
- প্রতিষ্ঠানের সব ধরণের ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব "ক্রয় নীতিমালার"
 পাশাপাশি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ করা হয়।
- যথাসময়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পরোক্ষ কর (VAT) ও পত্যক্ষ কর (Income Tax) প্রদান নিশ্চিত করণ।

অগ্রগতি:

- ২০১২ সালে পরিচালনা পর্যদের সুপারিশের ভিত্তিতে হিল, প্যান প্যাসিফিক হোটেল এন্ড রির্সোট এর সাথে দশ বছর
 মেয়াদি ব্যবস্থাপনা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী আগামী দশ বছর প্যান প্যাসিফিক হোটেল এন্ড রির্সোট
 সোনারগাঁও হোটেল পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে।
- হোটেলের পেছনের দিকে ১৫০টির বেশী গাড়ী পার্কিং-এর ব্যবস্থা, এবং সাথে গাড়ী চালকদের বিশ্রামাগার যাতে আছে টিভি, পাখা সহ বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা।
- Fedelio system পরিবর্তন এবং উন্নতর প্রয়ুক্তির OPERA Reservation system প্রতিস্থাপন, ফলে অনলাইন রির্জাভেশন ৯% বৃদ্ধি ।
- হোটেলের সুইমিং পুলের সাথে ১৮২৬০ বর্গফুট আয়তনের একটি "OASIS" চালু করা হয়েছে যাতে একসাথে ন্যুনতম ২০০০ অতিথির আসন বিশিষ্ট বড় আকারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব।
- অধিক কর্মদক্ষতা নিশ্চিত করণে হোটেলের ৫০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষন ও শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় অর্ক্তভূক্ত করা হয়েছে এবং যথাযথভাবে তা সম্পাদান করা হয়েছে।
- দেশের হোটেল শিল্পকে আর্ন্তজাতিক বাজারে পরিচিত ও বৈদেশিক বিরিয়োগকারীদের আর্কষণ করার জন্যা International Sales call ও World Travel Fairs JATA (Japan) এ অংশগ্রহন করা হয় । ইহাছাড়াও দেশীয় হোটেল ব্যবসাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে Pan Pacific Group- এর অন্যান্য শাখা যা Sydney, Beijing, Malaysia, Singapore, London- এ অবস্থিত তাদের সাথে বিভিন্ন Campain এ অংশগ্রহন করা হয় ।
- হোটেলের পুরাতন গাড়িসমূহ পরিবর্তন করে নতুন গাড়ি বহর সংযোজন করা হয়েছে।
- বিগত ৩০ বছরের পুরাতন টেলিফোন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে নতুন IPPABX সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- হোটেলের সার্বিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করণে 1.5 MW বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Power Gererator স্থাপন করা হয়েছে ।
- এছাড়াও সোনারগাঁও হোটেলকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য দুটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে ।

সোনারগাঁও হোটেলের রিনোভিশন প্রকল্প:

এ প্রকল্পের আওতায় কক্ষসমূহের আধুনিকায়ন সুইমিংপুল, হেলথ ক্লাব এর আধুনিকায়ন স্পোর্টস বার, এ্যাকুয়া রেস্টুরেন্টসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।





সোনারগাঁও হোটেলের সম্প্রসারণ প্রকল্প:

এ প্রকল্পের আওতায় ভূ-র্গভস্থ তিন স্তর বিশিষ্ট গাড়ি পার্কিং, প্রায় ২৫০ রুমের টাওয়ার ব্লক এবং একটি কনভেনশন হল নির্মাণসহ অন্যান্য কাজের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

গত তিন বছরের আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদনঃ

লক্ষ টাকায়

বৎসর	মোট আয়	মোট ব্যয়	করপূর্ব মুনাফা
২০১০	১,০৮,২২.০০	৭২,১৫. ০০	৩৬,০৭.০০
২০১১	٥٥.٥٥,8٥,٤٠	৮৬,২৩.০০	8৮,১৬.০০
২০১২অনিরীক্ষিত	১,৫৯,৯৬.০০	৯৬,৫৭.০০	৬৩,৩৯.০০

গত তিন বছরে সরকারি কোষাগারে জমা (কর ,ভ্যাট,রেমিটেন্স ও অন্যান্য):

লক্ষ টাকায়

বছর	২০১০	২০১১	২০১২
সরকারি কোষাগারে জমা	<i>8२,७</i> ১ .००	8b,b ૭ .૦૦	৬০,88.০০

অধ্যায়-৩

উপসংহারঃ

তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা দুত ও সহজ হওয়ার কারণে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং সভ্যতা দেখার জন্য মানুমের সহজাত আগ্রহে পর্যটন সারা বিশ্বে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করছে। পাশাপাশি সারা বিশ্বে কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধণে পর্যটন বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে চালিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পর্যটন খাত এক অমিত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে তৈরী পোশাক শিল্পের পরেই পর্যটন শিল্প থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারবে। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, ষড়ঋতুর বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়ায় হয়ে উঠবে একটি আকাঞ্জিত 'পর্যটন গন্তব্য'।

বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে একটি পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০১০ সালে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গঠন করেছে। পৃথিবীর দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন বালুকাময় সমুদ্র সৈকত-কক্সবাজার, অনুপম সমুদ্র বেলাভূমি কুয়াকাটা এবং বিশ্বের একক সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, প্রবহমান মহানদী-পদ্মা, যমুনা, মেঘনাসহ সারাদেশে বিস্তৃত অসংখ্য নদ-নদী, বন, পাহাড়, হুদ, নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ভিত সিলেট অঞ্চলের চা বাগান, ময়মনসিংহ ও সুনামগঞ্জের হাওড়-বাওড়, পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্য হিসেবে পরিগনিত হতে পারে। এলক্ষ্যে, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের এ উদ্যোগ সুধীজনে প্রশংসিত হয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১২ সালে বাংলাদেশে আগত পর্যটকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,৮৮,১৯৩ জন এবং পর্যটন খাতে বৈদেশিক আয়ের পরিমান ছিল ১০০.৮৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার যা ২০১১ সালের চেয়ে ২০.৪৬% বেশি। এ সকল বিবেচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাঙ্গালী তাঁর আতিথেয়তার জন্য বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এ আতিথেয়তাই বাংলাদেশ বিমানের ইন-ফ্লাইট সেবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সরকার নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ সংযোগ করে বিমানের বহরকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে বিশ্বের একটি প্রতিষ্ঠিত এয়ারলাইঙ্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য আন্তরিক ও বদ্ধপরিকর। নতুন বিমান সংযোজন, প্রশিক্ষণ ও সরকারের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পরিকল্পনার ফলে বিমানের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। যাত্রী সেবাকে সহজতর করার লক্ষ্যে বিমান পরিবহনে বেসরকারী খাতকে সম্পূর্ণ উম্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। দেশের আকাশ সীমায় সকল প্রকার বিমানের উড্ডয়ন ও অবতরণের সুবিধা প্রদান করে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে সিভিল এভিয়েশন সেক্টরে তার নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। এতদসত্বেও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পর্যটন খাতের বিকাশ ও বিমান পরিবহনে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করার পাশাপাশি তা সমাধানের চেষ্টা করে যাচেছে।

'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিরাজ করবে শাস্তি, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতি। পর্যটন ও বিমান এ দু'টি খাতকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছাতে এ মন্ত্রণালয়ের সকলে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচেছে। অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আগামী দিনগুলিতেও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ইতিবাচক ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।
